দ্বিতীয় অংশ

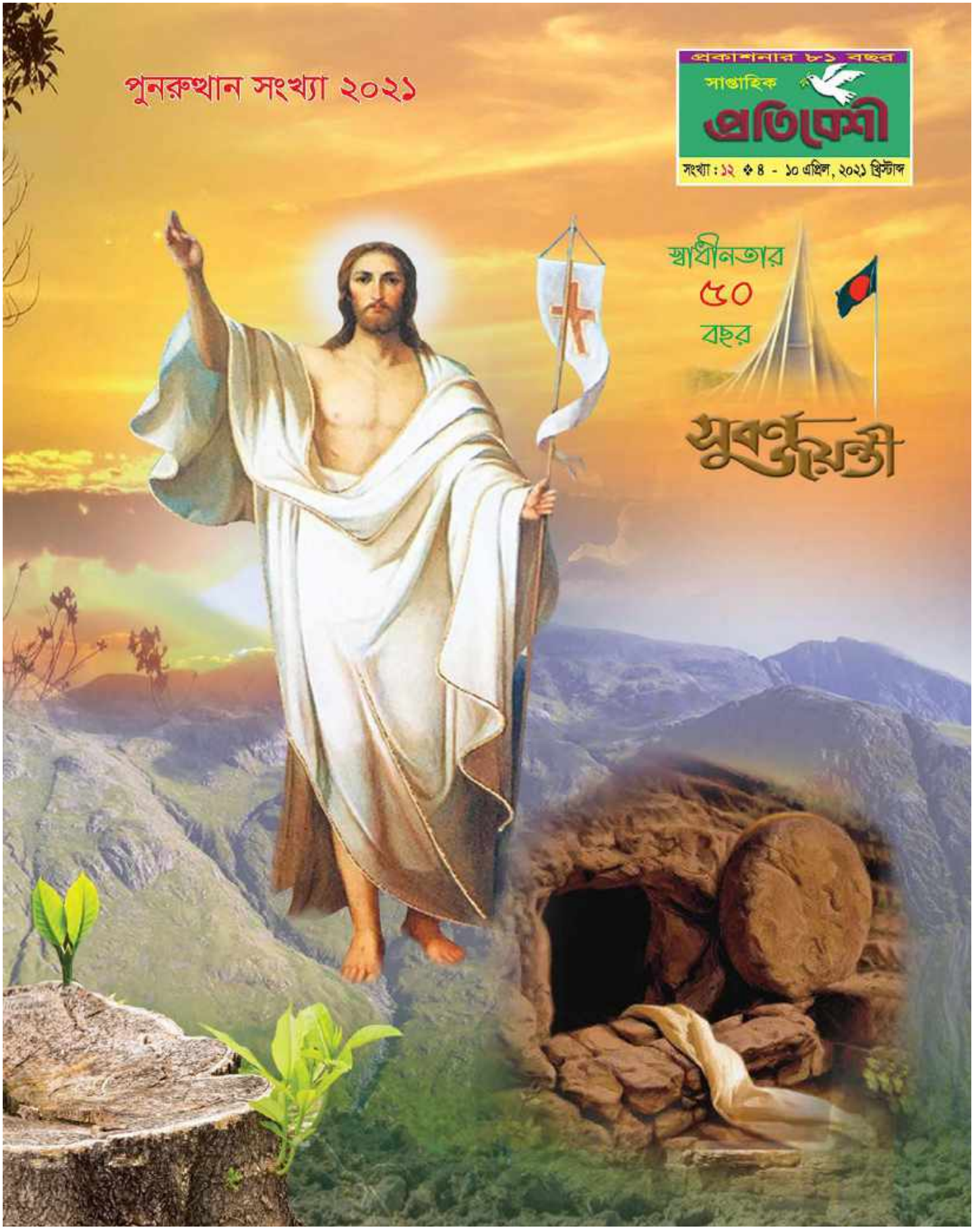
পুনরুত্থান সংখ্যা ২০২১
প্রকাশনার ৮১ বছর
সাপ্তাহিক
প্রতিবেশী
সংখ্যা : ১২ ❖ ৪ - ১০ এপ্রিল, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ
স্বাধীনতার
৫০
বছর
সুবর্ণজয়ন্তী

পুনরুত্থান প্রতিদিন

ডোরা ডি'রোজারিও ওসিভি

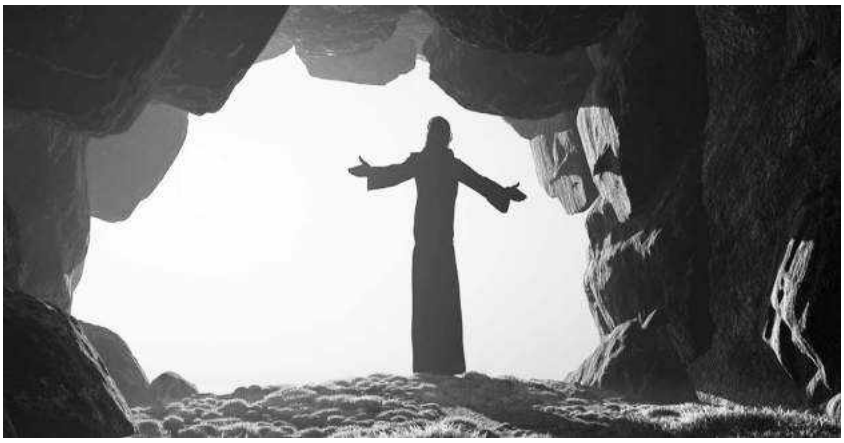

স্বয়ং শান্তিবিধাতা পরমেশ্বর তোমাদের সম্পূর্ণ পবিত্র করে তুলুন। তিনি তোমাদের সমস্ত সত্তা আত্ম, প্রাণ ও শরীর নিত্যই ঘিরে রাখুন, তোমরা যেন আমাদের প্রভু যিশুখ্রিস্টের সেই মহা আগমনের দিনটি পর্যন্ত অনিন্দনীয় হয়েই থাকতে পার'। *(১ থেসা ৫: ২৩)* থেসালোনিকীয়দের ওপর সাধু পলের এই আশীর্বাদ যেন সমস্ত সত্তায় ঈশ্বরের সাথে মানুষের সম্পর্কের একটি ইঙ্গিত দেয়, ব্যক্তিগত সম্পর্কের ইঙ্গিত। যিশু পিতার হৃদয়ের *(যোহন ১:১৮)* কাছেই ছিলেন, আর সেখান থেকে নেমে এলেন *(যোহন ১:১৪)* যেন ঈশ্বরে মানুষে পুনর্মিলন ঘটে, ঈশ্বরের ভালবাসায় ঈশ্বরের সংগে মানুষের ব্যক্তিগত সম্পর্ক গড়ে ওঠে। সেটাই পুনরুত্থানের অভিজ্ঞতা।

সকলে জন্মগ্রহণ করে, সকলে মৃত্যুবরণও করে। আর যিশু? তিনিও জন্মেছেন, মৃত্যুবরণ করেছেন কিন্তু পুনরুত্থিত হয়েছেন। তাই-তো তিনি ঈশ্বরপুত্র: 'তাঁর সেই পরম পবিত্র আত্মিক সত্তার জন্যে তিনি মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থানের ফলে মহাশক্তিধর ঈশ্বর-পুত্ররূপেই অধিষ্ঠিত হয়েছেন' *(রোমীয় ১:৪)*। যিশুর পুনরুত্থানই তাঁকে মুক্তিদাতা করেছে, সকল মানবজাতির প্রভু করেছে। এ আমাদের বিশ্বাস।

মৃত্যুর অন্ধকার থেকে, সেই কবর থেকে যিশু যখন বেরিয়ে এলেন, তখন তো তাঁর যন্ত্রণাময় মৃত্যু মনে আসেনি, তখন মনে এসেছে তাঁর প্রার্থনার পূর্ণতা লাভ : 'পিতা, এবার সময় এসে গেছে: তোমার পুত্রের মহিমা তুমি এখন প্রকাশ কর' *(যোহন ১৭:১)*। যিশুর পুনরুত্থানই সেই মহিমার প্রকাশ।

আর এই মহিমায় পৌঁছানোর ফলে সমস্ত মানবজাতি পিতার সম্পর্কের সুনির্দিষ্ট রূপ দেখতে পেয়েছে। পিতার সঙ্গে মানুষের ব্যক্তিগত সম্পর্ক, পিতৃতুল্য সম্পর্ক। সেই পুনরুত্থান-ভোরে মাগদালার মারিয়ার কাছে যিশুর বলা কথা সেটাই প্রমাণ কয়ে: 'যিনি আমার পিতা ও তোমাদেরও পিতা, আমার ঈশ্বর ও তোমাদেরও ঈশ্বর আমি তাঁর কাছে ফিরে যাচ্ছি' *(যোহন ২০:১৭)*

তাঁর পিতা সকলের পিতা, প্রেমময় পিতা, যত্নশীল পিতা। এটাই পুনরুত্থানের কৃপা। যিশু পুনরুত্থান করেছেন আর আমরা পাপের বন্দিদশা থেকে মুক্তিলাভ করেছি। আমরা তা বিশ্বাস করি। খ্রিস্ট যদি পুনরুত্থিত না হতেন তাহলে বৃথাই তাঁর বিষয়ে প্রচার আর বৃথাই আমাদের বিশ্বাস। খ্রিস্টের পুনরুত্থানেই আমাদের পাপমুক্তি, তাহলে কথাটি তো এটাই দাঁড়ায়, পাপমুক্তিই আমাদের প্রত্যেকের পুনরুত্থান। *(দেখুন ১ করি ১৫: ১৪ - ২০)*। অবশ্য তাঁর রক্তমূল্যেই তিনি আমাদের কিনে নিয়েছেন।

তাই, প্রতিদিনের যাপিত জীবনে যতই আমরা পাপের শেকল থেকে, নানাবিধ অন্ধকার দিক থেকে বেরিয়ে আসতে পারব ততই পুনরুত্থিত জীবনের স্বাদ অভিজ্ঞতা করব। কেননা তখন সব পুরানো মিলিয়ে যায় আর খ্রিস্টে মিলিত হয়ে একেকজন হয়ে ওঠে নবসৃষ্টি (২ করিন্থীয় ৫: ১৭)। আর সে তখন সেই পিতা, যিনি আসীমরূপে ভালবাসেন পুনরুত্থানের দিনে যিশু যে পিতাকে প্রত্যেকের ব্যক্তিগত পিতারূপে দিলেন, তার ভালবাসায় আপ্লুত হয় ।

ফলশ্রুতিতে কি হয়?

প্রতিদিনের জীবনে এই সন্তানত্বের ভালবাসা আমাদের অন্তরকে ত্রিত্ব পরমেশ্বরের আবাস করে তুলে।

এমনি পুনরুত্থানের মহিমায় নিয়ে আসার জন্যই তো পিতা বিধানের অধীনে পড়ে থাকা এই আমাদের মুক্তিমূল্যরূপে যিশুকে পাঠিয়েছিলেন। শুধু কি তাই? তার প্রমাণও তিনি দিয়েছেন আমাদের অন্তরে পরম আত্মাকে দিয়ে, যে আত্মা আমাদের অন্তরে ডেকে ওঠে 'আব্বা'। এই সন্তানত্বে আমরা পিতৃসম্পদের উত্তরাধিকারী। অর্থাৎ তিনি আমাদের ধার্মিকতা ফিরিয়ে এনে তাঁর আপন মহিমাদানে মহিমান্বিত করে তুলেন।

পুনরুত্থানে আমাদের কি আহবান?

প্রতিদিন পুনরুত্থানের মাধুর্যে থাকতে আমাদের চেতনায়

১) আমরা যেন পবিত্র আত্মার প্রভাবে পবিত্র হয়ে, সত্যের প্রতি বিশ্বাস রাখি *(২থেসা.২:১৩)*

২) পিতার ভালবাসায় অন্তরে ফিরে পাওয়া ধার্মিকতা টিকিয়ে রাখি *(রোমীয় ৮: ২৮,৩০)*।

৩) যিশুর প্রতি বিশ্বাসী হই *(রোমীয় ৩: ২৬)*।

৪) প্রতিদিনের খ্রিস্টযাগে বিশ্বাসের যে নিগূঢ় রহস্য প্রার্থনা করি : 'প্রভু, তোমার মৃত্যু ঘোষণা করি, তোমার পুনরুত্থান স্বীকার করি', তা যেন প্রতিদিনের যাপিত জীবনে সত্য হয়ে ওঠে।

প্রভু যিশুর পুনরুত্থান আমাদের জীবনের প্রতিটি ভগ্ন-দশা থেকে উঠে আসার শক্তি হোক৷ ❑

খোলা জানালা

স্বপ্নের সন্ধানে ও স্বপ্নপূরণে

ড. আলো ডি'রোজারিও

১। স্বপের বাড়ি হয়, স্বপ্নের শহর হয়, কিন্তু স্বপ্নের কোন গ্রাম হয় না। প্রকৃতির সৃষ্ট বাংলাদেশের যেকোন গ্রাম অনিন্দ্য-সুন্দর, সৃষ্টির উজ্বলতায় উদ্ভাসিত, স্রষ্টারই ইচ্ছায়। অনেকে পরিকল্পিত গ্রাম গড়তে চেয়েছেন, পারেননি গড়তে। তাদের চেষ্টার ফলে হয়েছে এক একটা কলোনী, কলোনীর বৈশিষ্ট্য আর গ্রামের বৈশিষ্ট্য এক না। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরা একটা গ্রাম গড়তে চাইলে মানুষকে যে স্রষ্টা হতে হবে! স্রষ্টার কাজ কী আর মানুষ পারে? পারে না।

২। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন, কারো যদি একটিও টাকা না থাকে সে গরীব না। গরীব হলো সেই ব্যক্তি যার কোন স্বপ্ন থাকে না, কোন কিছু করার বা হওয়ার জন্য যার তীব্র আকাঙ্ক্ষা থাকে না। স্বামী বিবেকান্দের কথা আরো একটু খোলাসা করে বলা যায় এভাবে, ধনী হওয়াটা টাকা থাকা না থাকার ওপর নির্ভর করে না, ধনী হওয়াটা নির্ভর করে কোন কিছু করা বা হওয়ার জন্যে স্বপ্ন বা লক্ষ্য থাকার ওপর। আমি ধরে নিতে পারি, বাংলাদেশের প্রতিটি গ্রামের প্রতিটি মানুষই ধনী। কারণ তাদের প্রত্যেকজনের এক একটি স্বপ্ন বা লক্ষ্য আছে, ভালো কিছু হওয়ার বা ভালো কিছু করার। বিশেষ করে ভালো মানুষ হবার। আমাদের গ্রাম দড়িপাড়া একটি বড়-সড় গ্রাম। অনেক মানুষ আছে সেখানে, সেসাথে আছে অনেক স্বপ্ন। ইস, আমি যদি তাদের প্রতিটি স্বপ্ন কুড়াতে পারতাম, তবে সুন্দর একটি মালা গাঁথতাম, আমার গাঁথা সেই সুন্দর মালা দেখে সবাই বলতেন, কী চমৎকার!

৩। যতদূর মনে পড়ে, ছোটবেলায় প্রধানত তিনটি কারণে আমি বড়দের সাথে অন্য গ্রামে যেতাম: রান্নাঘর বা গোয়ালঘরের চালের জন্য ছন কিনতে; হাঁছুন (ঝাঁড়ু) বানাবার জন্যে নিলুজি তুলতে; ও পিকনিক করতে। নিলুজি এক ধরনের ঘাসের ডাঁটাসহ ফুল, এর প্রকৃত নাম ছোটবেলায় জানতাম না, পরে জেনেছি, এখন সেই নাম আবার ভুলে গেছি। প্রাইমারী স্কুলে পড়াকালে জ্যাঠিমার সাথে বছরে একবার শিমুলিয়া গ্রামের বালু নদীর পারে যেতাম নিলুজি তুলতে। সেখানে ছিলো অনেক নিলুজি। আনতে ছিল না কোনো মানা। হাইস্কুলে পড়াকালে মামাদের সাথে দুই বছরে একবার ভাসানিয়া গ্রামে যেতাম ছন কিনতে। ছন কিনে ফেরার পথে নাগরী বাজারের মিষ্টির দোকানের পাশে মাথার ছনের বোঝা রেখে জিরিয়ে নিতাম। ছোটরা খেতাম জিলাপি আর পানি। বড়রা বাড়তি একটা জিনিস খেতেন যা আমি বড় হয়েও খাইনি। শ্রদ্ধেয় আলিচাঁন ফাদারের সাথে পিকনিক করতে গিয়েছিলাম ভাদুন ও মঠবাড়ী। তুমিলিয়ার সেবকদের নিয়ে তিনি ফিবছর পিকনিক করতেন। এখন কী আর নিলুজির ঝাঁড়ু আছে? কিছুক্ষণ নিলুজি টেনে তুললে যে হাতের তালু লালে লাল হয়, ফোঁসকা পড়ে, তা এখন আর কয়জনই বা বলতে পারবেন? ছনের চালের দিন তো শেষ হয়েছে বেশ কয়েক বছর আগে। শ্রদ্ধেয় ফাদারগণ কী সেবকদের নিয়ে পিকনিক করতে ভিন্ন গ্রামে এখনো যান? আমাদের ভাওয়াল এলাকার গ্রামে এখন আর ছনের ঘর তেমন দেখি না। দেশে বা বিদেশে কোনো-কোনো পর্যটন-খ্যাত এলাকায় এখনো ছনের বা পাতার ঘর দেখা যায়। আর তা বানানো হয় পর্যটকদের গ্রামীণ ঐতিহ্যের ধারণা দিতে। আমাদের দেশেও পর্যটক টানতে কোথাও-কোথাও ছনের ঘর বানানো শুরু হয়েছে। হয়তো একদিন গ্রামও কেউ-কেউ বানাবেন!

৪। স্বপ্ন নিয়ে শুরু করা এই লেখাটি চলে এসেছে আমার সেবক হওয়া ও পিকনিক করা পর্যন্ত। আবার স্বপ্নে ফেরা যাক। ভারতের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি এ পি জে আবুল কালাম বলেছেন, যা ঘুমিয়ে দেখি তা স্বপ্ন না, যা আমাকে ঘুমাতে দেয় না, তাই স্বপ্ন। কী সাংঘাতিক কথা! কিন্তু একদম খাঁটি কথা। তাই, আমার জানতে ইচ্ছে করে, এখনকার গ্রামের মানুষের কি-কি স্বপ্ন আছে যা কি না তাদের ঘুমাতে দেয় না, নিরন্তর তাদেরকে জাগিয়ে রাখে, ব্যস্ত রাখে, সংঘবদ্ধ করে, উদ্যোগী ও উদ্যমী করে। গ্রাম তো পাল্টে যাচ্ছে, অন্যে পাল্টায়ে দিচ্ছে, কিছুটা ইচ্ছায়, বেশীরভাগ ইচ্ছার বিরুদ্ধে। এই চলমান পরিবর্তন, ভাঙ্গাগড়া, জমি বেচা-কেনা, এসবের শেষ কোথায়? গ্রামের যারা কী না মূল অধিবাসী তারা কী ভাবছেন? তাদের স্বপ্ন কী শহরে চলে যাওয়ার? নাকি তারা চান তাদের গ্রামটাই শহর হয়ে যাক? যেকোন গ্রামে কেউ-কেউ হয়তো থাকবেন যাদের গ্রাম ছাড়তে কোন মায়া নেই, বরং ছাড়তে পারলেই খুশী। বাকীরা, যারা গ্রামেই থাকতে চান, যাদের বিকল্প ভালো কিছু নেই, যাদের গ্রামে থাকতেই হবে, তাদের স্বপ্নগুলো কে জানতে চান বা খোঁজ রাখেন?

৫। আমি মাসে একবার বা দু'বার আমার গ্রামের বাড়ী দড়িপাড়ায় যাই, কখনো উলুখোলা ও নাগরী হয়ে, কখনো আবার পানজোরা ও নাগরী হয়ে। পুবাইল, শিমুলিয়া ও নলছাটা হয়েও মাঝে-মধ্যে যাই। মসৃণ পাকা রাস্তায় যেতে-যেতে নতুন-নতুন সাইনবোর্ড দেখি, রাস্তার পাশে থেমে থাকা গাড়ি দেখি, খুব ভালো পোশাক পরা ও বাইরে থেকে আসা লোকজন দেখি, সদ্য তৈরি করা দালান দেখি, শক্তপোক্ত দেয়াল দেখি, কোথাও আবার দেখি সারি-সারি বাস চুপচাপ দাঁড়িয়ে, শ্রমিক ভাই-বোনদের নামিয়ে দেবার পরে। এসবের মধ্যে যারা জমির মূল মালিক তাদের অবস্থানটা কোথায়? ধীরে-ধীরে তারা যে শেকড়-হারা ও ঐতিহ্য-বিচ্যুত হয়ে যাচ্ছেন! চলার পথে আমি ভাবি, চলি আর বলি, প্রশ্ন করি নিজেকে, মনে মনে, কী হবে সামনের দিনগুলোতে? গ্রামের তাবৎ মানুষ কী স্বপ্নহারা হবেন?

৬। স্বপ্নের সাথে সম্পদের একটি সম্পর্ক আছে। আবার স্বপ্নের সাথে রয়েছে শান্তিরও সম্পর্ক। যেকোন ব্যক্তি সম্পদশালী হওয়ার পাশাপাশি চেষ্টায় থাকেন শান্তিতে থাকতে। কিন্তু সম্পদ ও শান্তি একসাথে পাওয়া যে কত কঠিন তা যাদের প্রচুর সম্পদ আছে তারাই বলতে পারবেন। সম্পদ ও শান্তি একসাথে পাবার অন্যতম উপায় হলো শিক্ষা। এই শিক্ষা শুধু ডিগ্রীধারী বা সার্টিফিকেটধারী শিক্ষিত হওয়া না, এই শিক্ষা হলো সুশিক্ষা যা কী না একজন মানুষকে মানবিক, বুদ্ধিবৃত্তিক ও আধ্যাত্মিক গঠন পরিপূর্ণভাবে দেয়। আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা মূলত: বুদ্ধিবৃত্তিক, তাই অসম্পূর্ণ। লেখক ও চিন্তাবিদ মোতাহার হোসেন চৌধুরী সুশিক্ষিত হওয়া প্রসঙ্গে লিখেছেন, নিরক্ষরকে স্বাক্ষর করা সভ্যতা আর স্বাক্ষরের সুশিক্ষিত হওয়া সুসভ্যতা, সুশিক্ষিত হয়, কেউ কাউকে সুশিক্ষিত করতে পারে না। সুশিক্ষিত হোক আর সুসভ্যই হোক, এটা হবার একটা আবহ লাগে। লাগে অনুকূল পরিবেশ। গ্রাম কী আমাদের সুশিক্ষিত হবার পরিবেশ দিতে পারছে না? অবশ্যই পারছে। তা না হলে সমাজে এতো এতো সুশিক্ষিত মানুষ আছেন কীভাবে?

৭। আমি যদি আবার গ্রামে ছোট হতে জীবন শুরু করতে পারতাম, তবে স্বপ্ন দেখতাম সুশিক্ষার। যে শিক্ষায় ডিগ্রী বা সার্টিফিকেট লাভের পাশাপাশি থাকত, পারিপার্শ্বিক ও সামাজিক জ্ঞান অর্জন, শিষ্টাচার শেখা, নিজেকে সুন্দরভাবে প্রকাশের দক্ষতা, মূল্যবোধ সম্পন্ন হওয়া, নৈতিকভাবে দৃঢ় হওয়ার কৌশল জানা, নিজ পরিবেশসহ গ্রামকে ভালোবাসা। সেসাথে অর্জন করতে চাইতাম প্রযুক্তি-বিষয়ক জ্ঞান ও দক্ষতা কারণ এসব ছাড়া এখন জীবন-ধারণ প্রায় অসম্ভব। ভালো আচরণ শিষ্টাচারের অংশ, আর ভালো আচরণে যা অর্জন সম্ভব তা শুধুমাত্র জ্ঞান দ্বারা সম্ভব হয় না। নিজেকে সুন্দরভাবে প্রকাশের জন্যে জানা প্রয়োজন যোগাযোগ ধারণা ও কৌশল, সেসাথে চাই সৃজনশীলতা ও উদ্ভাবনী ক্ষমতা। পরিপূর্ণ ও নৈতিক মানুষ হতে প্রয়োজন ধর্মীয় ও সামাজিক মূল্যবোধে বেড়ে ওঠার সুযোগ। আসুন, আমরা সকলে সুশিক্ষিত হবার স্বপ্ন দেখি, অন্যকেও সেই স্বপ্ন দেখতে সহায়তা করি, সকলে মিলে আলাপ-আলোচনা করে আমাদের সামাজিক স্বপ্ন স্থির করি ও স্বপ্নপূরণে উদ্যোগী ও পরিশ্রমী হই। একতায়, দক্ষতায় ও সহযোগিতায় যেকোন সামাজিক স্বপ্নপূরণ সহজ হয়॥ ❑

যুবাদের স্বাবলম্বী হওয়ার নতুন দিগন্ত ফ্রিল্যান্সিং পেশা

থিওফিল নকরেক

ভূমিকা: আমাকে অনেকেই প্রশ্ন করেন ফ্রিল্যান্সিং কি বা কিভাবে করা যায়। অনেককে অনেক উত্তর দিয়েছি কিন্তু পুরোপুরি সন্তুষ্ট হতে পারিনি। আমি আজ যুবক ভাই-বোনদের জন্য ফ্রিল্যান্সিং এর কিছু টিপ্স বা গাইড নিয়ে আলোচনা করতে চাই। আমার বিশ্বাস অনেকে এই পেশাতে আগ্রহী হবেন। আমাদের আনাচে- কানাচে অনেক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র আছে যারা এই **ফ্রিল্যান্সিং** বা **আউটসোর্সিং** পেশার প্রশিক্ষণ প্রদান করেন। তাছাড়া অনলাইন বিভিন্ন পোর্টাল বা ইউটিউবে শিখে নিতে পারেন সহজেই।

কেন ফ্রিল্যান্সিং পেশা নিবেন: বিশ্বে ফ্রিল্যান্সিং পেশা বর্তমানে বহু প্রচলিত ও সম্মানজনক পেশা। সারা বিশ্বে এটি ছড়িয়ে পড়েছে। বাংলাদেশও কোনো অংশে কম নয় এই পেশাতে যুক্ত হওয়া। বেকারত্বের যুগে অলস বসে না থেকে বা বাবা-মায়ের হোটেলে বসে না থেকে আজই নেমে পড়ুন কিছু উপার্জনে। দেখবেন পরিবারে আপনার কদর বেড়ে গিয়েছে এবং সমাজ আপনাকে মর্যাদা দিতে শুরু করেছে। প্রযুক্তির ব্যাপক প্রসারের কারণেই এই পেশা আমাদের সবার কাছে জনপ্রিয় হচ্ছে। আমাদের দেশে এ ফ্রিল্যান্সিং পেশাটি কিছুদিন আগেও তেমন পছন্দের ছিল না। কিন্তু বর্তমানে অনেক জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। এ পেশার সবচেয়ে ভালো দিক হলো ঘরে বসেই করা যায় বিধায় নারী-পুরুষ উভয়েই এই পেশা স্বাচ্ছন্দ্যে বেছে নিতে পারেন। নারীদের জন্য পেশাটি খুব সম্ভাবনাময়। ভীড় ঠেলে বাস কিংবা অন্য কোনো যানবাহনে যাতায়াত করে যারা কাজ করেন তাদের কাছে তো অবশ্যই একটি আকর্ষণীয় ও নিরাপদ পেশা। সামাজিক প্রতিবন্ধকতাগুলোও এই পেশাতে তেমন মোকাবেলা করতে হয় না নারীকে।

যেহেতু ফ্রিল্যান্সিং পেশাটি স্বাধীন ও মুক্ত পেশা সেহেতু আপনাকে কাজ করার ক্ষেত্রেও স্বাধীনতা রয়েছে। কি কাজ করবেন বা কার সাথে কাজ করবেন সেটা আপনি নিজে বেছে নিতে পারবেন। ফ্রিল্যান্সিং কাজ যে কোন সময় যে কোন স্থান থেকেই করা সম্ভব। যার কারণে এই পেশার জনপ্রিয়তা দ্রুত বাড়ছে।

ফ্রিল্যান্সিং কিভাবে শুরু করবেন : ফ্রিল্যান্সিং কাজ শুরু করবেন সহজ কাজ দিয়েই। যে কাজ আপনি করতে পারেন অতি সহজে সেটাই হবে আপনার প্রথম কাজ। যে কাজ আপনি জানেন সেটা দিয়ে শুরু করা হবে বুদ্ধিমানের কাজ। সেটা যতো ছোট বা কম টাকারই হোক না কেন আপনাকে শুরু করতেই হবে। অনেক ধরনের কাজ যেমন গ্রাফিক্স ডিজাইন, ওয়েব ডিজাইন, ইমেজ এডিটিং, ডিজিটাল মার্কেটিং, কনটেন্ট লেখালেখি, প্রেজেন্টেশন, অনুবাদ ইত্যাদি কাজ করা যায়। অপনাকে খুঁজে নিতে হবে যে আপনি কোন কাজে পারদর্শী সেটা। এই কাজগুলো করার ক্ষেত্রে আপনাকে আগ্রহী হতে হবে মাত্র। যে কাজটি আপনি খুব সহজে পারবেন সেটা আরো নিপূণভাবে শিখে নিলেই হবে। এধরনের শিক্ষার জন্য প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলো মুখিয়ে আছে। তাছাড়া ইউটিউব থেকেও সহজেই বিষয়গুলোর ওপর ভিডিও দেখে শিখে নিতে পারেন। বিভিন্ন ইউটিউব চ্যানেল নানা ধরনের অফারসহ ফ্রিতে প্রশিক্ষণ বা টিউটোরিয়াল ভিডিও আপলোড করছে প্রতিনিয়ত।

সফল হবেন যেভাবে শুরু করলে: ফ্রিল্যান্সিং কাজ করতে গেলে একটু ধৈর্য ও একাগ্রতা থাকতেই হবে। সাফল্য পাবার জন্য নিম্নলিখিত বিষয়াবলি অনুসরণ করতে হবে

- ফ্রিল্যান্সিং যারা করে তাদের প্রোফাইল নিয়মিত দেখে নিতে হবে।
- কিভাবে তারা প্রোফাইল গুছিয়ে প্রেজেন্ট করেন সেটা ভালো করে দেখে নিজের প্রোফাইল সাজাতে হবে।
- নিজের প্রোফাইল তৈরি করার সময়ে কারোর প্রোফাইল সরাসরি কপি করবেন না।
- ইংরেজি কিছুটা যোগাযোগের জন্য জানতে হবে।
- প্রয়োজনে গুগল থেকে অনুবাদ করে ক্লায়েন্টের সঙ্গে কমিউনিকেশন করতে পারেন।
- নিজের পছন্দের কাজ শেখার পর ফ্রিল্যান্সিং মার্কেটে একাউন্ট খুলুন তার আগে নয়।

শুরুর জন্য আপনার যা দরকার: ফ্রিল্যান্সিং করার জন্য বেশি কিছু প্রয়োজন নেই। নিজের ইচ্ছে ও আগ্রহের পাশাপাশি সামান্য বিনিয়োগ দরকার। ফ্রিল্যান্সিং কাজ শুরু করতে যেগুলো না থাকলেই নয় সেটা নিম্নে দেয়া হল:

- একটি কম্পিউটার বা ল্যাপটপ এবং ইন্টারনেট সংযোগ। তবে ইন্টারনেট সংযোগ যাতে ভালো হয় সেটা দেখে নিবেন। কাজ ডেলিভারী সময়ের মধ্যে দিতে খুবই জরুরী নেটওয়ার্ক ভালো থাকা।
- একটি এনড্রয়েড মোবাইল দরকার ক্লায়েন্ট এর সঙ্গে যেকোনো সময় যোগাযোগ করতে।
- ব্যাংক একাউন্ট খুলতে হবে নিজের নামে।
- ফাইবার একাউন্ট তৈরি করে ভেরিফাই করতে হবে।

ফ্রিল্যান্সিং এর সফলতা : মাসে কত আয় করা যেতে পারে ফ্রিল্যান্সিং থেকে? নরসিংদির সুমন মাসে আয় করেন ৫ লক্ষ টাকা। তবে তাকে সাত আট বছর। ২০১২ খ্রিস্টাব্দে কম্পিউটার কিনতে গিয়ে ফ্রিল্যান্সিং বিষয়ে জানতে পারে। বই মেলায় বই বেরিয়েছে তার সাফল্য নিয়ে। আপনিও তার মতো এগিয়ে আসতে পারেন ফ্রিল্যান্সিং বা আউট সোর্সিং কাজ নিয়ে।

উপসংহারে বলতে পারি যে, আর ঘরে বসে থাকা নয়, আজই লেগে যান কাজে। নিজের হাতে উপার্জন করুন দেশ ও সমাজ গড়ার কাজে অবদান রাখুন। চাকুরির পিছনে ছুটে হতাশ হয়েছেন আর নয়। এখন নিজের ভবিষ্যত নিজে গড়ুন। নিজে ঠিক করুন আপনি বেকার থাকবেন না মর্যাদাপূর্ণ কাজ করে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবেন। সিদ্ধান্ত আপনাকেই নিতে হবে। আমরা অনেকেই ফেইসবুক, ইউটিউব দেখে সময় ব্যয় করি বা নষ্ট করি এগুলোকে শুধু বিনোদন হিসেবে না দেখে উপার্জনের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করুন। নিজেকে স্বাবলম্বী নিজেই করতে পারেন ফ্রিল্যান্সিং পেশার মাধ্যমে। আমাদের চাকুরি পাওয়া এখন সোনার হরিণের মতো। কোন ক্ষেত্রে চাচা-মামা না থাকলে হয় না। অনেক সময় যোগ্যতা থাকার পরও মোটা অংকের সুবিধা না দিলে চাকুরি হয় না। এদিক থেকে ফ্রিল্যান্সিং পেশা নিজেকে তোলে ধরার মাধ্যমে সহজেই নিয়ে নিতে পারেন। বিশ্ব প্রযুক্তির সঙ্গে একাত্ম হয়ে আমরাও পারি স্বাবলম্বী হয়ে ওঠতে। দরকার শুধু একাগ্রতা ও ইচ্ছা॥ ❑

তথ্য ও গ্রন্থপঞ্জি:

১. *ক্রিয়েটিভ ক্লেন, অনলাইন পোর্টাল।*
২. *ইউটিউব, 'আউটসোর্সিংইনস্টিটিউট' ভিডিও থেকে নেয়া।*

পজেটিভ-নেগেটিভ

সিস্টার মেরী এনিটা এসএমআরএ

আমরা সবাই ভাল কিছু দেখতে, ভাল কিছু শুনতে, ভাল কিছু খেতে সবাই পছন্দ করি। এ ভালোর যেন কোন শেষ নেই। ভালোর মধ্যে থাকতে আমরা পছন্দ করি। তেমনিভাবে, পজেটিভ (Positive) অর্থাৎ হ্যাঁ বোধক শব্দ বা কথা শুনতেও আমরা সবাই পছন্দ করি। পজেটিভ শুনার পর মুখ থেকে হাসি যেন আর শেষ হতে চায় না। যতক্ষণ না সবাই তা শোনে ততক্ষণ যেন মনে শান্তি লাগে না। আহা! কতো মধুর এবং পুলকিত হওয়ার মতো যেন পজেটিভ (Positive) শব্দটা।

কিন্তু বর্তমান সময়ে একটা ক্ষেত্রে (Positive) শব্দটা যেন সবার কাছে কাল হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিগত এক বছরের বেশি সময় ধরে (COVID-19) এর মধ্যে আমরা বসবাস করছি। এর ইতিহাস এবং কর্মকাণ্ড সম্পর্কে আমরা সবাই অবগত আছি। করোনা শব্দটির অর্থ হল 'মুকুট'। এ মুকুট কাউকে পিছু ছাড়তে চায় না। সবারই পিছনে -পিছনে ঘুরে বেড়াচ্ছে। যারা বেশি দুর্বল তাদেরকে আগে ধরে ফেলছে। যতি ধরছে তো আর রক্ষা নেই। মুকুট মাথায় পড়ানোর জন্য যে কতো চেষ্টা.....। এ চেষ্টার যেন শেষ নেই। বিগত বছরটিতে কতো যে প্রিয় জনদের আমরা হারিয়েছি তার শেষ নেই। এ অভাব পুরণ করার মতো নয়।

বর্তমানে করোনাকালীন সময়ে (Positive) এর পরিবর্তে (Negative) শব্দটা শুনতে সবাই ভালবাসে এবং মনে শান্তি অনুভব করে। COVID-19 টেস্ট করার পর সবাই গভীর আশায় আশান্বিত থাকে রিপোর্টটা যেন (Negative) আসে। (Negative) রিপোর্টে জন্য সবাই কত হাঁটু দিয়ে প্রর্থনা করে; হাই হুতাশ করে। সুতরাং বর্তমান সময়ে (Positive) এর পরিবর্তে (Negative) শব্দ অনেক মুধুর লাগে।

আবার অন্যদিকে দেখি, করোনা ভাইরাস সবাইকে সঠিক পথের সন্ধান দিয়েছে। অন্যের দঃখে দুঃখিত হওয়া অভাবী মানুষের পাশে দাড়ানো, পাপের পথ বর্জন করা, একত্রে বসবাস করা, ঈশ্বরের সঙ্গে সম্পর্ক সুন্দর রাখা, প্রতিদিন একসাথে প্রার্থনা করা, একসাথে খাওয়া এসবই যেন নিত্যদিনের রুটিন হয়ে দাড়িয়েছিল। আবার পরিবারের সবার সাথে একত্রে বসবাস করা, সবাই সব কাজে অংশ গ্রহণ করা ইত্যাদি। কিন্তু এর বিপরীতেও কিছু না কিছু ঘটে যাচ্ছে। যা নাকি অনেক দুঃখের বিষয়। মহামারির পর অনেক পরিবার এখন প্রায় ধ্বংসের পথে। এক সাথে থাকতে-থাকতে অনেকের জীবন প্রায় অতিষ্ঠ হয়ে ওঠছে। স্বামী-স্ত্রী একে অন্যের ছায়াটুকুও আর দেখতে চাচ্ছে না। লকডাউনে থেকে একে অন্যের ভাল-মন্দ সব কিছু প্রকাশ পাওয়ার কারণেই ঘটছে এমন সব বিপর্যয়।

তাই আসুন, খ্রিস্টের পুনরুত্থানের শক্তিতে শাক্তিমান হয়ে নতুন করে আমরা সামনের দিকে পথ চলি। সবার জীবন সব সময় সমস্যা থাকলে সেখানে সমাধানও আছে। আবার নতুন করে একে অন্যের পাশে দাঁড়াই, সুখে-দুঃখের সাথী হই। (Positive, Negative সব কিছু নিয়েই অগ্রসর হতে হবে সামনের দিকে॥

২৩তম বার্ষিক সাধারণ সভা

এতদ্বারা **ঢাকাস্থ পাদ্রীশিবপুর খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ** এর সম্মানিত সদস্যদের জ্ঞাতার্থে জানানো যাচ্ছে যে, আগামী ১৬ এপ্রিল ২০২১ খ্রিস্টাব্দ, রোজ: শুক্রবার, সকাল ৯টায় চার্চ কমিউনিটি সেন্টার, তেজগাঁও, ঢাকা-১২১৫ এ সমিতির ২৩তম বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হবে। উক্ত বার্ষিক সাধারণ সভায় যথা সময় উপস্থিত হয়ে, সকল সদস্যদের সক্রিয় অংশগ্রহণ এবং সহযোগিতা করার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করা যাচ্ছে। উল্লেখ্য যে সকল সঞ্চয়ী ও ক্রেডিট সদস্যগণ উক্ত অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতে পারবে।

সাধারণ সভার আলোচ্যসূচী:

(০১) রেজিষ্ট্রেশন, কোরাম পূর্তি ঘোষণা, আসন গ্রহণ, প্রার্থনা, জাতীয় ও সমবায় পতাকা উত্তোলন, প্রয়াত সদস্য-সদস্যাদের স্মরণ ও নীরবতা পালন, আলোচ্যসূচী পাঠ ও অনুমোদন, কার্যবিবরণী রক্ষক মনোনয়ন।
(০২) চেয়ারম্যানের স্বাগত বক্তব্য। **(০৩)** ২২তম বার্ষিক সাধারণ সভার কার্যবিবরণী পাঠ, অনুমোদন ও আলোচনা।
(০৪) আমন্ত্রিত অতিথিবর্গের বক্তব্য। **(০৫)** ব্যবস্থাপনা কমিটির প্রতিবেদন পাঠ, আলোচনা ও অনুমোদন।
(০৬) ম্যানেজারের প্রতিবেদন, হিসাব-নিকাশ, বাজেট পেশ, আলোচনা এবং অনুমোদন। **(০৭)** মধ্যাহ্ন ভোজ।
(০৮) ঋণদান কমিটির প্রতিবেদন পাঠ, আলোচনা ও অনুমোদন।
(০৯) সুপারভাইজারী কমিটির প্রতিবেদন পাঠ, আলোচনা ও অনুমোদন। **(১০)** বিবিধ আলোচনা। **(১১)** সমাপনী বক্তব্য।
(১২) শেষ প্রার্থনা ও সাধারন লটারী।

উল্লেখ থাকে যে, সকাল ৮:৩০ মিনিট থেকে ১০টা পর্যন্ত সদস্যগণ তাদের নিজ নিজ পাশ বই অথবা সমিতির আই ডি কার্ড প্রদর্শন সাপেক্ষে রেজিষ্ট্রেশন করে, খাদ্য কুপন সংগ্রহ করতে পারবেন।
বিশেষ দ্রষ্টব্য: সমবায় আইন ২০০১ এর ধারা ৩৭ মোতাবেক কোন সদস্য সমিতিতে শেয়ার, ঋণ ও অন্যান্য কোন খেলাপি হলে তা পরিশোধ না করা পর্যন্ত উক্ত সদস্য বার্ষিক সাধারণ সভায় অংশ্রগহণ করতে পারবে না। করোনা সংকট বিদ্যমান থাকায়, সকলকে স্বাস্থবিধি মেনে অনুষ্ঠানে প্রবেশ করার জন্য অনুরোধ করা হল।

সমবায়ী শুভেচ্ছান্তে

পিটার ক্লিন্টন গোমেজ
সেক্রেটারি, ব্যবস্থাপনা কমিটি।

বিজ্ঞ/১০৫/২১

সামাজিক রাজনীতি ও দেশীয় খ্রিস্টান সমাজ

চিত্ত ফ্রান্সিস রিবেরু

রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবীতে সংসদ ভবন ঘেরাও করার উদ্দেশ্যে ছাত্র-জনতার অগ্রসরমান মিছিল থামাতে ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দের ২০ ফেব্রুয়ারি ১৪৪ ধারা জারি করা হয়। ছাত্র জনতা আইন ভঙ্গ করে মিছিল বের করলে ২১ শে ফেব্রুয়ারি, পুলিশ বাহিনী ছাত্রদের মিছিলে আক্রমণ করে এবং শোভাযাত্রা দমন করতে ব্যর্থ হয়ে বন্দুকের গুলি চালায়।

বর্তমান জাতীয় শহীদ মিনারের পাশে স্থান পরিচিতির উদ্দেশ্যে একটি আমগাছকে কেন্দ্র করে, সে যুগে আমতলায় রাজনৈতিক গণজমায়েত করা হতো। সে স্থানটিতে পুলিশের গুলি নিক্ষিপ্ত হলে রফিক, জব্বার, বরকত, সালামের রক্ত রাজপথকে রাঙ্গিয়ে তোলে এবং এদের বিপ্লবী প্রাণ কেড়ে নেয়া হয়। ভাষার দাবীতে প্রাণদান করে সেদিন যারা শহীদ হলেন, তার প্রতিবাদ জানাতে এবং তাদের আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে পরের দিন ২২ ফেব্রুয়ারি, দেশব্যাপী হরতাল আহবান করা হয়। হরতালে সেদিন ঢাকার সকল দোকান পাঠ বন্ধ রাখা হয়।

খ্রিস্টান গণমাধ্যমের ভূমিকা

পুরাতন ঢাকায় অবস্থিত জুবিলি প্রেস থেকে তৎকালিন দৈনিক মর্ণিং নিউজ প্রকাশিত হতো। পত্রিকাটিতে ছাত্র আন্দোলনের প্রতিকূলে সংবাদ পরিবেশিত হয়েছিলো বিধায়, ২২ ফেব্রুয়ারি জুবিলি প্রেসে অগ্নিসংযোগ করা হয়েছিলো। গণ বিস্ফোরণ দমাতে সেখানেও সেদিন দ্বিতীয়বার গুলি করার কারণে রাজপথে আরো দু'জন নিহত হয়েছেন। উল্লেখ্য, বাংলাদেশের খ্রিস্টমণ্ডলীর পক্ষে প্রকাশিত তৎকালিন মাসিক মুখপত্র "মাসিক প্রতিবেশী" জুবিলী প্রেস থেকে প্রকাশিত হতো। যে কারণে প্রেসে সংরক্ষিত বহু নথিপত্র চিরদিনের জন্য বিনষ্ট হয়ে যায়। ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দে, মার্চ মাসের প্রতিবেশীতে, পত্রিকাটির ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক রাঙ্গামাটিয়ার সন্তান ফাদার যাকব দেশাই মন্তব্য করেছিলেন, "মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা এবং গণ ভাষাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দান স্বাধীনতারই একটি বিশিষ্ট অঙ্গ। জনগণের মুখের ভাষাকে কেড়ে নিয়ে তাকে পঙ্গু করে রাখার অর্থ হলো গণ-স্বাধীনতা হরণ করা। চিন্তাশীল ও প্রাণবন্ত জাতি তা কখনো হতে দিতে পারে না। তাই পূর্ব পাকিস্তানের ছাত্র-ছাত্রীদের বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করণের সংগ্রাম একটি গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস হয়ে রইবে।" *[বাংলাদেশে কাথলিক মণ্ডলী]*। উক্ত বক্তব্যের কারণে, পাকিস্তানের কেন্দ্রিয় সরকার, এদেশের খ্রিস্টমণ্ডলী ও বাঙ্গালি ধর্মগুরুদের সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখে আসছিলেন।

ভাষা আন্দোলনে বাঙালি খ্রিস্টান সম্প্রদায়:

ষাট দশকের গণ আন্দোলন, মতিঝিলস্থ ইডেন হোটেল চত্বর থেকে ১৯৬৬ খ্রিস্টাব্দে ছয় দফার দাবী নিয়ে আওয়ামী লীগ রাজপথে নেমে আসলে, নটর ডেম কলেজে অধ্যায়নরত ছাত্র এবং হোস্টেলের খ্রিস্টান ছাত্রদের টনক নড়ে গিয়েছিলো। বৃটিশ থেকে পাঞ্জাবী শাসন এবং ভিনদেশী যাজকতন্ত্র থেকে এ্যাংলোইন্ডিয়ান এলিট শ্রেণীর প্রভাবে গ্রামীন ছাত্ররা আত্মঅধিকার আদায় ও স্বাধীনতার মর্যাদা উপভোগ করার দৃষ্টিশক্তি লাভ করেন।

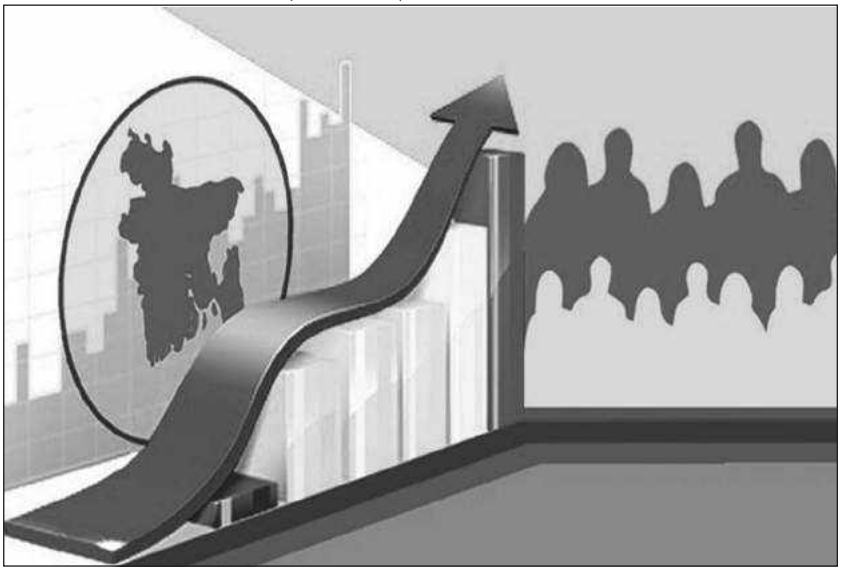

জাতীয় ছাত্র রাজনীতির ধারাবাহিকতায় কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ে, অধ্যয়নরত ছাত্রদের মাঝে দীপক লাল চৌধুরী, পার্নেল ভিক্টর মেন্ডেজ (পিন্টু), ডেনিস দিলীপ দত্ত, ডেভিড মুখটি (কারাগারবরণকারী), স্মীথ আর, অধিকারী, নিকোলাস ডি' রোজারিও, ডেভিড প্রণব দাস, স্ট্যানিসলাস প্রেমু ডি' রোজারিও, চিত্ত ফ্রান্সিস রিবেরু, হিউবার্ট অরুণ রোজারিও, বেনেডিক্ট ডায়েস, ইন্দোলেখা সমাদ্দার, জ্যোৎস্না সেন, অশ্রুকণা বাড়ৈ, লুইজা বাসন্তী গমেজ, নেভেল ডি' রোজারিও, মেরী মনিকা গমেজ, রবার্ট আর, এন, দাস, সিমন আশিষ দাস (ফেয়ারক্রশ), যোসেফ ডি' সিলভা, পেট্রিক কীরণ রোজারিও, পল মিলন ডি' কস্তা, এলবার্ট পি, কস্তা, সিতাংশু সেন, জেমস রতন বিশ্বাস, উইলিয়াম গমেজ (বুলি), রণধির পাত্র, ষ্টিফেন অমিয় সমাদ্দার, নাথানিয়াল মৃদুল কান্তি দাস, সুবল এল, রোজারিও, আলবিন অনিল দেশা, অনিল লুইস কস্তা, বনিফাস সন্তোষ কস্তা, কেইন গমেজ, ডেভিড হেনরী মজুমদার, এডুয়ার্ড কর্ণেলিউস গমেজ, উইলিয়াম স্রং, গর্ডন ডায়েস, মাইকেল সরেন, টমাস চেংদের মতো সচেতন ছাত্রদের এদেশে তৎকালিন ছাত্ররাজনীতিতে আর্বিভাব ঘটে ছিলো।

রাজনীতির নতুন মুখ

১৯৪৮ সনের নভেম্বর মাসে, ঢাকার বিশপ লরেন্স গ্রেণার সিএসসি সেন্ট গ্রেগরীজ স্কুল প্রাঙ্গণে, ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জের কাথলিকদের এক সম্মিলিত সভায়, "দি কাথলিক এসোসিয়েশন অব ঢাকা" নামে একটি সমিতি গঠন করে, বিশপ মহোদয় নিজেই এতে সভাপতির দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

পরিষদ সমস্যদের মাঝে ছিলেন, রবার্ট এ, গমেজ, মি: এইচ, বাওই এবং মি: এ, পামার। ১৯৫১ খ্রিস্টাব্দের ৭-১৪ অক্টোবর, রোমে অনুষ্ঠিত "ইন্টারন্যাশনাল লে এপস্টলেট কংগ্রেসে" যোগদানের উদ্দেশে, ক্যাথলিক এসোসিয়েশন থেকে প্রথম বাঙ্গালি খ্রিস্টভক্ত হিসেবে হাসনাবাদেরই মি: টমাস গমেজকে পাঠানো হয়েছিল। এ সমিতির সদস্যদের মাঝে তখনকার খ্রিস্টীয় সমাজে এ্যাংলো-ইন্ডিয়ান খ্রিস্টানদের সর্বাধিক প্রাধান্য ছিলো সর্বত্র।

অপরদিকে ঢাকা জেলারই শোলপুর ধর্মপল্লীর সন্তান, তৎকালিন লক্ষ্মীবাজারবাসী, মি: পিটার পল গমেজ (এমএএলএলবি) ছিলেন সেযুগের আরেক উদীয়মান রাজনীতিক। ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দে তিনি পূর্ব পাকিস্তান আইন পরিষদের নির্বাচনে জয়লাভ করেন। জাতীয় কংগ্রেস পার্টির পক্ষে তিনি নির্বাচন করে ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দে কেন্দ্রিয় আইন পরিষদে নির্বাচিত হন। ১৯৫৭ খ্রিস্টাব্দে নিউইয়র্কে অনুষ্ঠিত জাতিসংঘের বার্ষিক সাধারণ অধিবেশনে তিনি পাকিস্তানের পক্ষে অংশগ্রহণ করেন। ১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ফিরোজ খাঁ নূন এর মন্ত্রীপরিষদে তিনি যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের স্টেট মিনিষ্টার মনোনীত হন। দুর্ভাগ্য-বশতঃ মাত্র দশদিন পরে, পাকিস্তানের প্রধান সেনাপতি ফিল্ড মার্শাল মোহাম্মদ আইয়ুব খাঁন সামরিক শাসন জারি করে ফিরোজ খাঁর মন্ত্রীপরিষদ বাতিল ঘোষণা করেন। অতঃপর, ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দের জাতীয় সংসদ নির্বাচনে তিনি দ্বিতীয়বার কংগ্রেস প্রার্থী হিসেবে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেন। একই দলের পক্ষে ভাওয়াল এলাকার তুমিলিয়া ধর্মপল্লীস্থ এ্যাড্ভোকেট লাফন্ত গমেজ বর্তমান কালিগঞ্জ (রূপগঞ্জ) এলাকা থেকে নির্বাচনে প্রাদেশিক পরিষদে অংশ গ্রহণ করেন। আওয়ামী লীগের জনপ্রিয়তার বাণে তাঁরা সেবারে টিকে থাকতে পারেননি বটে! নানা বিষয় বিবেচনায়'৭০ এর নির্বাচন, বাঙালির ভাগ্য পরিবর্তনের দিক নির্দেশনাই দিয়েছিলো।

সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক উত্থানে ও সাংগঠনিক কর্মতৎপরতা

সঙ্গীত ও বাদ্যযন্ত্রে বেরিয়ে এলেন জাতীয় ব্যক্তিত্ব সমর দাস, ম্যাথিও দীপক বোস, যোসেফ কমল রড্রিক্স, মৃত্যুঞ্জয় রেমা, অনিমা গমেজ। অতঃপর নবীনদের মাঝে এন্ড্রু কিশোর, সুবাস রোজারিও ক্ষ্যাপা, নীলিমা ডি' কস্তা, অসীমা ডি'কস্তা, লিও বাড়ৈ, জীবন ডি'কস্তা, সুবাস ডি'কস্তা।

ক্রীড়া জগতে ছিলেন জাতীয় ফুটবল দলের মারী চৌধুরী, লিও ছেড়াও, পল পিরিজ, ইউজিন গমেজ, মিস ডলি ক্রুজ, রতন বিশ্বাস, কেইন গমেজ, সাধারণ ক্রীড়ামুদিদের মধ্যে মহিলা জগতের একটানা ২৫ বৎসরের চ্যাম্পিয়ান ছিলেন ডলি ক্রুজ যিনি ফার্মগেটস্থ তেজগাঁও কলেজ থেকে পাকিস্তানের পতাকা নামিয়ে আগুন দিয়ে গা ডাকা দিয়েছিলেন। ম্যারাথন দৌড়ে জর্জ দাস, সর্ট্পুট ও ডিসকাসে বার্নাড ডি'রোজারিও, এন্ড্রু আর্থার, কেইন গমেজ, হিউবার্ট অরুন রোজারিও, উইলিয়াম গমেজের নাম এবং জাতীয় কাবাডি দলে ক্লেমেন্ট ডি' কস্তা (ভূএঞা) অক্ষয় হয়ে থাকবেন।

আর্থ সামাজিক নেতৃত্ব

পঞ্চাশ দশকে দারিদ্র বিমোচনে ঢাকা ও চট্টগ্রাম কেন্দ্রিক সমাজ স্বচেতন খ্রিস্টভক্তগণ সমবায় আন্দোলনে বিভিন্ন সংগঠন প্রতিষ্ঠায় তৎপর ভূমিকা ও দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে বাঙ্গালি খ্রিস্টীয় সমাজকে জাগিয়ে তোলেন। ইতিপূর্বে, পূর্ববঙ্গের পবিত্র ক্রুশ যাজক সংঘের ফাদারগণ ময়মনসিংহের গারো এলাকায়, দরিদ্র খ্রিস্টভক্তদের কল্যাণে এগিয়ে আসেন। ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দে ফাদার যোসেফ রিক্ সিএসসি সমবায় বিষয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করার উদ্দেশে ছোট নাগপুর গমন করতঃ "দি ছোট নাগপুর ক্যাথলিক মিশন কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটি"তে বাস্তব অভিজ্ঞতা লাভ করেন। সমিতিটির ডিরেক্টর ফাদার লিফ্ম্যান্স এসজেকে তিনি পূর্ব বঙ্গে এসে একটি সেমিনার পরিচালনার আমন্ত্রণ জানান। ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দের ১০ জুন, রাণীখং এ ফাদার লিফ্ম্যান্স সমবায়ের উপর একটি সেমিনারের আয়োজন করলে, তৎকালিন বাঙালি যাজক ফাদার ডমিনিক ডি'রোজারিও সিএসসি এবং ফাদার লরেন্স লিও গ্রেনার সিএসসি আর্চবিশপ সহ কতিপয় গারো খ্রিস্টান নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ সেমিনারে উপস্থিত ছিলেন। গারো খ্রিস্টভক্তদের আগ্রহে রাণীখং, বালুচরা ও ভালুকাপাড়ায় সমবায় সমিতি এবং ধান্যগোলা (রাইস ব্যাঙ্কস্) চালু করেন। প্রৈরিতিক কাজের চাপে যাজকদের মন্থর গতিতে চলার কারণে এক সময় তা স্তব্ধ হয়ে পড়ে। ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দে ফাদার গ্রেগরী ষ্টেগমায়ার সিএসসি একই উদ্দেশে তুমিলিয়া ধর্মপল্লীতে একটি সমবায় সমিতি গড়ে তোলেন। যোগ্য নেতৃত্বের অভাবে তাও এক সময় বন্ধ হয়ে যায়। অতঃপর, ১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দে গড়া তেজগাঁও ধর্মপল্লীতে সমবায় আন্দোলনে মেসার্স আন্তনী রোজারিও, লরেন্স গমেজ (বগী) এবং ফ্রান্সিস পালমার নেতৃত্বে ২৭ জন কাথলিক মিলে "তেজগাঁও কাথলিক এসোসিয়েশন" নামে একটি সমবায় ঋণদান সমিতি গঠন করেন এবং এর মাধ্যমে "দি তেজগাঁও কাথলিক স্টোর" নামে একটি সমবায়-দোকান প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। দীর্ঘ তেইশ বৎসর চলার পর সরকার সড়ক নির্মাণের নামে দোকান ঘরটি ভেঙ্গে দেয় এবং তাৎক্ষণিক স্থানাভাবের কারণেই হয়তো তা বন্ধ হয়ে যায়।

তুমিলিয়ায় ফাদার ষ্টেগমায়ারের সহকারী যাজক ফাদার এলিয়াছ রিবেরুকে মনোনীত করে ১৯৫১ খ্রিস্টাব্দে তাকে সমাজ বিজ্ঞানে এমএ পড়ার উদ্দেশ্যে আর্চবিশপ গ্রেনার যুক্তরাষ্ট্রে ইন্ডিয়ানার নটর ডেম বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রেরণ করেন। ১৯৫৩ খ্রিস্টাব্দে এমএ ডিগ্রি লাভ করার পর, তাঁকে জুন মাসে কেনেডার এন্টিগনিশস্থ সেন্ট জেভিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ে সমবায়ের বিষয়ে প্রশিক্ষণে পাঠানো হয়। তিনি স্বদেশে ফিরে আসার পর ১৯৫৩ খ্রিস্টাব্দের নভেম্বর মাসে, ফাদার চার্লস জে, ইয়াং সিএসসি কে একই বিশ্ববিদ্যালয়ে সমবায় বিষয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণের উদ্দেশে কেনেডা পাঠানো হয়। ফাদার ইয়াং বাস্তব অভিজ্ঞতা লাভের উদ্দেশে কেনেডায় বিভিন্ন সমবায় ও ঋণদান সমিতি পরিদর্শন করেন। ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দের দ্বিতীয়ার্থে তিনি ঢাকায় ফিরে, ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের যাজকদের বয়স্ক শিক্ষা ও সমবায় সম্পর্কে সচেতন করার উদ্দেশ্যে "সোস্যাল এক্শান, কনফারেন্স" চালু করেন। সে যুগে ঢাকাবাসী খ্রিস্টভক্তদের আর্থিক স্বচ্ছলতা ছিলোনা বিধায়, অর্থের প্রয়োজন হলেই তারা কাবুলিওয়ালা এবং সুদখোর মহাজনদের কাছে দৌড়াতেন। সে যুগে মাত্র দশজন খ্রিস্টান নিজের নামে ঢাকায় ব্যাংকের একাউন্ট খুলে ছিলেন বলে জানা যায়। সাধারণ মানুষের মাঝে সঞ্চয়ী মনোভাব ছিলোনা। ফলে ঋণের দায়ে খ্রিস্টান সমাজের অনেকেই দেওলিয়া হয়ে পড়েছিলেন বলে জানা যায়। পুরাতন ঢাকার বেশ কয়েকজনকে নিয়ে ফাদার ইয়াং সমবায় ঋণদান সমিতি সম্পর্কে আলোচনা সভার আয়োজন করেন। প্রাথমিক পর্যায়ে সমবায় সমিতি গড়ে তোলার

Happy Easter

2021

মহামারী **Covid-19** এর কঠিন বর্ষের মাঝেও মৃত্যুঞ্জয়ী প্রভু যিশু খ্রিস্টের পুনরুত্থান ও বাংলা নববর্ষ ১৪২৮ বঙ্গাব্দ উপলক্ষে, দেশ-বিদেশের সকলকে জানাই আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা। সেই সাথে বাংলাদেশ খ্রীষ্টিয়ান এসোসিয়েশন অস্ট্রেলিয়া ইন্‌ক এর সকল সদস্য-সদস্যাগণ প্রার্থনা করি যেন পরম করুণাময় পিতা সকলকে সুস্থ-সবলতা এবং আনন্দময় জীবন দান করেন।

-শুভেচ্ছান্তে

Bangladesh Christian Association, Australia (BCAA) Inc.
বাংলাদেশ খ্রীষ্টিয়ান এসোসিয়েশন,অস্ট্রেলিয়া (বিসিএএ) ইন্‌ক
Reg:INC9894894,
Email(info.bcaa@yahoo.com.au,Facebook:bcaaustralia

বিজ্ঞা/১০০/২০২১

বিশেষ কৃতিত্ব

এলিজাবেথ অন্তরা গমেজ সেন্ট থেকলাস উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় থেকে এস.এস.সি এবং হলিক্রস কলেজ থেকে এইচ.এস.সি পাশ করে India (Shillong) শহরে Saint Marys College B.A. (Honors) in Economics কোর্স শেষ করে, এরপর ২০১৬ খ্রিস্টাব্দে NIB College Bangalore India থেকে PGPM কোর্স Complete করে। ১৮ নভেম্বর ২০১৯ খ্রিস্টাব্দে The Institute of Chartered Financial Analysts of India University (ICFAI) Maghalaya থেকে MBA Complete করে Gold Medal এবং First rank with distinction পেয়ে পাশ করে। এলিজাবেথ অন্তরা গোল্লা মিশনের বালিডিয়র গ্রামের মনু সর্দার বাড়ির ইউজিন বিজয় ও মারিয়া রানু গমেজের ছোট মেয়ে। সে সকলের আশির্বাদ প্রাপ্তি।

বিজ্ঞা/ ১০২/২০২১

"তুমি রবে নিরবে, হৃদয়ে মম"

"জীবন এমনভাবে করিবে গঠন
মরিলে হাসিবে তুমি কাঁদিবে ভুবন।"

যে মহাজ্ঞানি এ কথাগুলি লিখেছিলেন, তিনি হয়তো ভাবতেও পারেননি এ কথাগুলির এমন বাস্তব প্রতিফলন হবে তোমার জীবনে দাদা। কোথা থেকে শুরু করবো, কি রেখে কি লিখবো আমি নিজেও জানি না। তোমার মুখখানি মনে পড়লে নিজের অজান্তেই দুইচোখ ভিজে যায়। কি এক অবিচ্ছেদ্য মায়াজালে আটকে রেখে গেলে তুমি এ মেরীল্যান্ডবাসীসহ অন্যদেরও। তোমাকে নিয়ে লিখতে গেলে হয়তো শুরু করা যাবে, কিন্তু পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা লিখলেও মনে হবে অনেক কিছুই বাদ পড়ে গেছে। তারপরও ক্ষুদ্র সাহস নিয়ে এক নিবেদিতপ্রাণ ব্যক্তির সমন্ধে কিছু লিখার চেষ্টা করছি, ভুলত্রুটি সব আপনাদের ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখবেন।

প্রিয় পাঠকরা, আপনারা হয়তো এতক্ষণে বুঝে ফেলেছেন আমি কাকে উদ্দেশ্য করে কথাগুলি বলেছি। হ্যাঁ করোনার ভয়াল থাবায় গত ১৭ ডিসেম্বর ২০২০ খ্রিস্টাব্দের আনুমানিক বিকেল পাঁচটার দিকে আমাদের সবাইকে কান্নার সাগরে ভাসিয়ে দিয়ে না ফেরার দেশে চলে গেলেন আমাদের সবার প্রিয় মুখ এক হাস্যজ্জ্বল নক্ষত্র মি. খ্রীষ্টফার রড্রিকস্। প্রায় তিন যুগের কাছাকাছি আমেরিকার অঙ্গরাজ্যে মেরীল্যান্ডে স্বপরিবারে বসবাস করেছেন তিনি। প্রায় বিশ বছরেরও বেশি সময় ধরে অনেক সৎ ও বহু নিষ্ঠার সাথে বহুল পরিচিত কসমস্ ক্লাবে ম্যানেজার হিসেবে কাজ করেছেন তিনি এবং সেইসাথে বহু বাঙ্গালীদের কাজ দিয়েও সাহায্য করেছে দাদা। তাছাড়া মেরীল্যান্ডে বাঙ্গালীদের পুরানো যত সংঘ বা প্রতিষ্ঠান আছে মোটামুটি সবগুলোর সাথেই ওতোপ্রতোভাবে জড়িত ছিলেন দাদা। "বাংলাদেশ খ্রীষ্টান এসোসিয়েশন ইন্‌ক মেরীল্যান্ড" বলতে গেলে জন্মলগ্ন থেকে এ পর্যন্ত দাদার হাত ধরে বেড়ে উঠেছে। এক পিতৃস্নেহে তিলে-তিলে এ সংঘটিকে তিনি গড়ে তুলেছিলেন। বাংলাদেশ খ্রীষ্টান এসোসিয়েশনকে নিয়ে দাদার অনেক স্বপ্ন ছিলো। শুধু স্বপ্ন দেখেই দাদা ক্ষান্ত হতেন না, সে স্বপ্ন পূরনের জন্য অবিরাম কাজ করে যেতেন। চার বছর প্রেসিডেন্ট হিসাবে এক নির্ভীক

বিজ্ঞ/৮৯/২১

নাবিকের মতো বহু প্রতিকূলতাকে উপেক্ষা করে বাংলাদেশ খ্রীষ্টান এসোসিয়েশনকে খুব সুন্দর একটা পজিশনে রেখে গেছেন। এ ছাড়াও BCA এর স্বপ্নে লালিত BCA CCU LLC-এর প্রেসিডেন্ট হিসাবে নিষ্ঠার সাথে কাজ করেছেন দাদা। প্রায় ১১ বছর ধরে খ্রীষ্টফার দাদাকে চিনি আমি। বিভিন্ন সংঘ এবং সামাজিক কাজের মাধ্যমেই দাদাকে খুব কাছে থেকে দেখেছি আমি। তাছাড়া একই গির্জার সদস্য ছিলাম আমরা। প্রতি রবিবারদিন মিশার পর দাঁড়িয়ে আমরা গল্প করতাম। মনে হতো ছোট একটা বাংলাদেশে আছি আমরা। মানুষ যে কাজের বিষয়ে কতটা কর্মঠ এবং দায়িত্বশীল হতে পারে দাদাকে না দেখলে তা হয়তো কোনদিনও বুঝতাম না। একটা সংঘের প্রেসিডেন্ট হয়েও দাদা সূট-টাই পড়ে কখনও চেয়ারে বসে থাকেনি, বরং সামনে থেকে পিছনে সারাক্ষণ খেয়াল রাখতেন সবকিছু ঠিকটাক মতো হচ্ছে কিনা, আমাদের বাৎসরিক পিকনিকে গিয়ে সবাই নিজেদের ফ্যামিলি নিয়ে নিজেদের মতো উপভোগ করতো আর দাদা হাফ প্যান্ট পড়ে মাথায় গামছা বেঁধে সবার জন্য মুরগী পুড়তেন। অনেকে নেতৃত্ব পাওয়ার জন্য কাজ করে, কিন্তু খ্রীষ্টফার দাদা উনার কাজের মধ্যদিয়ে এমনিতেই নেতৃত্ব পেয়ে গিয়েছিলেন। শুধু পুঁথিগত বিদ্যা ছাড়াও যে মানুষ সফলতার কতটা স্বর্নশিকড়ে পৌছাতে পারে আমাদের খ্রীষ্টফার দাদা তার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। দাদা তোমাকে হারিয়ে আমাদের বাঙ্গালী কমিনিটির যে ক্ষতি হলো তা কোনদিনও পূরণ হবার নয়। আমি মেরীল্যান্ডে আছি প্রায় ১২ বছর, এর মধ্যে অনেক শ্রদ্ধেয় এবং গুণিজনদের মৃত্যু দেখেছি, কিন্তু দাদার অসুস্থতার সময় থেকে শুরু করে তার মৃত্যুর পর পর্যন্ত সর্বস্তরের মানুষের যে ভালবাসা এবং সম্মান দেখেছি তা আমার জীবনে এটাই প্রথম। খ্রীষ্টফার দাদার মৃত্যুটা যেহেতু এই মহামারীকালীন সময়ে হয়েছে তাই সবাই একসাথে প্রার্থনা বা অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া করতে পারেনি। কিন্তু অনলাইনের মাধ্যমে দাদার উদ্দেশ্যে কত মিশা এবং প্রার্থনার অনুষ্ঠান হয়েছে তা কল্পনাতীত। অনলাইন স্মরণানুষ্ঠানে দাদার স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে মানুষ তার জীবন বৃত্তান্ত সমন্ধে যেভাবে উল্লেখ করেছেন তাতে মনে হয় এই মৃত্যু দাদাকে একবিন্দুও মানুষের ভালবাসা থেকে আলাদা করতে পারেনি, বরং মনে হচ্ছে এ যেন পরম মহিমায় তিনি মানুষের মধ্যে সুন্দর একটা সেতুবন্ধন গড়তে চলে গেলেন পিতার রাজ্যে। দাদার স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে শ্রদ্ধেয় ফাদার অনল কস্তা বলেছিলেন, খ্রীষ্টফার রড্রিক্স হলেন একটা অধ্যায়, একটা উপন্যাস যা কখনও বিলীন হয়না, দাদার কাজের জায়গায় তার যে বস্ ছিলেন তিনি বলেছিলেন খ্রীষ্টফার ছিলো কসমস্ ক্লাবের একটা Piller বাংলায় যাকে বলে খুঁটি বা স্তম্ভ। কতটুকু বিশ্বাস এবং ভালবাসা নিঙরে নিতে পারলে এমন সম্মানে গৌরবিত হওয়া যায় আমার জানা নেই দাদা।

পরিশেষে শুধু এইটুকু বলবো তোমার অমায়িক ব্যবহার ও হাসির ফোঁটায় যে হাজার মানুষের মন জয় করেছো, ঠিক একইভাবে তোমার সেই ভালবাসার শক্তিতে দয়াময় প্রভুর কাছে আমাদের জন্য বিশেষ করে তোমার পরিবার, পরিজনদের এ শোক বহন করার শক্তি নিয়ে দাও। প্রায় ৩৬ বছরে তোমার অতি যত্নে ও ভালবাসায় গড়া তোমাদের ভালবাসার বাগান, তোমার বাগানের তোমার সবচেয়ে প্রিয় ফুল ডলিদিদি এবং তোমাদের যত্নে গড়ে তোলা তোমাদের সন্তানদের জন্য বিশেষ কৃপারাশি তুমি নিয়ে দাও। তারা যেন এ শোক বহন করার শক্তি পায়। শ্রদ্ধেয় স্বর্গীয় খ্রীষ্টফার রড্রিক্স ছিলেন নাগরী মিশনের তিরিয়া গ্রামের মি. রেজিন রড্রিক্স ও মিসেস তেরেজা রড্রিক্স-এর ছেলে। মৃতকালে তিনি রেখে গেছেন তার প্রিয়তমা স্ত্রী মিসেস ডলি রড্রিক্স, দুই মেয়ে জেনী এবং জেসমিন রড্রিক্স এবং তাদের একমাত্র ছেলে জাষ্টিন রড্রিক্সসহ তার ভাই, বোন, বহু আত্মীয়-স্বজন এবং অনেক শুভাকাঙ্ক্ষী। দাদা তুমি ছিলে, তুমি আছ, এবং তুমি সারাজীবন আমাদের মধ্যে থাকবে আপন মহিমায়। মৃত্যু মানে আলো নিভানো নয়, এটি কেবল প্রদ্বীপ জ্বালিয়ে দেওয়া, তুমি তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

মেরীল্যান্ডবাসীর পক্ষ থেকে

নিয়তি নির্মলা রোজারিও

এবার আমাদের ক্ষমা কর প্রভু, তোমার পুণ্যময় পুনরুত্থান দিয়ে মহামারী Covid-19 থেকে মুক্ত কর। প্রভুর গৌরবময় নিস্তার পার্বণ বা ইস্টার সানডে ২০২১ খ্রিস্টাব্দ ও বাংলা নববর্ষ ১৪২৮ বঙ্গাব্দের দেশ-বিদেশের সকলকে জানাই একরাশ প্রীতি ও শুভেচ্ছা । সকলের সমিপে বিনিত অনুরোধ ভাল থাকুন এবং ভাল রাখুন ।

শুভেচ্ছান্তে -

(উর্ধ্বতন পুরুষ) গাব্রিয়েল, মতি, ক্লেমেন্ট (গুলপুর ধর্মপল্লী)

মিন্টু ও জয় রোজারিও (সিডনী-অস্ট্রেলিয়া)

বিজ্ঞ/৯৪/২০২১

শ্রদ্ধাঞ্জলি

ভুলিনি তোমায় ভুলবনা কোনদিন

প্রয়াত প্লাসিড মার্ক গমেজ (বাদল)
জন্ম : ২৫ এপ্রিল ১৯৫৯ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ২০ মার্চ ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ
পুরাতন বান্দুরা, ঢালী বাড়ি

প্রিয় বাবা,

বছর ঘুরে আবার এলো সেই বেদনার দিন, তোমার স্মৃতিতে বিজড়িত হয়ে প্রতিটি ক্ষণ কাটছে। অম্লান হয়ে আছ তুমি এই আমাদের মাঝে। আশীর্বাদ করো, স্বর্গস্থ পিতার অনন্তধাম হতে আমরা যেন তোমার আদর্শকে সমুজ্জ্বল রাখতে পারি।

তোমারই ভালবাসার

স্ত্রী : জাসিন্তা দিপালী গমেজ
মেয়ে ও জামাই : মিলি ও ডমিনিক গমেজ, শ্রাবনী ও বিজয় গমেজ
নাতি : মার্ক এডুয়ার্ড গমেজ

বিজ্ঞ/৯৮/২০২১

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র গ্রাহক হওয়ার নিয়মাবলী

প্রিয় পাঠক/পাঠিকা,

আপনি কি সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র একজন নিয়মিত গ্রাহক হতে ইচ্ছুক? সাপ্তাহিক প্রতিবেশী দীর্ঘদিনের ঐতিহ্যকে লালন করে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে গড়ে তুলেছে 'প্রতিবেশী পরিবার'। প্রতিবেশী পরিবারের সদস্য হওয়ার জন্য আপনাকে স্বাগত জানাই।

গ্রাহক হওয়ার নিয়মাবলী

- বছরের যে কোন সময় পত্রিকার গ্রাহক হওয়া যায়।
- গ্রাহক চাঁদা অগ্রিম পরিশোধ করতে হবে। গ্রাহক চাঁদা মানি অর্ডার যোগে অথবা সরাসরি অফিসে এসে পরিশোধ করা যাবে। মনে রাখবেন, টাকা পাওয়া মাত্রই আপনার ঠিকানায় পত্রিকা পাঠানো শুরু হবে।
- চেকে (Cheque) চাঁদা পরিশোধ করতে চাইলে THE PRATIBESHI নামে চেকে ইস্যু করুন।
- গ্রাহকের পুরো নাম-ঠিকানা স্পষ্টাক্ষরে লিখে পাঠাতে হবে। স্থান পরিবর্তনের সাথে সাথেই তা আমাদের জানাতে হবে।

ডাক মাসুলসহ বার্ষিক চাঁদা

বাংলাদেশ	৩০০ টাকা
ভারত	ইউএস ডলার ১৫
মধ্যপ্রাচ্য/এশিয়া	ইউএস ডলার ৪০
ইউরোপ/যুক্তরাজ্য/যুক্তরাষ্ট্র/অস্ট্রেলিয়া	ইউএস ডলার ৬৫

প্রত্যয়ে এগিয়ে এসেছিলেন, মেসার্স বার্ণাড ম্যাক্কার্থি, ব্রায়ান কে, গুড্, জোনাস রোজারিও, পিটার রিবেরু, উইলফ্রেড ডি' সিল্ভা, পিটার ডি'কস্তা, আন্দ্রেয়াস জে, গমেজ, পাস্কাল ডি' সূজা, এম, ডি, টুইডেল, মিসেস গুড ও মিসেস জে, উইলস্। এদের সম্পর্কে ফাদার ইয়াং লিখেছেন, "নিজেদের সমাজের প্রতি এসব ব্যক্তির সত্যিকার দরদ ছিলো, আর তা স্পষ্টরূপে প্রকাশ পায় পড়াশুনা ও আলোচনার ব্যাপারে তাদের আগ্রহ দেখে। বিভিন্ন ধরণের বাই-ল' অধ্যয়ন করে অবশেষে তারা নিজেদের জন্য একটি দাঁড় করায়।" এবং ১৯৫৫ খ্রিস্টাব্দের ৩ জুলাই, "দি খ্রীষ্টিয়ান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিমিটেড" গঠন করেন। ১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দের ১৩ মার্চ, সমিতি সরকারীভাবে নিবন্ধন লাভ করে। ১৯৬৪ খ্রিস্টাব্দে আলেকজান্ডার রোজারিও'র সম্পাদনায় "সমবায় সমাচার" নামে একটি সাময়িকী প্রকাশিত হয়। বেশ কয়েক বছর পর পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে তা বন্ধ হয়ে যায়। অতঃপর, ১৯৮৬ খ্রিস্টাব্দের ১৫ এপ্রিল থেকে মার্সেল এ, গমেজকে সম্পাদক করে মাসিক সমবার্তার যাত্রারম্ভ হয়।

অধিকার চেতনা দানে পোপ

অধিকার চেতনাদানে রোমান কাথলিক চার্চ প্রধান পোপ ৬ষ্ঠ পৌল, ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দের ২৭ নভেম্বর, ম্যানিলায় অনুষ্ঠিতব্য পন্টেফিক্যাল কমিশনের বিশ্ব মহাসম্মেলনে অংশগ্রহণের উদ্দেশ্যে যাত্রা পথে, তৎকালিন পূর্ব পাকিস্তানে জলোচ্ছাসে আক্রান্ত মানুষের পক্ষে সমবেদনা প্রকাশ করার উদ্দেশে ঢাকায় এক ঘন্টাকালিন যাত্রা বিরতি ঘোষণা করেন। মহা সম্মেলনে অংশ গ্রহণ করার উদ্দেশে ইতিমধ্যে তৎকালিন আর্চবিশপ থিওটনিয়াস অমল গাঙ্গুলী সিএসসি, বিশপ মাইকেল রোজারিও, বিশপ যোয়াকিম ডি' রোজারিও সিএসসি, ম্যানিলায় অবস্থান নিয়েছেন। ঢাকা আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে যাত্রা বিরতিকালে পোপ মহোদয় হাজারো জনতার উপস্থিতিতে পাকিস্তানের রাষ্ট্রিয় নেতা নেত্রীদের সাথে এবং পূর্ব পাকিস্তানী খ্রিস্টান নেতৃবৃন্দের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন। স্থানীয় মণ্ডলীর প্রতিনিধি ঢাকা মহাধর্ম প্রদেশের ভিকার জেনারেল মন্সিনিউর পিটার এ. গমেজ, রমনার পাল পুরোহিত ফাদার পল গমেজ, ফাদার পৌলিনুস কস্তা পুণ্যপিতা ৬ষ্ঠ পৌল অভিনন্দন জানান। পোপ মহোদয়কে স্বাগত জানাতে সামরিক সরকার প্রধান রাষ্ট্রপতি জেনারেল আগা মোহাম্মদ ইয়াহিয়া খাঁন, পূর্ব পাকিস্তানের গভর্ণর, মন্ত্রীপরিষদ সদস্যবৃন্দের সাথে কেন্দ্রিয় আইন মন্ত্রী এ, আর, কর্নেলিয়াস উপস্থিত ছিলেন। দুর্যোগ সহযোগিতার উদ্দেশে পোপ মহোদয় দুই লক্ষ ডলারের একটি চেক্ এবং তাঁর সফর সঙ্গী সাংবাদিকগণ আরো পাঁচশত ডলারের আরেকটি চেক্ জেনারেল ইয়াহিয়াকে হস্তান্তর করেন। অধিকার বঞ্চিত পূর্ব পাকিস্তানের মুসলমানদের পক্ষে তিনি সেদিন অত্যন্ত জোরালো ভাষায় মন্তব্য করেন। তাঁর বক্তব্য থেকেই বাঙালি খ্রিস্টভক্তগণ বাঙালির অধিকার সচেতনতা লাভ করেছেন বলে আমরা বিশ্বাস করি। মান্যবর পোপ মহোদয়ের মানবতার ব্যাখ্যায় বঙ্গবন্ধুর বাঙালি জাতীয়তাবাদের পক্ষে দেশীয় খ্রিস্টভক্তগণ সমবেদনাশীল মনোভাব নিয়ে ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দের নির্বাচনে তাঁকে সমর্থন জানান।

১৯৭১ এর জাতীয় নির্বাচন

চলমান গণআন্দোলনে রাষ্ট্রপক্ষ নির্বাচন মেনে নেয়ায়, তথাকথিত ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায় ভোটাধিকার প্রয়োগের আগ্রহ প্রকাশ করে। নির্ধারিত সময় ৭ ডিসেম্বরে, জাতীয় সংসদ এবং প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচন উপলক্ষে দেশব্যাপী গণজাগরণের বন্যায় দেশীয় খ্রিস্টভক্তগণও ভেসে যান। নিজ নিজ নির্বাচনী এলাকায় প্রচারাভিযান আরম্ভ হবার পূর্ব থেকেই ভোটার সচেতনতার কাজে নেতাদের যাতায়াত আরম্ভ হয়ে যায়। পর্তুগীজ পদবীধারী দেশীয় খ্রিস্টান সম্প্রদায়, নিজেরা বাঙালির দাবী এবং খ্রিস্টানরাও বাঙালি তা প্রমাণের উদ্দেশ্যে রাজপুত্র দোম আন্তনীও ডি' রোজারিও কর্তৃক ধর্মান্তরিক এলাকা, ভাওয়াল-আঠারো গ্রামের জনতা আশ্চর্যজনকভাবে পুলকিত হয়েছিলেন। প্রাদেশিক শহর ঢাকায় বসবাসকারী খ্রিস্ট ভক্তদের প্রভাব, গোটা দেশের বাঙ্গালি খ্রিস্টান সম্প্রদায়ে ছড়িয়ে পড়ায়, আওয়ামী লীগের নেতাগণ মিশনারী স্কুলের সাবেক ছাত্র হিসেবে বিভিন্ন খ্রিস্টান এলাকা পরিদর্শন করার ফলে সহজেই ভোটারদের আস্থা অর্জন করেন।

বর্তমান গাজীপুর সে যুগে ভাওয়াল রাজ্য হিসেবে পরিচিত ছিলো। কালিগঞ্জ (সাবেক রূপগঞ্জ) থানাধিন নাগরী সাধু নিকলাসের হাইস্কুলের সাবেক আবাসিক ছাত্র ছিলেন জনাব তাজ উদ্দিন আহমদ। তাঁর নিজস্ব নির্বাচনী এলাকা কাপাসিয়া-কালিগঞ্জ। কালিগঞ্জের পার্শ্ববর্তী এলাকা তুমিলিয়া ও নাগরী ইউনিয়নে, স্বদেশী খ্রিস্টানদের সর্ব বৃহৎ এলাকা। বক্তারপুর ও কালিগঞ্জেও রয়েছে বৃহৎ সংখ্যক বাঙালি খ্রিস্টভক্তদের বাসস্থান। ফলে আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক হিসেবে নাগরী হাই স্কুলের সাবেক ছাত্রের পদধূলিদেয়ার বিষয়টি জাতীয় নির্বাচনে বেশ গুরুত্ব বহন করেছে। ৬ সেপ্টেম্বর' ৭০, নির্বাচনী প্রচার সভায় জনাব তাজউদ্দিন আহমদ প্রধান অতিথির আসন অলকৃত করেছেন। আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দের সফর সঙ্গীদের উপস্থিতিতে সেদিন নাগরী তথা ভাওয়াল এলাকা ধন্য হয়ে উঠেছিলো। নির্ধারিত বক্তাদের মাঝে, নাগরী হাইস্কুলের স্বনামধন্য শিক্ষিক ভিনসেন্ট রড্রিক্স ও ছাত্র লীগের উদীয়মান ছাত্রনেতা চিত্ত ফ্রান্সিস রিবেরু আওয়ামী লীগের মহাসভায় সেদিন বক্তৃতা করেন। খ্রিস্টান ছাত্র নেতার জ্বালাময়ী বক্তব্যে এলাকাবাসী সেদিন মুগ্ধ হয়েই তার কথাগুলো প্রাণের ভাষায় উপলব্ধি করে ছিলেন। তার বক্তৃতায় উৎসাহী হয়ে খ্রিস্টানদের অনেকেই বঙ্গবন্ধুর আওয়ামী লীগে যোগ দিয়েছিলেন।

গ্রামীণ তৃণমূল রাজনীতি

বাড়ীতে শিক্ষিত লোকের উপস্থিতি ও প্রাশ্চাত্য ভাবধারার প্রভাবে রিবেরু বাড়ীতে বসার মতো যথেষ্ট বেঞ্চের ব্যবস্থা ছিলো। অল্প সময়ের মধ্যেই প্রতিবেশীদের নিয়ে শতাধিক লোকের এক সভার আয়োজন করার পর তাজউদ্দিন আহমদ উপস্থিত গ্রামবাসীদের কাছে উৎসাহ ব্যাঞ্জক বক্তব্য দিয়ে, বাঙ্গালি খ্রিস্টানদের অতীত রক্ষণশীলতার বিরুদ্ধে কথা বলে সবারই ঘুম ভেঙ্গে দেন। অতঃপর, বাবা তাঁর মামা তৎকালিন ইউনিয়ন বোর্ড মেম্বার আলি (সরকার) কস্তার বাড়ীতে, একটি সমাবেশ করার প্রস্তাব করেন। তালের (ডোঙ্গা) কোন্দা নিয়ে জলকাঁদা পেরিয়ে, গ্রামের মানুষকে কস্তার বাড়ীতে একত্রিত করে সভার আয়োজন করলে, নেতৃবৃন্দ অতিশয় আনন্দের সাথে খ্রিস্টীয় সমাজের পক্ষে আমাদের পেশকৃত প্রস্তাবগুলোর আশু সমাধানের ইচ্ছা প্রকাশ করে বক্তব্য রাখেন। অতপরঃ বঙ্গবন্ধুর কানে তাঁর প্রতি বাঙ্গালি খ্রিস্টানদের সরাসরি সমর্থনের বিষয়ে পেশ করার কারণে হয়তোবা জয়দেবপুর জনসভায় তিনি বলেছেন, "আপনাদের পার্শ্ববর্তী থানা রূপগঞ্জের রাঙ্গামাটিয়া গ্রাম। আমার ছোট ভাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র, সে গ্রামের ছেলে চিত্ত ফ্রান্সিস রিবেরু। তার গ্রামে আমার দলের নেতৃবৃন্দকে স্বাগতঃ জানাতে রাতের অন্ধকারে সেদিন সে, তালের ডোঙ্গায় করে

গ্রামবাসীদের সংঘবদ্ধ করে আওয়ামী লীগে ভোট দেবার আশ্বাস দিয়েছে। যেখানে হিন্দু-মুসলমান, বৌদ্ধ-খ্রিস্টান সবে মিলে আমার পক্ষে বাঙালির জয়গান গায়, এটি কিসের আলামত? আমি বলি, একেই বলে বাঙালির জাগরণ", বঙ্গবন্ধুর মহান এ বক্তব্যে সেদিন থেকেই আমাকে জনতার কাছে ছাত্র লীগ থেকে আওয়ামী লীগ নেতায় পরিণত করেছে। পরের দিন শনিবার, বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করতেই জয়দেবপুরের সহপাঠি আফসার উদ্দিন, ক্লাশের সবার সামনে বঙ্গবন্ধুর বক্তব্য শুনিয়ে আমাকে লজ্জায় ফেলে দেয়।

সমাজ ও সাংস্কৃতিক উত্থান

সাংস্কৃতিক অঙ্গণে সমর দাস, ম্যাথিও দীপক বোস, যোসেফ কমল রড্রিক্স, মৃত্যুঞ্জয় রেমা, লিও বাড়ৈ অংশগ্রহণ এবং গণমাধ্যমে তা প্রচার হওয়ায় উঠতি শিল্পীরা শহীদ দিবস উপলক্ষে প্রভাত ফেরীতে অংশগ্রহণ করলে দেশীয় খ্রিস্টান সমাজ নব উদ্যমে জেগে উঠে। পাশাপাশি রাজনৈতিক অঙ্গনে নতুনদের মাঝে অধ্যাপক গাব্রিয়েল মানিক গোমেজ, বার্নাড বি, মুখুটি, হেনরী রায়, জন রড্রিক্স, গ্যাব্রিয়েল মন্ডল, সুবাস ডি' কস্তা, ডমিনিক গোমেজ, লুইস অনিল ডি'কস্তা সহ তৎকালিন কংগ্রেস নেতা এ্যাডভোকেট পিটার পল গমেজ, টি, ডি, রোজারিও, এ্যাড্ লাফন্ড গমেজ, আওয়ামী লীগের এ্যাড: আলেকজান্ডার রোজারিও, এ্যাড: পিটার এম, কস্তা, নিকলাস নিলু গমেজ, সুনীলা ডি' কস্তা, সুবাস সেলেষ্টিন ডি' রোজারিও, ডানিয়েল কোড়াইয়া, আরনল্ড সি, গোমেজ, হিউবার্ট গমেজ (ফকির), বাঙালির জাগরণে সাড়া দেয়ায় অরাজনৈতিক খ্রিস্টান সম্প্রদায় পাকিস্তান সরকারের দৃষ্টিতে নিরপেক্ষতা হারায়।

বিপ্লবী পতাকা উত্তোলন

১ মার্চ, রাষ্ট্রপতি ইয়াহিয়া খাঁন জাতির উদ্দেশ্যে দেয়া ভাষণে সংসদ অধিবেশন স্থগিত ঘোষণা করলে, এর প্রতিবাদে ছাত্র জনতা রাজপথে নেমে আসে। ইয়াহিয়ার ঘোষণার প্রতিবাদে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রিয় ছাত্র সংসদ "ডাকসু" ২ মার্চ, বটতলায় মহা প্রতিবাদ সভা আহবান করে। লক্ষ-লক্ষ মানুষের উপস্থিতিতে বিশ্ববিদ্যালয় কলা ভবনের দক্ষিণ-পশ্চিম গাড়ী বারান্দার ছাদে অস্থায়ী মঞ্চ নির্বাচন করে বিপ্লবী ছাত্র নেতাদের অগ্নিঝড়া বক্তৃতার বিস্ফোরণ চলছিলো। এক পর্যায়ে ক্ষুদ্র একটি মিছিলে, শিব নারায়ণ দাশের নকশাকৃত সবুজ জমিনে ঘেরা লাল সূর্যের মধ্যে সোনালী মানচিত্রে তৈরী বাংলাদেশের নতুন পতাকা নিয়ে, বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করতেই "জয় বাংলা" স্লোগানে এলাকার আকাশ বাতাস উত্তপ্ত হয়ে উঠে। মঞ্চে দাড়িয়ে বক্তৃতারত ডাকসু সহ সভাপতি আ, স, ম, আবদুর রব, বিপ্লবী পতাকার প্রতি জনতার দৃষ্টি আকর্ষণ করলে, স্বাধীনতার উম্মাদনায় জনতার সম্মিলিত ধ্বনি সেদিন স্বাধীনতার নব বিপ্লবের বিস্ফোরণ ঘটায়। ছাত্রলীগ সভাপতি নূরে আলম সিদ্দিকী, সাধারণ সম্পাদক শাজাহান সিরাজ এবং ডাকসু সাধারণ সম্পাদক আবদুল কুদ্দুস মাখন অগ্নিঝড়া বক্তৃতায় জনতাকে জাগিয়ে তুললে, জনাব শাজাহান সিরাজ পাকিস্তানের জাতির পিতার বিশাল ছবিতে আগুন দেন। শাজাহান সিরাজ স্বহস্তে পাকিস্তানের পতাকা জ্বালিয়ে দেন। জনতার আকাশ ফাটানো হর্ষধ্বনির মধ্যদিয়ে, ছাত্রনেতা, আ,স,ম, আবদুর রব স্বাধীন দেশের নতুন পতাকা উত্তোলন করেন। মহা বিপ্লবের ঘোষণায় সেদিন জনতার মনে সামান্যতম মৃত্যুর ভয়ও লক্ষ্য করা যায়নি। বিপ্লবের এ দুঃসাহসিক ঘটনা চলাকালে গোটা কয়েক হেলিকপ্টারে বসা স্বশস্ত্র সেনারা মঞ্চের দিকে এল,এম,জি তাক করে আনুমানিক পঞ্চাশ ফিট উপর দিয়ে উড়ছে। মৃত্যুর প্রস্তুতি নিয়ে আমি নিজেও মনে মনে শেষ প্রার্থনা করে নিলাম। পরের দিন ৩ মার্চ, পল্টন ময়দানে ছাত্র লীগের প্রতিবাদ সভার ঘোষণা দেয়া হলো। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে প্রধান অতিথি করে, সেদিন ছাত্রদের গড়া সেনাবাহিনী জয়বাংলা বাহিনীর সেলুট প্রদান করা হয় এবং উক্ত সভায় বঙ্গবন্ধুকে জাতির পিতা ঘোষণা করা হয়। জনাব শাজাহান সিরাজ জনসভায় স্বাধীনতার ইসতেহার পাঠ করেন। লেখক সভা দু'টিতে উপস্থিত থেকে খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্ব করেছেন বিধায়, স্বাধীনতা আন্দোলনে খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের ভাবমূর্তি প্রতিষ্ঠা এবং বাংলাদেশের রাজনীতিতে বিশেষ অবদান নতুন মর্যাদায় ইতিহাসে প্রতিষ্ঠিত হয়।

বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ভাষণ

ফেব্রুয়ারির শেষ সপ্তাহে নব নির্বাচিত জাতীয় সংসদ সদস্য এবং সাবেক ডাকসু সহ-সভাপতি জনাব তোফায়েল আহমদ ডাকসু কার্যালয়ে উপস্থিত থেকে আ, স, ম আব্দুর রবের কার্যালয় কক্ষে ডাকসু সাধারণ সম্পাদক আবদুল কুদ্দুস মাখন, ছাত্র লীগ সভাপতি নূরে আলম সিদ্দিকী, ছাত্রলীগ সাধারণ সম্পাদক শাজাহান সিরাজসহ কোরিডোরের পাশে উপস্থিত থাকায়, আমাদের ভিতরে ডেকে নিয়ে, মোট ১৯ জনের উপস্থিতিতে তোফায়েল ভাই জানালেন, বঙ্গবন্ধুর বাসভবনে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদকের উপস্থিতিতে, সেদিন সকালে সর্ব জনাব শেখ ফজলুল হক মনি, আবদুর রাজ্জাক, সিরাজুল আলম খান ও তোফায়েল আহমদকে অস্ত্র হাতে দিয়ে পবিত্র কোরআন স্পর্শ করতঃ মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করার শপথ গ্রহণ করিয়েছেন। আমাদের সবাইকেও তাই জাতীয় সংসদের নির্বাচিত তরুণ সাংসদ তোফায়েল ভাই অগ্নি শপথ করিয়ে, তিনি নিজ নিজ এলাকায় আমাদেরকে ছড়িয়ে পড়ে জনগণকে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সচেতন করার নির্দেশ দেন। অবসর গ্রহণ করা সেনা বাহিনী সদস্য ও পুলিশ বাহিনীর সদস্যদের মাধ্যমে তিনি যুদ্ধের প্রশিক্ষণ দেবার দায়িত্বে আমাদেরকে অংশগ্রহণ করার নির্দেশ দেন।

অতপর, ৭ মার্চে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঐতিহাসিক ঘোষণায় বলেন, "এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম"। তাঁর ঐতিহাসিক ভাষণে পাকিস্তান প্রশাসন টলমলে অবস্থায় পড়ে গেলে, গোটা দেশের মানুষ অঘোষিত আওয়ামী লীগ সরকারের নির্দেশ মেনে চলতে থাকে। সারাদেশ ব্যাপী তখন চল্‌ছে অসহযোগ আন্দোলন।

বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ৭ মার্চের বক্তৃতা, বাঙ্গালি জাতিকে স্বাধীনতার অনুপ্রেরণা যোগায়। জাতির পিতার আহবানে দেশীয় খ্রিস্টানরাও জাগ্রত হয় এবং মহান মুক্তিযুদ্ধের দিকে এগুতে থাকে। সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে অনুষ্ঠিত সেদিনের জন সভায়, বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থ পাঠ করানো হয়। জনসভার আরম্ভে অধ্যাপক গাব্রিয়েল মানিক গোমেজ পবিত্র বাইবেল পাঠ করেন। ইতিপূর্বে ২ মার্চে ডাকসুর পতাকা উত্তোলনে চিত্ত ফ্রান্সিস উপস্থিত থেকে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে অমরত্ব লাভ করেছিলেন। আন্দোলনের ধারাবাহিকানুসারে ২৬ মার্চ, স্বাধীনতা ঘোষণার পর আওয়ামী নেতা, ছাত্র-যুবক ও হিন্দু সম্প্রদায় পাকিস্তানীদের হিংস্রতার শিকারে পরিণত হয় এবং বিশেষভাবে আক্রান্ত হয়। প্রাণের ভয়ে হাজারো জনতা ভারতের সীমানা অতিক্রম করে ওপারের শরণার্থী শিবিরে আশ্রয় গ্রহণ করেন। অতীত অভিজ্ঞতানুসারে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় খ্রিস্টীয় মণ্ডলী যেভাবে হিন্দুদের রক্ষা

করেছে একইভাবে তাদের আশ্রয় দিয়ে প্রাথমিক পর্যায়ে রক্ষা করে ছিলো বটে! এ যাত্রায় রাষ্ট্রীয় দাঙ্গা সামাল দেয়া তাদের পক্ষে কঠিন এবং অসম্ভব হয়ে পড়েছিলো।

মুক্তিযুদ্ধের প্রথম প্রহর

আন্দোলন দেশের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়লে, ঢাকার অদূরে জয়দেবপুরে অবস্থানরত ২য় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টকে নিরাপত্তার অজুহাতে চার ভাগে ভাগ করা হয়। তৎকালিন বাঙ্গালি অধিনায়ক লে, কর্নেল মাসুদুল হাসান তখন জয়দেবপুর সেনানিবাসে অবস্থান করছিলেন। ইউনিট সহঅধিনায়ক ছিলেন মেজর শফিউল্লাহ (সেক্টর কমান্ডার)। ১৯ মার্চ, গণ আন্দোলন তুঙ্গে উঠে আসায়, টঙ্গি-জয়দেবপুর এলাকার বিক্ষুব্ধ জনতা চৌরাস্তায় ব্যারিকেড্ তৈরী করতে গেলে জনতার সাথে সেনাবাহিনীর সংঘর্ষ বাধে। মারামারি থেকে গোলাগুলি আরম্ভ হলে, ঘটনাস্থলে হুরমত আলি মুক্তিযুদ্ধের প্রথম শহীদ হন। অতপরঃ আহত কানু মিয়া গুলিবিদ্ধ হয়ে ঘটনাস্থলে মারা যান। চৌরাস্তার ঘটনায় সংশ্লিষ্ট মনু মিয়া, সন্তোষ মল্লিক ও নিয়ামত সেদিন শহীদ হন। পাক বাহিনী বনাম বাঙ্গালি জনতার এ যুদ্ধকে ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দে মুক্তিযুদ্ধের প্রথম প্রহর হিসেবে বর্ণনা করা হয়ে থাকে।

জয়দেবপুর ঘটনার সংবাদ ঢাকায় এসে পৌঁছলে, বিপ্লবের দাবানল ঝড়ের গতিতে চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে। রাজপথে স্লোগান উঠে, "জয়দেবপুরের পথ ধর, বাংলা দেশ স্বাধীন কর।" খন্ডযুদ্ধে আহত সৈন্যগণ সেনানিবাস ত্যাগ করে চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়েন এবং বিপ্লবেরঢল গ্রামে গ্রামে ছড়িয়ে পড়ে। দক্ষিণমুখী পথধরে বেশ কয়েক জন আহত সৈনিক রাঙ্গামাটিয়া গ্রামে এসে প্রাথমিক চিকিৎসা গ্রহণ করায় সদ্য জাগ্রত খ্রিস্টানদেরও ঘুম ভেঙ্গে যায়। আন্দোলনের ধারা বদলে মুক্তিযুদ্ধের পথ স্পষ্ট হয়ে উঠে এবং তা থেকে জনতা রাজনৈতিক পরিস্থিতি লক্ষ্য করতে থাকেন। ঢাকার বিপ্লব দ্রুত বদলে গেলে ২৩ মার্চ, ছাত্র-জনতার মিছিল নতুন পতাকা নিয়ে জাতির পিতার হাতে তুলে দেন। অপরদিকে বাংলার মুক্তিপাগল জনতার ঘরে ঘরে একই সাথে স্বাধীনতার বিপ্লবী পতাকা উড়তে থাকে। ঢাকার হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে সমঝোতার নামে চলছিলো পশ্চিম পাকিস্তানের প্রধান নেতা জুলফিকার আলি ভুট্টু ও রাষ্ট্রপতি ইয়াহিয়া সহ বঙ্গবন্ধুর আলোচনা সভা। আলোচনা অসমাপ্ত রেখে ২৫ তারিখে পশ্চিমা নেতারা ঢাকা ত্যাগ করেন। রাতের গভীর অন্ধকারে, নীরিহ সাধারণ মানুষের উপর সেদিন পাকিস্তানি বাহিনী ঝাপিয়ে পড়লে, সে কালোরাত্রিতে ইপিআর বাহিনী ও রাজারবাগ পুলিশ বাহিনীসহ লক্ষাধিক সাধারণ মানুষ নিহত হন। ২৬ মার্চ রাত্রি দ্বিপ্রহরে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানকে গ্রেপ্তার করার সময়, তিনি বাংলাদেশের স্বাধীনতা এবং মুক্তিযুদ্ধের ঘোষণা করেন। প্রাণের ভয়ে শহরবাসী জনতা, স্রোতের গতিতে গ্রামমুখি পথ ধরে নিজ-নিজ গৃহে গমন করেন। রাজধানী শহরে তখন সান্ধ্য আইন অব্যাহত ছিলো ।

রাজনীতিতে দেশীয় খ্রিস্টভক্তদের ভূমিকা

এতোকাল যাবৎ যিশুর শিক্ষামতে দেশীয় খ্রিস্ট ভক্তদের নম্রতার নামে একগালে চড় খেয়ে, অপর গাল এগিয়ে দেবার অবাস্তব শিক্ষাকে পুঁজিকরে বৃটিশ শাসক শ্রেণীর লোকেরা স্বদেশী খ্রিস্টভক্তদের অরাজনৈতিক সম্প্রদায়ে পরিণত করেছিলেন বিধায় এদেশের নীরিহ খ্রিস্টভক্তদের নিরপেক্ষ সমাজ হিসেবেই বিবেচনা করা হয়েছে। রাজনৈতিক কারণে পাক-ভারতের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাকালে ভারতের খ্রিস্টমণ্ডলী, মুসলমানদের নিজ গৃহে, গির্জায়, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আশ্রয় দিয়ে রক্ষা করেছেন। একই ভাবে পাকিস্তানে বসবাসকারী হিন্দু সম্প্রদায়কেও রক্ষা করে খ্রিস্টানরা উপমহাদেশে শান্তিরক্ষার দায়িত্বে বিশেষ ভূমিকা পালন করেন। মিশনারীরা শিক্ষা, স্বাস্থ্য, অর্থনীতি ও ধর্ম চর্চায় মনোনিবেশ করিয়ে নিজেদের রক্ষণশীল ও স্বতন্ত্র সমাজে পরিণত করেছিলেন বটে! যুবক যুবতিদের উচ্চ শিক্ষায় তেমন কোন উৎসাহ দেয়া হয়নি। ভাষা আন্দোলনের যুগে বাঙালি যাজকদের সৎসাহসীকতার কারনে হাতেগনা কিছু ছাত্র যুবক ক্রীড়াজগত অতিক্রম করে, সাংস্কৃতিক অঙ্গন ও সামাজিক সংগঠনে সংশ্লিষ্ট হয়ে সমাজ সংস্কার ধারণা লাভ করেন এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে স্বতঃস্ফূর্ত নেতৃত্ব গ্রহণ করতে থাকেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালিন ছাত্রদের মাঝে দীপক লাল চৌধুরী, ডেনিস দীলিপ দত্ত, জগন্নাথ কলেজ ও দেশের প্রতিষ্ঠিত বিভিন্ন কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিকেল ও ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ গুলোতে খ্রিস্টান ছাত্ররা, ছাত্র রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করলে, অনেকেই ছাত্র সংসদে নির্বাচিত হয়েছিলেন। ডেভিড প্রণব দাস, রবার্ট আর এন দাস, ডেভিড মুখটি, পেট্রিক কিরণ রোজারিও, রণধির পাত্র, নিকলাস ডি' রোজারিও, চিত্ত ফ্রান্সিস রিবেরু, হিউবার্ট অরুন রোজারিও, বেনেডিক্ট ডায়েস, লুইসা বাসন্তী গমেজ, ইন্দুলেখা সমাদ্দার, অশ্রু কণা বাড়ই (দাস), জ্যোৎস্না সেন, সিমিয়ন আশ্বিস দাস (ফেয়ারক্রশ), নাথানিয়াল মৃদুল কান্তি দাস, মেরী মনিকা গমেজ, নেভেল ডি' রোজারিও, আলবার্ট পি, কস্তা, উইলিয়াম অতুল কুলুনতুনু, উইলিয়াম স্রং, সুবল এল, রোজারিওদের আবির্ভাব বিপ্লবী যুগের খ্রিস্টীয় সমাজকে দারুণভাবে পুলকিত করেছিলো॥ (চলবে)

স্বাধীনতা আমার

মিনু গরেটী কোড়াইয়া

স্বাধীনতা আমার বিদ্রোহী মন, নির্ভীক তেজস্বী প্রাণ
মেঘ ভেঙ্গে ঐ বৃষ্টি ঝরা, বজ্রপাতের আসমান ।
স্বাধীনতা আমার ক্ষুধার্ত শিশুর, ললাটে স্নেহের স্পর্শ
ছেলেহারা মায়ের স্তগিত মুখে, নতুন ভোরের হর্ষ ।
স্বাধীনতা আমার রৌদ্র-তাপে, একফোঁটা জলের ছবি
বর্ণে-বর্ণে আগুন ছড়ানো, বিদ্রোহী এক কবি ।
স্বাধীনতা আমার দুহাত ভরে, মেহেদী আঁকার অধিকার
পাহাড় ফেঁড়ে সূর্য ওঠানো, শৃঙ্খল ভাঙ্গা কারাগার ।
স্বাধীনতা বাবার কপালের ঘাম, মুখে সরস হাসি
গন্ধে-ছন্দে দোলে ওঠা ক্ষেতে, শস্য রাশি-রাশি ।।
স্বাধীনতা আমার মাঝি মাল্লার, একমনে গান গাওয়া
বৃষ্টি-বাদলে খোলা রোদ্দুরে, সজোরে বৈঠা বাওয়া ।
স্বাধীনতা আমার ফাগুন হাওয়া, শাড়ির ভাজে-ভাজে
সাজানো বাগান-উঠান-বারান্দা, স্বপ্নের কারুকাজে
স্বাধীনতা আমার গোধূলী বেলা, গায়ে মাখা ধূলোবালি
দুঃখ রাতের সূর্যমুখি, চন্দ্রিমা একফালি ।
স্বাধীনতা আমার বিপ্লবী নারী, ক্ষিপ্র দুটি হাত
পৌরুষ দীপ্ত-আগ্নি চোখে, রাঙিয়ে তোলা প্রভাত ।
স্বাধীনতা আমার জন্মভূমিতে, নির্ভয়ে বসবাস
জীবন দানে ছিনিয়ে আনা, গৌরবের ইতিহাস।

এসো স্বপ্ন দেখি, স্বপ্ন দেখাই

ফাদার গৌরব জি পাথাং সিএসসি

এসো স্বপ্ন দেখি, স্বপ্ন দেখাই। যথার্থ স্বপ্নের অভাবে অনেক যুবক-যুবতী এগিয়ে যেতে পারে না। কোনরকম এগিয়ে চললেও উন্নতি করতে পারে না। তাই আমাদের স্বপ্ন দেখতে হবে, স্বপ্ন দেখাতে হবে। ভারতের সাবেক রাষ্ট্রপতি এ পি জে আব্দুল কালাম বলেছেন, "স্বপ্ন সেটা নয় যা ঘুমিয়ে দেখ, স্বপ্ন সেটাই যা পূরণের প্রত্যাশা ঘুমাতে দেয় না।" আমেরিকার বর্ণবাদবিরোধী আন্দোলনের স্বপ্নদ্রষ্টা মার্টিন লুথার কিং তার বক্তব্যে বলেছেন, I have a dream অর্থাৎ আমার একটি স্বপ্ন আছে। তিনি বলেছেন, "বন্ধুরা, আজ আমি আপনাদের বলছি, বর্তমানের প্রতিকূলতা ও বাঁধা সত্ত্বেও আমি আজও স্বপ্ন দেখি। আমার এই স্বপ্নের শেকড়ে পোঁতা আমেরিকান স্বপ্নের গভীরে। আমি স্বপ্ন দেখি, একদিন এই জাতি জাগবে এবং বাঁচিয়ে রাখবে এই বিশ্বাস : 'আমরা এই সত্যকে স্বতসিদ্ধভাবে গ্রহণ করছি : সব মানুষ সমান'। আমি স্বপ্ন দেখি, আমার চার সন্তান একদিন এমন এক জাতির মধ্যে বাস করবে, যেখানে তাদের চামড়ার রং দিয়ে নয়, তাদের চরিত্রের গুণ দিয়ে তারা মূল্যায়িত হবে।" এমনি করে আমাদের স্বপ্ন দেখতে হবে নিজেকে নিয়ে, নিজের জাতি, কৃষ্টি সংস্কৃতি ঐতিহ্য-কে নিয়ে। নিজেকে স্বপ্ন দেখব এবং অপরকেও স্বপ্ন দেখাতে হবে। ২০২০ খ্রিস্টাব্দে পোপ ফ্রান্সিস একটি বই প্রকাশ করেছেন- Let Us Dream / এসো স্বপ্ন দেখি। সেই বইয়ে তিনি লিখেছেন, "একটা সুন্দর ভবিষ্যৎ পথের স্বপ্ন দেখতে হবে।" তার এ বইটি তিনটি অংশে ভাগ করা হয়েছে। প্রথম অংশের বিষয় হল A Time to See/ দেখার সময়। সমস্যা-সংকটগুলো দেখা, নিজেকে, দেশ, সমাজ ও মণ্ডলীকে দেখা। দ্বিতীয় অংশের বিষয় হল A Time to Choose /বাছাইয়ের সময়। কিছু করার জন্য কিছু পথ বাছাই করা, সেবা করার জন্য পথ বেছে নেওয়া, কি করা যায়, কি করতে পারি তা বাছাই করা। তৃতীয় অংশের বিষয় হল A Time to Act /কাজের সময়। কর্মপরিকল্পনা অনুসারে কাজ করা, সেবা করা, মানুষের পাশে দাঁড়ানো। সুন্দর জীবন গড়ে তোলার জন্য, মানুষের সেবা করার জন্য, জীবনকে উপভোগ করার জন্য, জাতি-দেশ ও মণ্ডলীকে সেবা করার জন্য আমাদের স্বপ্ন দেখতে হবে।

বাইবেলে আমরা স্বপ্ন দেখার অনেকগুলো উদাহরণ দেখতে পাই। বালক সামুয়েল স্বপ্নে ঈশ্বরের ডাক শুনেছে কিন্তু বুঝতে পারেনি। পরে প্রবক্তা এলি তাকে বুঝতে সাহায্য করেছেন। বালক সামুয়েল তৃতীয়বারে ঈশ্বরের ডাকে সাড়া দিয়ে বলেছে, "বল, কারণ তোমার এই দাস শুনছে" *(১ সামুয়েল ৩: ১০)*। বালক

সামুয়েলের মত আমাদের শোনার ও বোঝার আগ্রহ থাকতে হবে। এলির মত পিতা-মাতা, অভিভাবক, ফাদার সিস্টারকে ভূমিকা পালন করতে হবে অন্যকে উৎসাহ অনুপ্রেরণা দেওয়ার জন্য, লক্ষ্য উদ্দেশ্য ও স্বপ্ন দেখানোর জন্য। যাকোব স্বপ্ন দেখলেন, একটা সিঁড়ি যার এক মাথা পৃথিবীতে স্থাপিত আর এক মাথা স্বর্গ স্পর্শ করে আছে আর তা বেয়ে স্বর্গদূতেরা ওঠা-নামা করছেন। তার সামনে দাঁড়িয়ে প্রভু বললেন, "আমি প্রভু, তোমার পিতা আব্রাহামের পরমেশ্বর ও ইসায়াকের পরমেশ্বর; এই যে দেশের মাটিতে তুমি শুয়ে আছ, তা আমি তোমাকে ও তোমার বংশধরদের দেব। তোমার বংশ হবে পৃথিবীর বালুকণার মত এবং তুমি পশ্চিম ও পুবে, উত্তর ও দক্ষিণে বিস্তার লাভ করবে; এবং তোমাতে ও তোমার বংশে পৃথিবীর সকল গোত্র আশিসপ্রাপ্ত হবে" *(আদিপুস্তক ২৮:১৪)*। যাকোব ঈশ্বরের ডাকে সাড়া দিয়েছেন এবং ঈশ্বরের আদেশমত কাজ করেছেন। তিনি পিতৃগৃহে ফিরে গেলেন। যাকোবের ছোট সন্তান যোসেফ অনেকবার স্বপ্ন দেখেছেন। ঈশ্বর স্বপ্নের মধ্য দিয়ে যোসেফকে আহ্বান করেছেন। এই যোসেফই তার ভাইদেরকে দুর্ভিক্ষের সময় রক্ষা করেছিলেন। যিশুর পালক পিতা সাধু যোসেফ চারবার স্বপ্ন দেখেছেন *(মথি ১:২০-২১, ২:১৩, ২:১৯-২০, ২:২২)*। প্রথমবার স্বপ্নে আদেশ পেয়ে সাধু যোসেফ কুমারী মারীয়াকে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করেছেন। দ্বিতীয়বার স্বপ্নে আদেশ পেয়ে মিশরে যাত্রা করেছেন শিশু ও তার মাকে রক্ষা করেছেন। তৃতীয়বার স্বপ্নে আদেশ পেয়ে সাধু যোসেফ ইস্রায়েল দেশে প্রত্যাবর্তণ করেছেন। চতুর্থবার স্বপ্নে আদেশ পেয়ে তিনি শিশু ও তাঁর মাকে নিয়ে গালিলেয়া প্রদেশে গিয়েছেন। এই স্বপ্ন কোন সাধারণ স্বপ্ন নয়। এই স্বপ্ন আমাদের জীবনের কথা বলে। কিভাবে সংগ্রাম করতে হয়, সংগ্রাম করে বাঁচতে হয়, স্থানান্তর হতে হয়, বাঁচার তাগিদে গ্রাম ছেড়ে শহরে যেতে হয়। এই স্বপ্ন আমাদের নতুন জীবনের কথা বলে। ঈশ্বরের বাণী শোনা, নিজের মধ্যে একটা তাগিদ, অনুপ্রেরণা সৃষ্টি করা, কিছু একটা করার আগ্রহ সৃষ্টি করা।

স্বপ্নদ্রষ্টা হওয়া: মানুষ হিসেবে আমাদের সবাইকেই স্বপ্ন দেখতে হয়, সবার মধ্যেই স্বপ্ন থাকা প্রয়োজন। বাংলাদেশ মণ্ডলীকে নিয়ে আর্চবিশপ লরেন্স গ্রেনার সিএসসি অনেক স্বপ্ন দেখেছেন এবং সেই স্বপ্ন বাস্তবায়নে অনেক পরিশ্রম করেছেন। তিনি স্বপ্নদ্রষ্টারূপে ফাদার চার্লস ইয়াং-কে দিয়ে ক্রেডিট ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠা করেছেন, ভাবী যাজকদের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের জন্য উচ্চ সেমিনারী প্রতিষ্ঠা করেছেন, বৃহত্তর ময়মনসিংহে খ্রিস্টের বাণী প্রচারের জন্য প্রেরণকর্মী প্রেরণ করেছেন। পবিত্র ক্রুশ সংঘের প্রতিষ্ঠাতা ধন্য ফাদার মরো ফরাসী বিপ্লবের সময় যুবাদের শিক্ষাদানের জন্য স্বপ্ন দেখেছেন

এবং পূর্ববঙ্গে খ্রিস্টের বাণী প্রচারের জন্য প্রেরণকর্মী প্রেরণ করেছেন।

আমি এমন মান্দি অনেক স্বপ্নদ্রষ্টাদের কথা ভেবে খুব আনন্দিত ও গর্বিত। এমন স্বপ্নদ্রষ্টাদের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে-ডোনাল্ড হাউই যিনি মান্দি গানের গীতিকার, সুরকার ও গায়ক-বাদকরূপে ইতিমধ্যে অনেক খ্যাতি অর্জন করেছেন। বিটিভি'তে মান্দিদের কৃষ্টি সংস্কৃতি নিয়ে কাজ করছেন। তিনি বড় হয়েছেন সংগ্রাম করে। পলাশতলা গ্রামের এক সাধারণ পরিবারে তার জন্ম। মিউজিক, গান এসব নিয়ে পড়াশুনা করার সুযোগ হয়নি বা পায়নি। কিন্তু তার অদম্য ইচ্ছা ও নিজের পরিশ্রমের ফলে নিজে নিজে বিভিন্ন মাধ্যম ব্যবহার করে, ইউটিউব দেখে মিউজিক শিখেছেন। শুনেছি তার অদম্য ইচ্ছা দেখে ব্রাদার ডমিনিক মৃ তাকে সাহায্য সহযোগিতা করেছেন। ব্রাদার ডমিনিক মৃ নিজের জমি বিক্রি করে তাকে টাকা দিয়ে সাহায্য করেছেন। মিঠুন রাকসাম 'থকবিরিম' প্রকাশনীর উদ্যোক্তা ও কর্ণধার, মুন নকরেক 'আপসান'-এর উদ্যোক্তা ও কর্ণধার, 'নকরেক আইটি ইনষ্টিটিউট'-এর উদ্যোক্তা ও কর্ণধার সুবীর নকরেক, গারো কালচারাল একাডেমী'র উদ্যোক্তা ও কর্ণধার সাইলেন রিছিল, 'জাবা'-র কর্ণধার সুমন সাংমা, নারী খেলোয়ার মারীয়া মান্দা, এফ মাইনরের নারী শিল্পীরা তাদের সাফল্যের কথা ভেবে আমি গর্বিত ও আনন্দিত। এছাড়াও ফাদার-সিস্টার, বিশপ, সাংবাদিক, ডাক্তার, রাজনীতিবিদ, পুলিশ-সেনাবাহিনী, সরকারী চাকুরীজীবি, উকিল, লেখক-গবেষক, কবি-সাহিত্যিক, গীতিকার-সুরকার, এনজিও প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন পদে যারা আসীন রয়েছেন তাদের সাফল্যেও গর্বিত ও আনন্দিত। তাদের দেখানো পথে আমরাও একদিন হাঁটতে পারব, এগিয়ে যেতে পারব সেই আশা রাখি। যারা স্বপ্ন দেখেছেন এবং বাস্তবায়ন করেছে যাচ্ছেন। তাদের মত আমাদেরকেও স্বপ্ন দেখতে হবে এবং অন্যকে দেখাতে হবে। আমাদের সমাজে জাতীয় পর্যায়ের গবেষক, লেখক, কবি-সাহিত্যিক, গীতিকার সুরকার, রাজনীতিবিদ, সমাজসেবক, মানবাধিকারকর্মী, ডাক্তার-নার্স, উকিল-ব্যারিষ্টার, খেলোয়ার, ফাদার সিস্টার সব শ্রেণীর মানুষই প্রয়োজন। এখন অনেক মান্দি ছেলে মেয়েরা এগিয়ে যাচ্ছে, আশা করি আগামীতে আরো এগিয়ে যাবে, সমাজকে, মণ্ডলীতে উন্নতির শিখরে নিয়ে যাবে। কারণ যুবক যুবতীরাই দেশ, সমাজ ও মণ্ডলীর প্রাণ। যুবারাই সৃষ্টি, সংস্কার ও সমাজ গঠনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে থাকে। যুবারাই সমাজে ন্যায্যতা ও শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে পারে। যুবাদের শক্তি সাহস, সৃজনশীলতা, উদ্যমতা, এগিয়ে চলার দৃঢ়তা সত্যি প্রশংসনীয়। যুবাদের শুভ শক্তি দেখে কবি সুকান্ত বলেন,

"তরুণেরা জড় নয়, মৃত নয়, নয় অন্ধকারের খনিজ,
তরুণেরা তো জীবন্ত প্রাণ, তরুণেরা এক অঙ্কুরিত বীজ।"

যুবারা কিংবা তরুণেরা আলো বাতাস পেলেই অঙ্কুরিত হতে পারে। একটি আলোর কণা পেলেই লক্ষ্য প্রদীপ জ্বালাতে পারে। যুবারা ভাঙতে পারে আবার গড়তেও পারে। তারা অন্যায়-অন্যায্যতার বিরুদ্ধে লড়তে পারে, মন্দতার বিরুদ্ধে শুভ সংগ্রাম করতে পারে। আমরা আমাদের দেশের তরুণদের জীবনে তা দেখতে পায়। ভাষা আন্দোলন, স্বাধীনতা যুদ্ধে তারা সংগ্রাম করেছে। কবি সুকান্ত তাই বলেছেন,

"তাই আমি চেয়ে দেখি প্রতিজ্ঞা প্রস্তুত ঘরে ঘরে,
দানবের সাথে আজ সংগ্রামের তরে।"

তবে অনেক সময় এমন কথাগুলো শুনি- তোমার দ্বারা হবে না। তুমি পারবে না। একথাগুলো ছোটকালে শুনতে-শুনতে সেই ছেলে মেয়ে হীনমণ্যতায় ভোগে। সেই ছেলে মেয়ে ধরে নেয় তার দ্বারা আর হবে না। তাই পিতা-মাতা, অভিভাবক, শিক্ষক, গুরুজনদের উচিত ছেলে-মেয়েদের উৎসাহ দেওয়া। তাদের স্বপ্ন দেখানো, এগিয়ে চলার পথে সাহায্য সহযোগিতা করা। স্কুল কলেজ পড়ুয়া ছেলে মেয়েদের অনেকবার প্রশ্ন করেছি তুমি বড় হয়ে কি হবে? কি হতে চাও? দুয়েকজন উত্তর দিতে পেরেছে, কয়েকজন সিদ্ধান্ত নিতে পারেনি, অনেকে জানেই না তারা কেন পড়াশোনা করছে, পড়াশোনা করে কী হবে, কী করবে। তাদের স্বপ্ন নেই, বড় হওয়ার কোন স্বপ্ন নেই, নির্দিষ্ট লক্ষ্য উদ্দেশ্য নেই। তাই বেশি দূর এগুতে পারে না। এসএসসি পাশ করা পর্যন্ত কিংবা ডিগ্রি, অনার্স পাশ করেও চাকরি পায় না। কারণ তারা তাদের লক্ষ্য স্থির করতে পারেনি। মান্দি শব্দ 'আলামালা' অর্থাৎ কোন রকম পাশ করে, কোন মতে বেঁচে থাকে। আলামালা'র যুগ আর নেই। তোমাকে বেঁচে থাকতে হলে সংগ্রাম করতে হবে, পরিশ্রম করতে হবে তবেই বেঁচে থাকবে। নইলে জীবন্মৃত থাকবে। তেলাপোকার মত বেঁচে থাকবে। স্কুল কলেজেই ছেলে মেয়েদের স্বপ্ন দেখাতে হবে। দেশ, মণ্ডলী, জাতি সর্বক্ষেত্রেই বিচরণের জন্য পথ ও জনশক্তি সৃষ্টি করতে হবে। মানুষ যে দিন তার স্বপ্নকে ভালবাসবে এবং তার স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করতে পারবে, সেদিনই সে প্রকৃত মানুষ হয়ে উঠবে। তাই তরুণ সমাজকে এখন থেকে সুন্দর স্বপ্ন দেখতে হবে ও স্বপ্ন দেখাতে হবে॥ ❑

কথার আঘাত

(৩৬ পৃষ্ঠার পর)

সম্পর্কের প্রয়োজনীয়তা ও খুব ভাল করেই বুঝে। ও চাইতো ওর ঘর আলো করে থাকবে ওর নিজের ছেলে-মেয়েরা। রিপা যেদিন প্রথম জানতে পারল ও মা হতে চলেছে কি যে খুশি হয়েছিল ও। সেদিন থেকে অপেক্ষার শুরু, কত পরিকল্পনা, কত কেনাকাটা। ছেলে হবে জানার পর রিপা নাম ঠিক করল "মুখর" রিপার জীবনকে মুখর মুখরিত করে রাখবে। কিন্তু এক সন্ধ্যায় হঠাৎ করেই সব স্বপ্ন দুঃস্বপ্নে রূপ নিল। রিপার প্রেগন্যান্সির তখন সাত মাস চলছে। প্রচন্ড পেট ব্যথা নিয়ে হসপিটালে যাওয়ার পর ইমার্জেন্সি সিজার করতে হল, প্রিম্যাচিউর বেবীকে সাথে-সাথে ইনকিউবেটরে নিয়ে যাওয়া হল। ঘন্টা খানেক পর মুখরকে প্রথম বারের মত দেখল রিপা। রুমের ভেতরে যাওয়া বারণ, তাই জানালা দিয়েই দেখল ছোট্ট একটা শরীরে এত এত টিউব, যন্ত্রপাতি, সিরিঞ্জ লাগানো এসবের ভীড়ে মুখরকে খুঁজে পাওয়াই কঠিন। নিজের বাচ্চাকে বুকে জড়িয়ে ধরতে না পারার কষ্টে রিপার বুক ভেঙ্গে কান্না আসলো, পাগলের মত কাঁদল রিপা। সেই কান্না চলল টানা পরের তিন মাস যতদিন মুখর ইনকিউবেটরে ছিল। মুখরকে একা রেখে আসা রিপা কিছুতেই মেনে নিতে পারেনি, সারাদিন বাসায় কাঁদত ও। ঈশ্বরের আশীর্বাদে মুখর কে নিয়ে ওরা ঘরে ফিরল, কিন্তু দুঃস্বপ্ন তখনও ওদের পিছু ছাড়েনি। প্রিম্যাচিউর বেবী হওয়াতেই বোধ হয় সারা বছর মুখরের অসুখ-বিসুখ, নানা রকম সমস্যা লেগেই থাকে। ও সব কিছু শিখলও দেরী করে, দেরীতে হাঁটল, দেরীতে কথা বলল, চার বছর বয়স পর্যন্ত মুখে চিবিয়ে কিছু খেতেই পারত না, শুধু লিকুইড/বেন্ড করা খাবার খেত। দিনের পর দিন এত এত মানসিক স্ট্রেস, টেনশন নিতে নিতে রিপা কাহিল। আবার মা হওয়ার কথা ভাবলেই মুখরের জন্মের পরের ওই তিন মাসের কথা মনে পড়ে যায় ওর। আর ভাবলেই ওর শরীর কাঁটা দিয়ে ওঠে। কিন্তু মানুষ কি আর এসব বুঝতে চায়, তারা রিপাকে অলস, স্বার্থপর বলেই খালাস। রিপা মনে মনে ভাবে মানুষের এভাবে কথা দিয়ে অন্যকে আঘাত করা কি আদৌ কোন দিন বন্ধ হবে?

কত মেঘা, স্মিতা, ইলা, রিপা আমাদের চারপাশেই আছে। তাদের নিজ নিজ জীবনের দুঃখ-কষ্ট, লড়াই-সংগ্রাম তাদের একান্তই নিজেদের, যা হয়ত আমাদের জানা কিংবা অজানা। আমাদের নেতিবাচক দোষারোপমূলক কথা দিয়ে তাদের আরো আঘাত না করে বরং যে আঘাত তারা বয়ে চলেছে তাতে সহানুভূতি আর সহমর্মিতার মলম দেওয়ার চেষ্টা করাই কি আমাদের উচিত নয়? ❑

কথার আঘাত

যোয়্যান গমেজ (শ্রেয়া)

ঘটনা ১

- মেঘা, তুমি দিন দিন এত মোটা হয়ে যাচ্ছো কেন? আয়নায় নিজেকে দেখো না? এরকম মোটা মেয়েকে কোন ছেলে পছন্দ করবে? ছেলেরা স্লীম ফিগারের মেয়েদের-ই পছন্দ করে। বিয়ে করার ইচ্ছা নাই নাকি তোমার? সময় থাকতে থাকতে ডায়েট করা শুরু করো বুঝলে!

এই একই কথা কত জনের মুখে কতভাবে যে শুনল মেঘা। আজকাল আর তাই কোন দাওয়াত-অনুষ্ঠানে যেতে মন চায় না। নিজের মন মত পেটে খাবার তুলে খেতেও সংকোচ হয়, একবার তো এক কাকি মুখের ওপর বলেই দিলো "আর খেয়ো না, আর কত মোটা হবে?" মেঘার এমন মোটা হয়ে যাওয়ার কারণ বেশি-বেশি খাওয়া না, এটা একটা হরমোনাল সমস্যা। মেঘা একদম-ই ভোজন রসিক না, সবসময় পরিমিত খাবার খায়। যখন ও টের পেল ওর ওজন হঠাৎ করে অস্বাভাবিক ভাবে বাড়া শুরু করেছে, ও ডাক্তারের কাছে গিয়েছিল। ও যে রোগে ভুগছে তার নাম পলিসিস্টিক ওভারি সিন্ড্রোম (PCOS)। এ রোগ কেন হয় তার সঠিক কারণ জানার কোন উপায় নেই। কিন্তু এটা হলে শরীরে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ হরমোনের পরিমাণের তারতম্য হয় আর তার ফলে দেখা দেয় নানা রকম সমস্যা। এই রোগের একটা বড় সমস্যা হলো- শরীরে প্রয়োজনের অতিরিক্ত ইনসুলিন উৎপাদন বা ইনসুলিনের স্বাভাবিক কাজ ব্যাহত হওয়া। এ কারণেই এ রোগে আক্রান্ত শতকরা ৬০-৮০ ভাগ রোগী-ই ওভারওয়েট, আর তারা চাইলেও সহজে এই অতিরিক্ত ওজন কমাতেও পারে না, যত খুশি কঠোর ডায়েট-ই করুক না কেন। PCOS-এর সহজ কোন চিকিৎসাও নেই, শুধু কিছু ওষুধ খেয়ে আংশিক দমিয়ে রাখা যায়, কখোনোই একেবারে দূর হয় না। মেঘা মনে-মনে ভাবে তাহলে কি ওকে সবার এরকম কথা শুনে দিনের পর দিন কষ্ট পেয়েই যেতে হবে..

ঘটনা ২

- স্মিতা, আর কতদিন এরকম একলা থাকবে? যখন সময় ছিল, কত বিয়ের প্রোপোজাল আসল, সব না করে দিলা, এখন তোমার যেই বয়স, আর কে বিয়ে করতে আসবে তোমাকে? নিজের জীবনের বারোটা নিজেই বাজাইলা।

স্মিতার বয়স ত্রিশ পেরিয়েছে, বিয়ের জন্য বয়সটা একটু বেশি-ই। স্মিতা চাইলে অনেক আগেই পারতো বিয়ে করে সংসারি হয়ে যেতে। ওর মনে হয়েছিল পরিবারের প্রতি ওর দায়িত্ব পালন তখনও শেষ হয়নি। দায়িত্ব পালনের শুরু স্মিতার বাবা মারা যাবার পর থেকে। গ্রামের স্কুল থেকে এসএসসি পাশ করে ও তখন সবেমাত্র ঢাকার কলেজে ভর্তি হয়েছে আর হোস্টেলে উঠেছে। টিউশনি করে নিজের আর ছোট দুই ভাই-বোনের পড়াশুনার খরচ চালানো শুরু করলো ও। অনার্স পাশ করে চাকরিতে ঢোকার পর টিউশনি করা বন্ধ করল। সারাদিন চাকরি করে সন্ধ্যায় করত এমবিএ'র ক্লাস। তখন সবাই "বিয়ে করো" "বিয়ে

করো" রব তুলল চারপাশে। অনেক ছেলে আর তাদের মা-বাবা আগ্রহ দেখিয়েছিল। এদের মধ্যে বিদেশে থাকা পাত্র-ও ছিল বেশ কিছু। স্মিতার ছোট ভাই তখন মাত্র কলেজে উঠেছে, আর বোন পড়ত ক্লাশ নাইনে। স্মিতার মনে হল আগে ওদের নিজের পায়ে দাঁড় করানোটা বেশি জরুরী। ও এখন বিয়ে করে বিদেশ বা অন্য বাড়ি চলে গেলে এখনকার মত পরিবার কে সাপোর্ট করতে পারবে না। তাই নিজের সুখের কথা না ভেবে ও অপেক্ষা করার সিদ্ধান্ত নিল। এখন ওর ভাই ভাল চাকরি করে, বোনটাও মাস্টার্স পাশ করে বেরুবে এ বছর। স্মিতার দায়িত্ব পালন শেষ হয়েছে, আজকাল মন চায় ওর নিজের একটা সংসার হোক। কিন্তু সবার মুখে এখন নানা রকম প্রশ্ন "ও এতদিন বিয়ে করেনি কেন? ওর কোন প্রেম ছিল নাকি, যেটা আর টিকে নাই? নাকি বিয়ে-ই হয়েছিল আগে একবার?" কেউ ওর দায়িত্বশীলতা বা আত্মত্যাগের মূল্যায়ন তো করেই না, বরং ওর দোষ-ই চোখে পড়ে সবার। স্মিতা মনে মনে ভাবে এভাবে অন্যকে কষ্ট দিয়ে কথা বলে মানুষের কি লাভ?

ঘটনা ৩

- ইলা, তুমি আর পার্থ আর কত কাপল টাইম পার করবা? বিয়ের কত বছর হল সে হিসাব আছে? নিজের বয়সের দিকেও একটু তাকাও। দুই থেকে তিন হওয়ার ব্যাপারে ভাবো। অপেক্ষা করতে করতে এত দেরি করে ফেলো না যে পরে আফসোস করতে হয়।

ইলা আর পার্থ বিয়ে হয়েছে সাত বছর হল। "বাচ্চা নাও" এই উপদেশ বাণীটা ইলা বিয়ের পর থেকেই শুনে আসছে। ইলা'র যখন বিয়ে হয় তখনো ওর পড়াশুনা শেষ হয়নি। ওরা দুজনেই চেয়েছিল ইলা আগে পড়াশুনাটা শেষ করুক, এরপর ভাবা যাবে বাচ্চার কথা। ইলা মাস্টার্স পাশ করার পর থেকেই ওরা বাচ্চার জন্য চেষ্টা করে যাচ্ছে। গত পাঁচ বছরে বেশ কয়েক বার কনসিভ করেছিল, কিন্তু প্রতিবার-ই কিছুদিন পর মিসক্যারেজ হয়ে যায়। কয়েক বার বেশ সিরিয়াসও হয়ে গিয়েছিল ইলা'র অবস্থা, ব্লিডিং বন্ধ করতে হসপিটাল যেতে হয়েছিল। ডাক্তাররাও বলতে পারেন না কেন এরকম হচ্ছে বার বার। দুইবার ইণ্ডিয়ায় গিয়ে চেকাপ-ও করিয়ে এসেছে ওরা। ইলা আর পার্থ দুজনের মানসিক অবস্থাই খুব খারাপ। বার বার আশায় বুক বাঁধা, আর হতাশ হওয়া। ইলা এতটাই ভেঙ্গে পড়েছে যে ওকে নিয়মিত ডিপ্রেশন ঠেকানোর ওষুধ খেতে হয়। কাউকে এসবের কিছুই বলেনি আর তাই নিজেরাই সব দুঃখ চেপে ভাল থাকার চেষ্টা করে যায়, কিন্তু সেটা করাও সহজ না। চারপাশের মানুষ তাদের কথায় বার-বার ইলাকেই দোষী করে। ইলা চাকরি-ক্যারিয়ারে পিছিয়ে পড়বে এজন্য বাচ্চা নিতে চায় না- এমন কথাও শুনেছে মানুষের মুখে। তাদের কথায় ইলার মনের কষ্ট আর যন্ত্রণা আরো অনেক গুণ বেড়ে যায়। ইলা মনে মনে ভাবে কোথায় গেলে এসব দোষ দেয়া কথা থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে..

ঘটনা ৪

- রিপা, মুখর তো বড় হয়ে গেল, স্কুলে যাওয়া শুরু করে দিল। মুখরের একটা ভাই-বোন লাগবে না? ও কি একা একা বড় হবে নাকি? তোমরা এযুগের মেয়েরা এক বাচ্চা পালতেই কাহিল হয়ে যাও, মুখরের কথাও একটু ভাবো, এত স্বার্থপর হলে কি চলে।

রিপা'র সবসময় বাচ্চা-কাচ্চা অনেক পছন্দ। ওরা নিজেরা চার ভাই-বোন। ভাই-বোনের

(৩৫ পৃষ্ঠায় দেখুন)

মণ্ডলীর সেবাতে খ্রিস্টান ক্রেডিট ইউনিয়নগুলোর অংশগ্রহণ

পংকজ গিলবার্ট কস্তা

সমবায় বা ক্রেডিট ইউনিয়ন হচ্ছে সদস্যদের জন্য, সদস্যদের দ্বারা এবং সদস্যদের কল্যাণে পরিচালিত আর্থসামাজিক সংগঠন। সমবায় মূলত কাজ করে জনগণ তথা এর সদস্যদেরকে নিয়ে। সদস্যরাই হচ্ছে সমবায়ের প্রধানতম নিয়ামক।

সমবায় একটি আন্দোলন। এটি বিশ্বস্বীকৃত একটি জনবান্ধব অর্থনৈতিক কাঠামো। এটি একটি জনমুখী চেতনা ও আদর্শ। এটি এমন একটি অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান যা দুর্বলকে সবল হতে সাহায্য করে। সমবায় আন্দোলনের সাথে জড়িত হয়ে দেশের লক্ষ-কোটি মানুষের অর্থনৈতিক চাকা সচল রয়েছে। সমবায় আন্দোলন দারিদ্র বিমোচন, খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, পরিবেশের বিপর্যয় প্রতিরোধ, উদ্যোক্তা ও কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে জোরালোভাবে কাজ করছে। এই আন্দোলন জন্ম থেকে মৃত্যু সব সময়ই বন্ধুর মতো পাশে থাকছে মানুষের।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বলেছেন, 'আমার দেশের প্রতিটি মানুষ খাদ্য পাবে, আশ্রয় পাবে, শিক্ষা পাবে, উন্নত জীবনের অধিকারী হবে- এই হচ্ছে আমার স্বপ্ন, এই পরিপ্রেক্ষিতে গণমুখী সমবায় আন্দোলনকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হবে; কেননা সমবায়ের পথ সমাজতন্ত্রের পথ, গণতন্ত্রের পথ।'

সমবায়ের ইতিহাস

১৮৫২ খ্রিস্টাব্দে হারম্রান স্যুইচ ডেলিটাজ্জ সর্ব প্রথম জার্মানীতে ক্রেডিট ইউনিয়ন আন্দোলন শুরু করেন। তাঁর সাথে যোগ দেন ফ্রেডরিক রাফাইসেন। মি. রাফাইসেন ছিলেন খুবই বুদ্ধিমান, বিচক্ষণ, দূরদর্শী ও জন-দরদী মানুষ। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন একে অপরের সহযোগিতা ছাড়া নিজেদের ভাগ্য উন্নয়ন সম্ভব নয়। ক্রেডিট ইউনিয়নের মাধ্যমে তাঁরা জার্মানীতে দরিদ্র মানুষের আশার আলো হতে পেরেছিলেন।

পঞ্চাশ দশকে তৎকালীন ঢাকার আর্চবিশপ লরেন্স লিও গ্রেনার সমবায়ের শক্তি উপলব্ধি করেন। তিনি আমেরিকান মিশনারি ফাদার চার্লস যোসেফ ইয়াং সিএসসি'কে কানাডার কোডি ইনষ্টিটিউটে পাঠান ১৯৫৩ খ্রিস্টাব্দে। ফাদার ইয়াং সমবায়ের ওপর প্রশিক্ষণ নিয়ে ১৯৫৫ খ্রিস্টাব্দে দি খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লি:, ঢাকা (ঢাকা ক্রেডিট) প্রতিষ্ঠা করেন। তৎকালীন সময় কাবুলীওয়ালেদের নিকট জিম্মি ছিল খ্রিস্টান সমাজের অনেক মানুষ। সেই বিপদ থেকে ত্রাতা রূপে হাজির হয়েছিলো ঢাকা ক্রেডিট। মাত্র ২৫ টাকা মূলধন ও ৫০ জন সদস্য নিয়ে শুরু করা ঢাকা ক্রেডিটের মাধ্যমে উক্ত সমিতির সদস্যদের জীবন মান পরিবর্তন হতে থাকে। বর্তমানে এই সমিতির সদস্য প্রায় ৪৩ হাজার এবং সম্পদ-পরিসম্পদের পরিমাণ আট শত কোটি টাকার বেশি। ঢাকা ক্রেডিট প্রতিষ্ঠার পরে ক্রমে ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের প্রায় সব ধর্মপল্লী, একই সাথে দেশের সকল ধর্মপ্রদেশের সকল ধর্মপল্লীতে সমবায় সমিতি প্রতিষ্ঠা লাভ করে। বর্তমানে সমিতিগুলো সুনামের সাথে কার্যক্রম চালছে। এই সমবায় মানুষের মৌলিক চাহিদা পূরণ করা ছাড়াও দুর্যোগ মোকাবেলায়, নেতৃত্ব বিকাশে ও মাণ্ডলীক কাজে অবদান রেখে যাচ্ছে।

মণ্ডলীর সেবাতে খ্রিস্টান ক্রেডিট ইউনিয়নগুলোর ভূমিকা: এক সময় খ্রিস্টান ধর্মগুরু ঢাকার আর্চবিশপ লরেন্স লিও গ্রেনারের পৃষ্ঠপোষকতায় সমবায় আন্দোলন সূচনা করেছিলেন ফাদার চার্লস যোসেফ ইয়াং। ফাদার ইয়াং খ্রিস্টভক্তদের অর্থনৈতিক মুক্তির লক্ষ্যেই এই আন্দোলন শুরু করেছিলেন। তবে এই আন্দোলনের সুফল পাচ্ছে এখন খ্রিস্টমণ্ডলী ও তাঁর ভক্তজনগণ। এখানে মণ্ডলী বলতে সাধারণ খ্রিস্টভক্ত ও বিশপ, যাজক, পালক, ব্রতধারী, ব্রতধারিণীদের বুঝানো হচ্ছে। নিম্নে ক্রেডিট ইউনিয়নগুলো কীভাবে মণ্ডলীর সেবা কাজে অংশগ্রহণ করছে তা বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করা হলো।

অর্থনৈতিক: মণ্ডলীর খ্রিস্টভক্তদের অর্থনৈতিক ভিত গড়ে দিচ্ছে সমবায় সমিতি। সমবায় সমিতি থেকে ঋণ নিয়ে খ্রিস্টভক্তরা ব্যবসায় ও কৃষিতে বিনিয়োগ করছেন। পেশায় যারা ব্যবসায়ী, তাদের বেশির ভাগই সমবায় সমিতি থেকে ঋণ নিয়ে ব্যবসা করে পরিবারের ভরণ পোষণ করছেন। প্রতিষ্ঠিত হচ্ছেন সমাজে ও রাষ্ট্রে। এছাড়া গ্রামীণ অর্থনীতিতে কৃষকরা সমবায় সমিতি থেকে ঋণ নিয়ে শষ্য উৎপাদন করছেন। এখন সমবায় সমিতিগুলোতে কর্মসংস্থান সৃষ্টি হচ্ছে। হাজার হাজার খ্রিস্টান পরিবার চলছে সমবায় সমিতিতে চাকরি করার মধ্যমে। খ্রিস্টভক্তদের যেকোনো প্রয়োজনে সমবায় সমিতির মাধ্যমে অর্থসংস্থান যেন নিয়মিত বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

সামাজিক: মণ্ডলীর যেকোনো সামাজিক অনুষ্ঠানের সেবা কাজে সমবায় সমিতিগুলো গুরুত্ব দিয়ে অংশ নিয়ে থাকে। যেমন বিশপ, ফাদার অভিষেক অনুষ্ঠান; সিস্টার, ব্রাদারদের, ব্রত গ্রহণ বা জুবিলী অনুষ্ঠানের জন্য অনুদান প্রদান করে সমবায় সমিতি। এ ছাড়া মণ্ডলীর সদস্যদের সামাজিক অনুষ্ঠান বিয়ে, বৌভাত, জুবিলীর অনুষ্ঠানের জন্য সঞ্চিত বা ঋণ করে অর্থসংস্থান করা হয় সমবায় থেকে। পাশাপাশি এখন সমবায়ে যারা নেতৃত্ব দিয়ে থাকেন, সামাজিকভাবে তাদের ক্ষমতায়ন হওয়াতে, তারা বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক অনুষ্ঠানে প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগ পেয়ে থাকেন।

ধর্মীয়: সমবায় মণ্ডলী আর্থিক থেকে শুরু করে আত্মিক উন্নয়নেও অংশগ্রহণ করছে। বেশ কিছু সমবায় সমিতির নিজস্ব গানের দল রয়েছে, তারা উপাসনায় গান পরিচালনায় অংশ নিয়ে থাকে। এছাড়া সমবায় সমিতিগুলোতে রয়েছেন বিশপ, পালক ও পুরোহিত। তারা আধ্যাত্মিক উপদেষ্টা হিসেবে সেবা দিয়ে থাকেন। ধর্মপল্লীর অবকাঠামোগত উন্নয়নে যেমন গির্জা নির্মাণ বা মেরামত, কনভেন্ট, সেমিনারী বা ফরমেশন হাউজ নির্মাণ, কবরস্থান নির্মাণ বা মেরামত, গির্জার রাস্তা নির্মাণ বা মেরামতের জন্য অনুদান দিয়ে থাকে সমবায় সমিতি।

পরামর্শ প্রদান: আজকাল সমবায় সমিতির নেতৃবৃন্দ মেন্টর হিসেবে পরামর্শও দিয়ে

থাকেন। তার মধ্যে রয়েছে পরিবারে দ্বন্দ্ব ও সংঘাত। সামাজিক সমস্যা, বিবাহের বিচ্ছেদ বা দাম্পত্য সমস্যা নিরসনে কিছুটা ভূমিকা পালন করে সমবায় সমিতি। কাউন্সিলিং করার মাধ্যমে দম্পতিদের বুঝানো হয় বিবাহ বিচ্ছেদের নেতিবাচক প্রভাব। এছাড়া স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে দাম্পত্য জীবনে সমস্যা থাকলে তাদের সমিতি থেকে ঋণ পেতে সমস্যার সম্মুখিন হতে হয়। এইসব সমস্যার সমাধান পেতে অনেক সমস্যাগ্রস্ত দম্পতি পুনরায় এক সাথে সংসার শুরু করে। ভেঙ্গে যাওয়া সংসার জোড়া লাগে।

শিক্ষা: বলা যায়, সব সমবায় সমিতি সরাসরি শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করে না। তবে খ্রিস্টভক্তদের শিক্ষার জন্য প্রয়োজন অর্থের। সমবায় সমিতিগুলো থেকে উচ্চ শিক্ষা, বিদেশে শিক্ষা ও পেশাগত শিক্ষা নিতে প্রয়োজন হয় অর্থের। সেই অর্থের যোগান দিয়ে থাকে সমবায় সমিতি। যুবারা ঋণ নিয়ে উচ্চ শিক্ষা নিচ্ছেন। উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করে ভালো প্রতিষ্ঠানে চাকরি করছেন, কেউ করছেন ব্যবসা। সমবায় সমিতি থেকে ঋণ নিয়ে যুবারা বিদেশে গিয়ে পড়াশোনা করছেন। বিদেশ থেকে রেমিটেন্স পাঠাচ্ছেন তাদের অনেকে। সহায়তা করছেন তাদের পরিবারকে। সমবায় সমিতি থেকে পেশাগত শিক্ষা নিয়ে, দক্ষতা অর্জন করে জীবনে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছেন শিক্ষার্থীরা। নার্সিং ট্রেনিং, এমবিএ, ফটোগ্রাফি, ক্যাটারিংসহ বিভিন্ন কোর্সের জন্য ঋণ পাওয়া যায় সমবায় সমিতিগুলো থেকে এমন কি উচ্চতর ডিগ্রি পিএইচডি করার জন্য অনেকে ঋণ নিচ্ছেন। এ ছাড়াও সমবায় সমিতিগুলো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য ডোনেশন করাসহ স্কুল-কলেজ সংস্কারের জন্য অর্থ দিয়ে অনেক সময় সহায়তা করে থাকে। আবার কোন সমবায় সমিতি স্কুল পরিচালনা করে শিক্ষা ক্ষেত্রে অবদান রাখছে। বিভিন্ন শিক্ষামূলক কোর্স চালু করেও সমবায় সমিতিগুলো শিক্ষায় অবদান রাখছে।

বাসস্থান: এক সময় বেশির ভাগ খ্রিস্টভক্তদের বাড়ি ছিল টিনের। এখন তা হয়েছে ইটের। অনেকে বহুতল ভবনও করছেন। তবে এই নির্মাণ কাজ বেশির ভাগ মানুষই নিজের জমা করা টাকা দিয়ে বাড়ি নির্মাণ করা সম্ভব হয় না। বাড়ি নির্মাণ করেন সমবায় সমিতি থেকে ঋণ নিয়ে। শুধু বাড়ি নির্মাণ নয়, শহরের বসবাসকারীরা সাধ্যের মধ্যে কিস্তিতে ফ্ল্যাটও কিনছেন উল্লেখ যোগ্য মানুষ। সমিতি থেকে ঋণ নিয়ে সেই অর্থের সংস্থান করছেন সদস্যরা।

জরুরি অবস্থা মোকাবেলা: জরুরি অবস্থা ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ বলে কয়ে আসে না। করোনাভাইরাস এর কথা এক বছর আগেও আমরা জানতাম না। এই ভাইরাসের ফলে গোটা বিশ্ব এখন সম্মুখীন স্বাস্থ্য যুদ্ধে। করোনার কারণে হাজার-হাজার মানুষ কর্মসংস্থান হারিয়ে বেকার হয়েছেন। কারো কমে গেছে আয়। দুঃসময়ে দেশের সমবায় সমিতিগুলো সদস্যদের পাশে দাঁড়িয়েছে। চাল, ডাল, তেলসহ কোন কোন সমিতি নগদ অর্থ দিয়ে নিজেরা বা অন্য কোন সংগঠনের মাধ্যমে করোনায় ক্ষতিগ্রস্তদের পাশে দাঁড়িয়ে। এছাড়া গত বছর যখন প্রথম করোনা মহামারি শুরু হয়, তখন ঢাকার তৎকালীন আর্চবিশপ কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি'রোজারিও করোনা তহবিল গঠন করেছেন, সেই তহবিলের জন্য সমবায় সমিতি অর্থ অনুদান দিয়ে সক্রিয়ভাবে এগিয়ে এসেছে। এখন ঢাকা ক্রেডিটসহ বেশ কয়েকটি ক্রেডিট ইউনিয়নে রয়েছে স্বাস্থ্যনিরাপত্তা স্কীম বা স্বাস্থ্য বীমা। এই বীমার মাধ্যমে সমিতির সদস্যরা অসুস্থ হলে চিকিৎসার জন্য সেবা পাচ্ছেন। অর্থ-কষ্টে বিনা চিকিৎসায় মারা যেতে হচ্ছে না।

উন্নত দেশে অভিবাসনে সহায়তা: দেশের প্রায় এক কোটি মানুষ উন্নত দেশগুলোতে বসবাস করেন। অনেকে অস্থায়ীভাবে চাকরির জন্য, অনেকে স্থায়ীভাবে ইউরোপ, আমেরিকা, কানাডা, মিডিল ইস্টসহ বিভিন্ন দেশে অবস্থান করছেন। তাদের সেসব দেশে যাওয়ার টাকার সংস্থানও হয়ে থাকে ক্রেডিট ইউনিয়ন থেকে। একজন প্রথমে বিদেশে গিয়ে তার অন্য আত্মীয়-স্বজনদেরও সে দেশে নিয়ে যেতে যাহায্য করছে। এভাবে একটি প্রজন্ম উন্নতির দিকে ধাবিত হচ্ছে।

চিকিৎসা: সুখ, দুঃখ, হাসি-কান্না নিয়েই জীবন। ষড় ঋতুর মতো মানুষের জীবনে পরিবর্তন আসে। হতে হয় অসুস্থ। মানুষের সুচিকিৎসা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সমবায় প্রতিষ্ঠান হাসপাতাল নির্মাণ করছে। দিচ্ছে অ্যাম্বুলেন্স সার্ভিস। অসুস্থ হলে বড় অপারেশন বা অন্যান্য চিকিৎসার খরচের জন্য প্রয়োজন পড়ে অনেক টাকার। সেই ক্ষেত্রে সমিতির সদস্যরা এই অর্থের সংকট কাটাতে দ্বারস্থ হন সমবায় সমিতির নিকট। স্বাস্থ্য নিরাপত্তা স্কীম থেকে চিকিৎসা দাবী পূরণের টাকা উত্তোলন করে মেটাতে পারেন চিকিৎসা খরচ। আবার সমিতি থেকে ঋণ নিয়ে নিজের চিকিৎসা খরচ বা স্বজনের চিকিৎসা খরচ মেটান।

নারী ক্ষমতায়ন: খ্রিস্টান নারীরা সমবায় সমিতিগুলো থেকে অর্থসংস্থান করে বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করছেন। নিজেরা স্বাবলম্বী হচ্ছেন। চাকরি দিচ্ছেন অন্যদের। পাশাপাশি সমবায় সমিতিগুলোতে নেতৃত্ব দিতে এগিয়ে এসেছেন বেশ কিছু সাহসী নারী। তারা বৃহৎ ফোরামে তাদের কথা বলতে পারছেন। এতে পুরুষের পাশাপাশি নারীরাও মণ্ডলীতে পাশাপাশি এগিয়ে যেতে পারছেন এই সমবায়ের মাধ্যমে।

বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি: পোপ ফ্রান্সিসের 'লাউদাতো সি' (প্রকৃতি বর্ষ) এবং দেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক ঘোষিত মুজিববর্ষে বৃক্ষরোপণ অভিযানের অংশ নিয়েছে সমবায় সমিতিগুলো। সমিতিগুলো সদস্যদের মধ্যে বিনামূল্যে বৃক্ষ বিতরণ করে মণ্ডলীর ধর্মগুরু পোপ ফ্রান্সিসের আহ্বানে সাড়া দিয়েছে।

মণ্ডলীর কার্যক্রম প্রচার: বিভিন্ন সমবায় সমিতি মণ্ডলীর কার্যক্রমসহ সমাজ উন্নয়নমূলক বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় প্রচারে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। এ কার্যক্রমের জন্য কোন কোন সমবায় সমিতির রয়েছে নিজস্ব পত্রিকা। আবার রয়েছে অনলাইন টেলিভিশনও।

পরিশেষে বলা যায়, দেশে খ্রিস্টানদের দ্বারা পরিচালিত আর্থিক প্রতিষ্ঠান সমবায় সমিতিগুলো পরিচালনা করা বড়ো চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এর মূল কারণ হচ্ছে সমিতিগুলোতে মূলধন ক্রমে বাড়ছে। এখানে অযোগ্য, অসৎ ব্যক্তিরা নেতৃত্ব কুক্ষিগত করার চেষ্টা করছে। এই অর্থ রক্ষা করা সমবায়ীদের দায়িত্ব। তাই সমিতির সদস্যদের উচিত, সমবায়ে যারা নেতৃত্ব দিবেন, যোগ্য ও সৎ ব্যক্তিদের যেন তাঁরা নির্বাচিত করেন। নয়ত ভবিষ্যতে সমবায় প্রতিষ্ঠানগুলো টিকিয়ে রাখা কঠিন হয়ে পড়বে। এ ছাড়া একসময় যারা সমবায়ে নেতৃত্ব দিবেন, তাদের উচিত ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুতি নেওয়া এবং সমবায়ের ওপর পড়াশোনা করে এই সেবা কাজে অংশ নেওয়া॥ ❑

বঙ্গবন্ধুর সাম্যের দীক্ষায় দীক্ষিত নারীরা

জাসিন্তা আরেং

নারীর সামগ্রিক উন্নয়নে বঙ্গবন্ধুর দৃষ্টিভঙ্গি ছিলো সমতার ও মানবিক। যার বাস্তব প্রতিফলন বর্তমান বাংলাদেশে স্পষ্টভাবে লক্ষ্যণীয়। বর্তমান নারীদের সকল ক্ষেত্রে সমানভাবে অংশগ্রহণ ও ক্ষমতায়ন বঙ্গবন্ধুর দূরদর্শিতা ও নারীদের উন্নয়নে দৃঢ়প্রত্যয়ী এবং প্রচেষ্টারই ফল। তৎকালীন স্বাধীন বাংলায় পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীদের অবস্থান ছিলো নিতান্তই ঘরের উনুন থেকে উঠোন পর্যন্ত। ঘরের বাইরে গিয়ে শিক্ষা গ্রহণ, পুরুষদের সাথে সমভাবে কাজ করার অধিকার তাদের ছিলো না। ধর্মীয় অনুশাসন ও সামাজিক ট্যাবুর মতো বিভিন্ন বিধি-নিষেধের মধ্যে তাদের জীবন ছিলো সীমাবদ্ধ। যার কারণে নারীরা পুরুষদের চেয়ে তুলনামূলক অনগ্রসর ছিলো। বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক সফরে এশীয় কিছু দেশে নারী ক্ষমতায়ন ও সামগ্রিক ক্ষেত্রে অংশগ্রহণের চিত্র তাকে নতুন প্রেরণা যুগিয়েছিলো। কেননা পূর্ববাংলা স্বাধীন হলেও এ দেশের নারীরা পুরুষতান্ত্রিক প্রথা, আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক ও শিক্ষাক্ষেত্রে অংশগ্রহণের অধিকারবঞ্চিত ও দারিদ্র্যে জর্জরিত ছিলো। তখন থেকেই তিনি স্বাধীন বাংলার নারীদের সামগ্রিক উন্নয়নের বিষয়টি আমলে নেন ও নারীদের অবস্থান দেশে ও বিদেশে তুলে ধরার বিষয়টি দৃঢ়ভাবে মননে ধারণ করেন। প্রকৃতপক্ষে, নারীদের অংশগ্রহণ ও ক্ষমতায়ন হতাশাব্যঞ্জক ছিলো বললেই চলে। তাই স্বাধীন বাংলায় নারীদের ক্ষমতায়ন ও অধিকার নিশ্চিত করতে বঙ্গবন্ধু অতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। পরবর্তীতে, নারীরাও বঙ্গবন্ধুর সাম্যের দীক্ষায় দীক্ষিত হয়ে নিজের সক্ষমতাকে উপলব্ধি করেন।

বঙ্গবন্ধু নারীদের অবস্থানকে কখনও হেয় করে দেখেননি যা তার ব্যক্তিগত জীবন

পর্যালোচনা ও তার লেখা বই পড়লে ধারণা করা যায়। তিনি ব্যক্তিগত জীবনে তার স্ত্রী রেণুকে নারী হিসেবে মর্যাদা ও সম্মান দিয়েছেন। এমনকি তার লেখা বই "আমার দেখা নয়াচীন" এবং "অসমাপ্ত আত্মজীবনী"-তেও তিনি বার-বার তার স্ত্রীর সহযোগিতার ও সমর্থনের কথা স্বগৌরবে উল্লেখ করেছেন। এছাড়াও, তিনি নিজেও নারী সন্তানের জনক হিসেবে তার সুযোগ্য সন্তান শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানাকে তাদের সামগ্রিক বিকাশ ও প্রকাশের সুযোগ দিয়েছেন। তিনি নারীদের অবস্থান নিয়ে কতোটা চিন্তাশীল ও তাদের মর্যাদাদানে কতোটা উদার দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করতেন তা সহজেই অনুমেয়। ধর্মীয় অনুশাসন ও পুরুষতান্ত্রিক প্রথা নারীদের স্বাধীন বাংলায় পরাধীন করে রেখেছে তা তিনি অনেক আগেই অনুধাবন করতে পেরেছিলেন। এছাড়াও, তিনি বাল্যবিবাহের মতো সামাজিক প্রথাকে কটাক্ষ করে তিনি নারীর অবস্থান ও অধিকারের প্রতি উদার দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করতেন। নির্যাতিত, দরিদ্র, অসহায়, অধিকার বঞ্চিত নারীদের প্রতি ছিলো বঙ্গবন্ধুর সহমর্মিতা। নারীর প্রতি সম্মান, মর্যাদার দৃষ্টিভঙ্গির কারণেই তিনি ধর্মীয়, আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক বেড়াজাল থেকে নারীমুক্তির চিন্তা মননে পোষণ করেন। ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দে স্বাধীন বাংলার সংবিধানে নারীদের অনগ্রসরতাকে দূরীভূত করতে অধিকারবঞ্চিত নারীর অধিকার সমভাবে নিশ্চিত করা হয়।

অন্যদিকে, বঙ্গবন্ধুর সমতার দৃষ্টিভঙ্গির সুফলেই নারীরা আজ রাজনৈতিক অঙ্গনে নিজের স্থান করে নিতে পেরেছে। নারীদের দুর্দশা, দরিদ্রতা ও অসহায়ত্বের কথা তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছে। তিনি এতোটাই মানবিক ছিলেন যে, আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে অংশগ্রহণের পাশাপাশি রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও নারীদের অবাধ বিচরণকে স্বাগতম জানিয়েছেন। শুধু তাই নয়, রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নিজেদের ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করতে ও বিশ্বের কাছে নারীর অবস্থান দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠা করতে ৬৫ (৩) নং অনুচ্ছেদে ১৫টি নারী আসন সংরক্ষণ করার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। ফলশ্রুতিতে, নারী-পুরুষ বৈষম্যমুক্ত রাজনৈতিক অঙ্গন গড়ে উঠেছে বাংলাদেশে। এছাড়াও, বঙ্গবন্ধু নারীদের প্রতি সর্বদাই কোমলতা ও মহানুভবতার পরিচয় দিয়েছেন। যেসব নারী মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন তাদের সম্ভ্রম হারিয়েছে, তাদের তিনি নিজ কন্যার মর্যাদা দিয়েছেন এবং নিজেকে তাদের পিতা হিসেবে ঘোষণা দিয়েছেন। শুধু তাই নয়, নির্যাতিতা নারীদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থাও যথাযথভাবে করার লক্ষ্যে 'নারী পুনর্বাসন বোর্ড' গঠন করেন। নারীর প্রতি সাম্য, শ্রদ্ধা ও মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি না থাকলে তা কারো পক্ষে করা সম্ভব নয়। পরবর্তীতে তারা যেন স্বনির্ভরশীল হতে পারে সেজন্য তাদের ট্রেনিং ও কর্মসংস্থানের ব্যবস্থাও করে দেন।

যাই হোক, তিনি বৈষম্যমুক্ত দেশ ও শোষণমুক্ত সমাজ গড়ার পক্ষে ছিলেন। নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায় যে, মহান মুক্তিযুদ্ধের মতো প্ল্যাটফর্মে পুরুষদের পাশাপাশি সমভাবে নারীদের অংশগ্রহণ বাংলাদেশের ইতিহাসে একটি মাইলফলকই বটে। আর তা বঙ্গবন্ধুর বৈষম্যমুক্ত সমাজ ও দেশ গঠনের দৃঢ় অঙ্গীকারের ফলেই বাস্তবায়িত হয়েছে। তবে এটা স্পষ্ট যে, স্বাধীনতা অর্জনের আগে থেকেই তিনি নারীদের নেতৃত্ব নিয়ে ভাবতেন।

মূলত, তৎকালীন বাংলাদেশে নারীদের ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করা এতোটা সহজ ছিলো না। কেননা তখন ধর্মীয় অনুশাসন ও পুরুষতান্ত্রিকতার প্রভাব ছিলো বেশি শক্তিশালী। নারী নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে বঙ্গবন্ধুকে নানা প্রতিবন্ধকার শিকার হতে হয়েছে কিন্তু তিনি হার মানেননি। নারী ক্ষমতায়নে ও নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠায় যারা প্রতিবাদ করেছিলো, তাদের উদ্দেশে তিনি বলেছিলেন, 'নারীদেরও পুরুষের মতো সমান অধিকার রয়েছে এবং তা রাজনীতির ক্ষেত্রেও; নারী নেতৃত্ব গড়ে তোলা দরকার।' মুক্তিযুদ্ধের পরে পাকিস্তানি বাহিনীর দ্বারা নির্যাতিত নারীরা পরিবারে, সমাজে নানাভাবে নির্যাতিত, লাঞ্ছিত হতে থাকে। অনেক নারীকেই তাদের বাড়ি-ঘর থেকে উচ্ছেদ করে, মানসিক ও শারীরিকভাবেও অত্যাচার করা হয়। এসকল নারীদের তিনি উদ্ধার করে নারী পুনর্বাসন কেন্দ্রে আশ্রয় দিয়ে সম্মান দেন। এছাড়াও, তিনি বসন্তপুরে গিয়ে এক ভাষণে বলেছিলেন যে, 'আজ থেকে পাকবাহিনী নির্যাতিত মহিলারা সাধারণ মহিলা নয়, তারা এখন থেকে বীরাঙ্গনা। মুক্তিযোদ্ধার চেয়ে তাদের অবদান কম নয় বরং কয়েক ধাপ উপরে।' তাই তাদের যথাযোগ্য সম্মান ও মর্যাদাদান করা সকল নাগরিকের নীতিগত দায়িত্ব। প্রসঙ্গতই, তিনি নারীদের মর্যাদাদানের বিষয়ে বলেন, বীরাঙ্গনার মর্যাদা দিতে হবে এবং যথারীতি সম্মান দেখাতে হবে।' যেসব পিতা-মাতা, স্বামী ও পরিবারের সদস্যগণ নির্যাতিতা নারীদের অপমান করে বাড়ি থেকে বের করে দিয়েছিলো, তাদের উদ্দেশে তিনি বলেন, 'আমি সেইসব পিতা বা স্বামীদের উদ্দেশে বলছি যে, আপনারাও ধন্য। কেননা এধরনের ত্যাগী এবং মহৎ স্ত্রীর স্বামী বা পিতা হয়েছেন।' বঙ্গবন্ধুর এ আদর্শ সকল নাগরিকেরই অনুকরণীয়, কেননা নারীদের এতোটাই সম্মান দিয়েছেন যে, তিনি তাদের বলেছেন, "তোমরা আমাদের মা"। কোন নারীকে মা'য়ের মর্যাদাদানের চেয়ে বড় কোন সম্মান পৃথিবীতে আছে কিনা তা জানা নেই।

নারীদের সম্পর্কে বঙ্গবন্ধু কখনও নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করেননি বরং সহমর্মিতা, ভালবাসা ও অসীম শ্রদ্ধার পরিচয় দিয়েছেন। সমাজে নারীদের সামগ্রিক উন্নয়নের বিষয়টি তত্ত্বাবধানে ছিলো তার যথেষ্ট আন্তরিকতা ও ভালোবাসা। নারীদের প্রতি বঙ্গবন্ধুর সমর্থন ও উৎসাহের ফলেই নারীরা স্বনির্ভর ও সফল হওয়ার দীক্ষা ও সাহস দুটোই পেয়েছে। অন্যদিকে, মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী নারীদের তিনি সর্বদাই অগ্রাধিকার দিয়েছেন কারণ তারাই সাধারণ, শোষিত-বঞ্চিত সকল নারীর আলোকবর্তিকা ও প্রেরণার কারণ হবে। তাছাড়া, সর্বস্তরের নারীরা তাদের অধিকার ফিরে পাক ও মর্যাদার সাথে স্বনির্ভরশীল জীবন যাপন করুক সেটাই তিনি মনে-প্রাণে চাইতেন। বিশেষত, তিনি অনগ্রসর নারীদের উন্নয়ন, সমতা ও ক্ষমতায়নের বিষয়টি গুরুত্বের সাথে মূল্যায়ন করেছেন। বঙ্গবন্ধুর নারীর সামগ্রিক উন্নয়নে নিরন্তর প্রচেষ্টার ফলেই বর্তমান দেশীয় প্রেক্ষাপটে নারীদের অভাবনীয় সফলতা অর্জিত হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধে নির্যাতিতা ও অংশগ্রহণকারী নারীদের প্রতি সান্ত্বনা বা পুরস্কার হিসেবে নয়, নারীদের প্রকৃতপক্ষেই তিনি সম্মান ও মর্যাদার আসনে আসীন করেছেন যা অতুলনীয়।

স্বাধীনতার সূবর্ণ জয়ন্তী ও মুজিববর্ষের মাহেন্দ্রক্ষণে দাঁড়িয়ে বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশে সমতার দেশ হিসেবে স্বমহিমায় দৃশমান। আজ বঙ্গবন্ধুর অবর্তমান ও স্বাধীনতার পঞ্চাশটি বছর পরেও তার নিরন্তর প্রচেষ্টার প্রতিফলন ঘটাচ্ছে নারীরা। আজ নারীরা আর অবলা নয়, তারা আজ সত্যিকারেই বঙ্গবন্ধুর 'সৈনিক' হিসেবে সক্রিয় ভূমিকা পালন করছে পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্রে এবং বিশ্বে। তারা রাজনৈতিক ক্ষেত্রসহ সামগ্রিক ক্ষেত্রেই তাদের পদচারণা নিশ্চিত করেছে। এ অভূতপূর্ব বাস্তবায়ন সম্ভব হয়েছে বঙ্গবন্ধুর দূরদর্শিতা, অদম্য চেষ্টা ও নারীদের প্রতি গভীর বোধ থেকেই। কিন্তু তা একার জোরে নয়, একতার জোরেই সম্ভব হয়েছে। তাই নারী-পুরুষের সমান অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হলে একতার সাথে অগ্রসর হতে হবে এবং সেই সাথে সাম্যের দীক্ষাগুরু বঙ্গবন্ধুর সমতার শিক্ষাকে মননে লালন ও পালন করতে হবে। তবেই, নারীরা সমতার সাথে সমাজের সামগ্রিক ক্ষেত্রেই বীরাঙ্গনার পরিচয় দিতে সক্ষম হবে॥ ❑

কৃতজ্ঞতা স্বীকার:

১. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান; *আত্মসমাপ্ত জীবনী* (২০১২)
২. সেলিনা হোসেন; *নারী উন্নয়নে বঙ্গবন্ধুর ভাবনা* (২০২০)

এখনি ঢাকা ক্রেডিট অ্যাপ ডাউনলোড করুন

Dhaka Credit App

Mobile Financial Service (MFS)

এই অ্যাপের সুবিধাসমূহ

Accounts (নমিনির নামসহ ঢাকা ক্রেডিটে আপনার সব হিসাবের তথ্য জানতে পারবেন)
Statement (এক বছরে কত আর্থিক লেনদেন হয়েছে)
Transfer (আপনার সঞ্চয়ী হিসাব থেকে যেকোনো সঞ্চয়ী হিসাবে স্থানান্তর করা)
Withdraw (অ্যাপের মাধ্যমে এটিএম বুথ থেকে টাকা উত্তোলন)
Calculator (ঋণের কিস্তির সুদ, এলপিএস হিসাব করা যাবে)
Loans (আপনার সমস্ত ঋণের তথ্য জানা যাবে)
News (সমবায় ও খ্রিষ্টান সম্প্রদায়ের সংবাদ পড়া যাবে)
Notification (ঢাকা ক্রেডিটের সমস্ত নোটিশ পাওয়া যাবে)

বিজ্ঞ/১০৬/২১

স্বাস্থ্য কথা

হাড়-হাড্ডি-মজ্জা

ডাঃ মার্ক টুটুল গমেজ

অপরূপ সুন্দরী ঐশ্বরিয়া রায়। বচ্চন পরিবারের অহঙ্কার। বলিউডের একসময়কার ব্যস্ততম সফল নায়িকা। বিশ্বসুন্দরী -১৯৯৪। তার এই সৌন্দর্যমণ্ডিত ফিগার দাঁড়িয়ে আছে মাত্র ২০৬ খানা হাড়ের উপর ভর করে। হাড় বাহির হতে দেখা যায় না। তাই সৌন্দর্য বিশ্লেষণে হাড়ের কার্যকারী ভূমিকা মানুষের চেখে পড়ে না। কিন্তু সৌন্দর্যে হাড়ের ভূমিকা অপরিসীম।

বিশ্বের হেভিওয়েট আমেরিকার জন ব্রাউনার মিন্যোচ এর ওজন ৬৩৫ কেজি। বিশাল দেহের অধিকারী। তিনিও ২০৬ খানা হাড়ের উপর ভর করে বেশ আছেন। জাপানের সুমু রেসলাররা ১৫০ কেজি ওজনের দেহ নিয়ে গোল বৃত্তের মধ্যে দাঁড়িয়ে রেসলিং করেন। হাড় মজবুত না হলে এত ওজন নিয়ে রেসলিং করা সম্ভব? তাই হাড় মজবুত ও রোগমুক্ত রাখা অপরিহার্য।

মেক্সিকোর মিস লূসিয়া ঝারেট বিশ্বের সবচেয়ে স্বল্প ওজনের মানুষ। তার বয়স ১৭ বছর। ওজন মাত্র ৪.৭ কেজি। তার দেহেও ২০৬টি হাড় আছে। অর্থাৎ মানব দেহে ২০৬টি হাড় থাকে। ব্যতিক্রম শুধু কিছু কিছু শিশুদের ক্ষেত্রে অধিক থাকতে পারে। কিন্তু বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাও আবার ২০৬ এ রূপান্তিত হয়।

অনেক বয়স্ক পুরুষ-মহিলা রিকশায় উঠতে-নামতে ভয় পায় ও কষ্ট হয়। হাঁটার সময় পায়ে ব্যথা পায় এবং গতি ধীরে-ধীরে কমতে থাকে। অর্থাৎ হাড় দুর্বল, সবল নয়। এই হাড়-হাড্ডি-মজ্জা নিয়ে কিছু জানা-অজানা তথ্য:

১। হাড় কি ভাবে তৈরি হয়?

মানবদেহে এক ধরনের কণিকা আছে যারা হাড় তৈরি করে। হাড়ের আয়তন বাড়ায়। এদের বলে "অস্টিওব্লাস্ট"। এরা অন্যান্য কোষের সঙ্গে মিলিতভাবে ক্যালশিয়াম মিনারেল দিয়ে হাড় তৈরি করে। আর এক ধরনের কণিকা আছে, যারা হাড় খায়। এদের বলে অস্টিওব্লাস্ট। এই ক্ষয় আর সৃষ্টি হল অবিরাম প্রক্রিয়া। অস্থির শক্তি আর অবস্থান নির্ধারণ করে "অস্টিওব্লাস্ট"। হাড়ের অপ্রয়োজনীয় অংশে থাবা বসায় অস্টিওক্লাস্ট। অস্টিওপরোসিস রোগে অস্টিওব্লাস্ট এর কার্যকারিতা হ্রাস পায়।

২। হাড়ের জোর কমে কেন?

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা মতে মানুষের শরীরের অস্থিমজ্জার কাঠামো দুর্বল হয়ে যাওয়াকে বলে অস্টিওপোরোসিস। অস্টিও কথার অর্থ হাড়। পোরাস এর অর্থ হল অনেকগুলি ছিদ্র। পোরোসিস এর অর্থ ছিদ্রগুলির আকার বৃদ্ধি। আমাদের হাড় ওপর থেকে দেখে মসৃণ মনে হয়। মাইক্রোপের তলায় আনলে দেখা যায় হাড়ের দেওয়ালে মৌমাছির চাকের মতো অসংখ্য ছিদ্র আছে। হাড়ের ঘনত্ব ভাল থাকলে ছিদ্রগুলির আকার অনেক ছোট হয়। অস্টিওপোরোসিস রোগে হাড়ের এই ছিদ্রগুলির আকার বেড়ে যায়। অর্থাৎ হাড়ের ঘনত্ব কমে গিয়ে সেটি ফোঁপরা বা ফাঁপা হয়ে যায়। সারা শরীরের হাড়েই এমন হতে থাকে। যার ফলে অস্থির কাঠামো দুর্বল হয়ে যায়। সহজেই হাড় ভেঙ্গে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

আসলে আমাদের অস্থি গঠিত হয় প্রোটিন এবং বিভিন্ন খনিজের মিশ্রণে। খনিজগুলির মধ্যে থাকে ম্যাগনেশিয়াম, পটাশিয়াম, ক্যালশিয়ামের মত উপাদান। তবে ক্যালশিয়ামের পরিমাণ থাকে অনেক বেশি। অস্টিওপোরোসিস অসুখে হাড়ের প্রোটিন এবং খনিজ উপাদানগুলি দ্রুত হারে কমতে থাকে। যার ফলে হাড়ের কাঠামো হয়ে পড়ে নরবড়ে।

৩। অস্টিওপোরোসিসের কারণ সমূহ কি?

(ক) অনেক ক্ষেত্রে ৭০ বছর বা বেশি বয়সে রোগটি হতে দেখা যায়। এই বয়সে রোগটি হওয়ার আশঙ্কা থাকে। অন্যতম কারণ কিডনির বিভিন্ন হরমোন ক্ষরণকারী গ্রন্থিগুলির কার্যক্ষমতা হ্রাস পাওয়া। গ্রন্থিগুলি থেকে ক্ষরিত হরমোন শরীরে থাকা ভিটামিন-ডি সংশ্লেষে বড় ভূমিকা নেয়। বেশি বয়সে গ্রন্থিগুলির কার্যক্ষমতা কমে যাওয়ায় হাড়ের "ভিটামিন-ডি" এর অভাব ঘটে এবং হাড় দুর্বল হয়ে পড়ে।

(খ) মহিলাদের মধ্যে অস্টিওপোরোসিস হওয়ার পিছনে মেনোপজ অন্যতম কারণ। মেনোপজের পরে বহু মহিলার মধ্যে এই রোগ মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে দেখা যায়। আসলে মেনস্ট্রুয়েশন বন্ধ হওয়ার পর শরীরে বহু হরমোনের ক্ষরণ কমে যায় বা বন্ধ হয়ে যায়। এইরকমই একটি হরমোন হল ইস্ট্রোজেন। নারীদেহে এই হরমোনটির গুরুত্ব অনেক। কারণ এই হরমোনটি শরীরের কিছু বিশেষ কোষের মধ্যে (অস্টিওব্লাস্ট) উদ্দীপনা জাগায়। উদ্দীপ্ত কোষগুলি হাড় তৈরিতে ভূমিকা নেয়।

(গ) অতিরিক্ত পরিমানে অ্যালকোহল গ্রহণ, ধুমপান, শরীরচর্চার অভাব, শারীরিক অসুস্থতার কারণে বহুদিন শয্যাশয়ী থাকা, ড্রাগ নেওয়ার কারণে হাড়ের ক্ষয় দেখা দেওয়ার আশঙ্কা থাকে।

(ঘ) বিশেষ ধরনের স্টেরয়েড নিয়মিত খেলে অস্টিওপোরোসিস বাড়ার আশঙ্কা থাকে। বিশেষ করে ক্রনিক অ্যাজমা, রিউম্যাটয়েড আর্থাইসিসের রোগীদের বহুদিন ধরে বিভিন্ন স্টেরয়েড নিতে হয়। এই ধরনের রোগীদের মধ্যে অস্টিওপোরোসিস হওয়ার আশঙ্কা থাকে।

৪। রোগের লক্ষণ কি?

সারা শরীরে ব্যথা হয়। নিয়মিত পেনকিলার খেলে ও ব্যথা কমে না। শরীর স্পর্শকাতর হয়ে পড়ে। শরীর ক্রমশ কুজো হয়ে যায়। হঠাৎ ধাক্কা লাগলে বা মাটিতে পড়ে গেলে হাঁটতে বা বসতে গিয়ে, গাড়ীতে ভ্রমণ করার সময় সামান্য ঝাঁকুনিতে ভারী জিনিস তোলার সময় হাড় ভেঙ্গে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে।

৫। রোগের পরিক্ষা-নিরীক্ষ কি?

(ক) বোন মিনারেল ডেনসিটি পরীক্ষা।

(খ) এক্স-রে

(গ) রক্ত পরীক্ষায় ক্যালসিয়াম, ভিটামিন-ডি এর অভাব ধরা পড়ে।

(ঘ) সারভাইক্যাল স্পাইন এক্স-রে

(ঙ) হরমোন অ্যাসে।

৬। চিকিৎসা :

(ক) ক্যালশিয়াম আছে এমন খাদ্য (দুধ, ডিম, ছানা, পনির, দই, ঘোল, বাদাম, শাকসবজি, হাড়সহ ছোট মাছ, সামুদ্রিক মাছে প্রচুর ক্যালশিয়াম থাকে) রোগীকে খেতে দিতে হয়। এছাড়া ভিটামিন ডি-৩ ঔষধ খেতে বলা হয। সূর্যের আলো হচ্ছে ভিটামিন ডি'র উৎকৃষ্ট উৎস। এছাড়া তৈলাক্ত মাছ, ডিমের কুসুমেও কিছু পরিমাণ ভিটামিন-ডি রয়েছে। হাড় সুস্থ সবল রাখার জন্য আমাদের যথেষ্ট সজাগ থাকা উচিত। হাড় সবল রাখার জন্য আমাদের যা করণীয় তাই যদি আমরা করি এবং কোনো অবস্থায় অবহেলা না করি তবেই আমাদের হাড় সুস্থ ও সবল এবং রোগমুক্ত থাকে॥

কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন:

(ক) শরীর ও স্বাস্থ্য (বর্তমান প্রকাশনা) ১৫ মে ২০১৮

(খ) মিঃ সুপ্রিয় নায়েক

(গ) ইন্টারনেট। ❑

লাইফ সাপোর্ট

খোকন কোড়ায়া

নিখিলের বেঁচে থাকাটা একটা দৈব ঘটনাই বলা যায়। আশি শতাংশ সংক্রমিত ফুসফুস নিয়ে আট দিন লাইফ সাপোর্টে থাকার পর খুব কম মানুষই ফিরে আসে।

খুব তাড়াতাড়িই ঘটে গিয়েছিলো সব। ব্যাংকে চাকরি করে নিখিল। 'করোনার দিন শেষ, আর ভয় নেই' অন্য সবার মতই এ ধরনের একটা জোয়ারে কিছুটা গা ভাসিয়েছিলো ও। শিথিলতা এনেছিলো সব ধরনের প্রতিরোধ ব্যবস্থায়। তারপর হঠাৎ একদিন শরীর কাঁপিয়ে জ্বর এলো। পরদিন থেকে শুরু হলো কাশি, মাথা ব্যথা, খাবারে অরুচি। দুদিন পর ডায়রিয়া। স্ত্রী সৃজনীর পিড়াপিড়ীতে কোভিড -১৯ টেস্ট করতে দেয়া হলো যদিও দুজনেরই দৃঢ় বিশ্বাস ছিলো এটা সাধারণ সর্দি জ্বর। কিন্তু অপ্রত্যাশিত হলেও রিপোর্ট এলো পজিটিভ। পরদিন শুরু হলো শ্বাসকষ্ট। অতঃপর হাসপাতাল, আইসিইউ এবং লাইভ সাপোর্ট।

এই পনেরটি দিন সৃজনীর যে কিভাবে কেটেছে তা শুধু ও জানে আর সৃষ্টিকর্তা জানেন। দশ বছরের বিবাহিত জীবনে স্বামীকে নিয়ে এতটা বিপাকে কখনো পড়েনি ও। সবচেয়ে ভয়াবহ ছিলো লাইফ সাপোর্টে থাকা আটটি দিন। এই সময় নিখিলের পাশে থাকতে পারেনি ও। দীর্ঘ একটি দুঃস্বপ্নের ভেতর দিয়ে গেছে দিনগুলি। পাঁচ বছরের সন্তান মিথিলাকে বুকে জড়িয়ে ধরে বসে থাকতো সারা দিন, আর হাসপাতালের এক নার্স দিদিকে ফোন করে ঘন্টায়-ঘন্টায় নিখিলের খবর নিতো। এই নার্স দিদির প্রতি আজীবন কৃতজ্ঞ থাকবে সৃজনী। নিখিলকে সুস্থ করার জন্য প্রাণপন চেষ্টা করেছেন এই মহিলা। আর সৃজনীকে সাহস জুগিয়েছেন, ভরসা দিয়েছেন। সময়ে অসময়ে ফোন করেছে সৃজনী, কখনো একটুও বিরক্ত হননি। অচেনা একজন রোগীর জন্য একজন নার্সের এতটা দরদ দেখে অবাক হয়েছে সৃজনী। ওর মনে হয় এই দুঃসময়ে ঈশ্বরই পাঠিয়েছেন সুষমা দিদিকে ওদের পাশে। শেষের দিকে নিখিলের বাবা-মা, ভাইবোনেরা আশা ছেড়ে দিয়েছিলেন, তারা শুধু অপেক্ষায় ছিলেন ডাক্তারের একটি ঘোষণার। কিন্তু সৃজনীর উপায় ছিলো না আশা ছেড়ে দেয়ার, সব নিরাশাকে হটিয়ে দেয়ার প্রাণপণ চেষ্টা করে ও মনে মনে বলতো, নিখিল সুস্থ হবে, অবশ্যই সুস্থ হবে।

আজ দু'দিন হল নিখিলকে কেবিনে দেয়া হয়েছে। চারদিন আগে খুব ভোরবেলায় সুষমাদি ফোন করে বললেন, একটা সুখবর আছে দিদি, আপনার স্বামী চোখ মেলে তাকিয়েছে। সেদিনই দুদিনের জন্য ছুটিতে যান সুষমাদি। পরদিন হাসপাতাল থেকে সৃজনীকে ফোন করে জানানো হয়, আপনাদের রোগীকে কাল কেবিন থেকে ওয়ার্ডে দেয়া হবে, আপনাদের একজনকে আসতে হবে। এখন নিখিলের সঙ্গে থাকার অনুমতি পেয়েছে সৃজনী। আজ দুদিন হলো সুষমাদি জয়েন করেছেন কিন্তু এখনো আসেননি নিখিলকে দেখতে। সৃজনী ফোন করে আসতে বলে। সুষমা জানান, সে খুব ব্যস্ত। সৃজনী নাছোড়বান্দা, অন্তত পাঁচ মিনিটের জন্য হলেও একবার আসতে বলে ওদের কেবিনে। অবশেষে আধাঘন্টা পরে সুষমা আসেন। সৃজনী নিখিলের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়- তুমি যখন লাইফ সাপোর্টে অচেতন অবস্থায় ছিলে তখন এই নার্স দিদি তোমার সেবা যত্ন করেছেন। শুধু তোমার সেবা কেন, এই দিদি সব সময় মোবাইলে তোমার খবরা-খবর আমাকে জানিয়েছেন, আমাকে সাহস জুগিয়েছেন। সুষমার দিকে তাকিয়ে বিস্মিত হয় নিখিল। সুষমা মৃদু হাসে।

আজ থেকে তের বছর আগের কথা। নিখিলের বাবার হার্ণিয়া অপরেশন হয়েছিলো একটা প্রাইভেট হাসপাতালে। বাবার সঙ্গে কয়েকটা দিন হাসপাতালে থাকতে হয়েছিলো নিখিলের। তখন পরিচয় হয় সুষমা নামের একজন নার্সের সঙ্গে। পরিচয় থেকে ভালো লাগা, ভালো লাগা থেকে ভালোবাসা এবং বিয়ের সিদ্ধান্ত। সুষমার পরিবার থেকে সবুজ সংকেত পাওয়া গেলো কিন্তু বেঁকে বসলেন নিখিলের বাবা-মা, একজন নার্সকে তারা ঘরের বউ করবেন না। পরে অবশ্য নিখিলের মনের দিকে তাকিয়ে তারা রাজী হলেন কিন্তু শর্ত দিলেন, বিয়ের পর সুষমাকে চাকরি ছেড়ে দিতে হবে। এ শর্ত মানতে রাজী হলো না সুষমা। তার বক্তব্য, কেন আমাকে চাকরি ছাড়তে হবে? নার্সিং পেশা কি খারাপ? তাছাড়া এটা শুধু আমার পেশা নয়, আমার নেশা, আমার সখ, আমার আবেগ। সেদিন সুষমাকে খুব জেদী মনে হয়েছিলো নিখিলের, এ শর্তটাতো সুষমা মেনে নিলেই পারতো, ভালোবাসার চেয়ে চাকরিটা বড় হলো! সেদিন বেশ কথা কাটাকাটি হয়েছিলো দুজনের। বিয়েটা থেমে গেলো, সম্পর্কটা মুখ থুবড়ে পড়লো। এর তিন বছর পরে সৃজনীকে বিয়ে করে নিখিল। শুনেছে সুষমাও বিয়ে করেছে এক এনজিও কর্মীকে। বিয়ের পর সুষমার আর খবর রাখেনি নিখিল।

দু'হাত কপালে তুলে মৃদু হেসে নিখিল বলে, অনেক ধন্যবাদ সিস্টার, আমাকে সুস্থ করে তোলার জন্য। মনে-মনে বলে, সেদিন তোমার সিদ্ধান্ত সঠিক ছিলো সুষমা। আমাদের শর্তে রাজী হওনি বলেই আমার মতো আরো অনেক রুগীকে সুস্থ করে তুলতে পারছো॥ ❑

যুদ্ধে যুদ্ধে বাঁচা

শিউলী রোজলিন পালমা

খোকন ছুটিতে আসবে আগামী বৃহস্পতিবার, হাতে এখনও পুরো একটা সপ্তাহ কিন্তু লিপির প্রস্তুতি শুরু হয়ে গেছে এখনই। প্রতিদিনই অফিসের পর এটা সেটা কেনে। মাছ, মাংস, পোলাও চাল, নারকেল, সেমাই, দুধ, চালের গুড়া, সেভিং ক্রীম, তোয়ালে যেন খোকন বাসায় থাকাকালে হাতের কাছে সব থাকে। গ্রামের বাড়ি ও ঢাকার বাসা মিলিয়ে মাসখানেক ছুটি কাটাবে খোকন। খোকন রংপুর ক্যান্টনমেন্টে সার্জেন্ট র‍্যাঙ্কে কর্মরত আছে। যে কয়েকদিন খোকন ছুটিতে থাকে তার পুরো সময়টা লিপি ভীষণ উদ্বিগ্ন থাকে। খোকন ভীষণ রকমের মেজাজী। সামান্য ভুলভ্রান্তিতে অনেক মেজাজ খারাপ করে। শুধু মেজাজ খারাপ করে বললে ভুল হবে, ঠাসঠুস করে চড়থাপ্পড়ও লাগিয়ে দেয়। স্বাস্থ্যবান ও দীর্ঘদেহী খোকনের থালার মত ছড়ানো ও হাতির পায়ের মত ওজনদার হাতটা যখন সজোরে গায়ের উপর এসে পড়ে তখন চোখ দুটো অন্ধকার হয়ে আসে আর মাথার মধ্যে আকাশের সব তারাগুলো ঘুরপাক খেতে থাকে।

বিয়ের আগে প্রায় বছরখানেক খোকনকে জানার ও বুঝার সুযোগ ছিল লিপির। এই এক বছরে খোকন যে পরিশ্রমী, সৎ, দায়িত্বশীল এবং একজন সেনাসদস্য হিসেবে সমাজে তার সম্মান ও প্রভাব সম্পর্কে লিপি ভালমতই বুঝেছিল। বুঝতে পারেনি শুধু ওর বদমেজাজের বিষয়টা। লিপির এটাও মনে হয় খোকনও বোধহয় বিয়ের আগে লিপির আত্মবিশ্বাস, বুদ্ধিমত্তা, চাকুরী, ঢাকার ছিমছাম সুন্দর একটা বাসা দেখেছিল কিন্তু তার মাথার উপরের দায়িত্বের বোঝাটা দেখেনি। বিয়ের আগে খোকনের ধারণা ছিল দুজন চাকুরী করবে, একজনের টাকায় সংসার চলবে, অন্যজনের টাকা সঞ্চিত থাকবে। পুরোটা সঞ্চয় করা না গেলেও অর্ধেকটা তো করতেই হবে ভবিষ্যতটাকে মজবুত করার জন্য। বাস্তবতা ভিন্ন। লিপির কোন ভাই নেই, ওরা তিন বোন। চরম দারিদ্রের মধ্যদিয়ে বড় হয়েছে সে, ভাগ্যচক্রে লিপি কিছুটা লেখাপড়ার সুযোগ পেয়েছে এবং একটা চাকুরীও পেয়েছে। ছোটবোনদের লেখাপড়া করানো যায়নি, অল্প বয়সে বিয়ে দিতে হয়েছে একদম খেটে খাওয়া দুজন মানুষের সাথে। মা বাবার দায়িত্ব তার উপর, বোনদের, ভাগ্নি ভাগ্নেদের অসুখ বিসুখ, স্কুলের ভর্তি ফি আরো নানা বিপদ আপদের ঝড় তাকেই সামাল দিতে হয়। ঢাকা শহরের বাড়িভাড়ার বোঝা তো আছেই। তবুও সব সামাল দেয়া যাচ্ছিল কিন্তু তাদের প্রথম সন্তান লিখনের জন্মের পর খরচ অনেক বেড়ে গেছে। এখন লিপির একার আয়ে আর সংসার চলে না, খোকনের কাছে চাইতে হয়। এখানেই খোকনের মেজাজ বিগড়ে যায়। লিপিকে টাকা দিতে একদম মন চায় না শুধু ছেলেটাকে বড্ড ভালবাসে বলে ছেলের জন্য অনেক কষ্টে, অনেক হিসাব কষে, অনেক রাগ ঝেড়ে কিছু টাকা দেয়। মাঝে মাঝে আক্ষেপ করে খোকন বলে, 'চাকুরী করা মেয়ে বিয়ে করে কোন লাভ নেই, ওদের টাকা দেখা যায় না।'

কথাগুলো শুনে লিপির যদিও মন খুব খারাপ হয় তবুও সে পুরোপুরি হতাশ হয় না। ভালমন্দ মিলিয়েই তো মানুষ। খোকনের কারণে তো সে অনেক জায়গায় সুবিধাও পায়। আর্মির বউ হিসেবে আত্মীয়-স্বজনদের কাছে তার অনেক গুরুত্ব, অফিসের অনেক ত্যাদর ক্লায়েন্টদের সামলাতেও সুবিধা হয়। এই সেদিন নিউমার্কেটের রাকিব ক্লথ ষ্টোর থেকে কেনা একটা শার্টপিস পাল্টাতে গিয়েও কত সুবিধা পেলো। খোকনের জন্য একটি শার্টপিস কিনে বাসায় এসে দেখে শার্টপিসে একটি ছোট্ট ফুটো। তড়িঘড়ি করে পাল্টাতে গেল, কিন্তু শুরু হল কর্মচারীদের হয়রানি। তারা জোর দিয়ে বলতে লাগলো, 'আপনিতো কাপড়টা দেখে কিনেছেন, ফুটোটা আগে ছিল না, এটা আপনার বাসায় হয়েছে। আমাদের এই অভিজাত দোকানের সব আইটেমের মান পরীক্ষিত।' লিপি নানাভাবে দোকানের এক কোণায় বসে টেলিফোনে আলাপরত মালিকের দৃষ্টি আর্কষণের চেষ্টা করল কিন্তু কাজ হল না। উনার দীর্ঘ আলাপ থামবার নয়। উপায়ন্তর না পেয়ে লিপি ব্যাগ থেকে খোকনের একটি পুরোনো আইডি কার্ড বের করে কর্মচারীদের দেখিয়ে বলল,' এই ভদ্রলোকের জন্য শার্টপিসটি কিনেছিলাম, ঠিক আছে আমি চলে যাই, উনি নিজে এসেই বিষয়টা দেখবেন।' সাথে-সাথে টেলিফোন রেখে মালিক ভদ্রলোক গলা খাকাড়ি দিয়ে উঠলেন,' এই মজনু কী হইছেরে?' বৃত্তান্ত শুনে বললেন,' মজনু আপার পছন্দের থান থেকে একটা শার্টপিস কাইট্টা দে।' লিপি অভিভূত একটা মানুষের পোশাকের এত ক্ষমতা!

বৃহস্পতিবার দিন অফিসের পর আর কোন কাজ রাখেনি লিপি, সরাসরি বাসায় চলে যায়। রাস্তায় জ্যাম না থাকলে সন্ধ্যা আটটা নাগাদ চলে আসবে খোকন। সকালেই শ্যামলী পরিবহনে রওনা হয়ে গেছে। ইতোমধ্যে ফোনে কয়েকবার যোগাযোগ হয়েছে। মা সবকিছু কেটেকুটে রেডি করে রেখেছেন। লিপি এখন রান্না করবে খোকনের পছন্দের খাবার। কাঁচা কলার ভর্তা, করলা দিয়ে চিংড়ি মাছ, দেশী মুরগী কষানো আর টমেটো ডাল। ছোট্ট লিখন অনেকক্ষণ মোড়া নিয়ে দরজার পাশে বসে আছে।

বাবার কলিং বেল বেজে উঠামাত্রই মোড়ায় দাঁড়িয়ে দরজা খোলে লিখন। খোকন সামান্য হাসি দিয়ে ছেলেকে হালকা আদর করে ধীরে ধীরে শোবার ঘরের দিকে আগায়। লিখন আনন্দে লাফালাফি করে, বাবার পেছন পেছন ঘরে যায়। বাবার ব্যাগে কী আছে দেখার জন্য উদগ্রীব হয়ে একবার বাবার দিকে একবার ব্যাগের দিকে তাকায়। লিখন যতটা উৎফুল্ল, চঞ্চল তার বাবা ততটাই শান্ত। ধীরে-ধীরে ব্যাগ খুলে লিখনের জন্য আনা চিপস, চকলেট, একটা ছোট খেলনা রেসিং কার ওর হাতে দিয়ে ফ্রেশ হতে বাথরুমে ঢুকে। পুরো ব্যাপারটা লিপির কাছে অস্বাভাবিক লাগে। খোকন ধুপধাপ করে দাম্ভিক হাঁটাচলার মানুষ, তার কথাবার্তা সুস্পষ্ট, জোরালো ও আধিপত্যেপূর্ণ, সেই মানুষ আকস্মিক ধীর স্থির চিন্তিত। এই খোকনকে লিপি এর আগে দেখেনি। ফ্রেশ হয়ে খোকন টিভি দেখে, রাতের খাবার খায়, ঘুমুতে যায়। প্রতি মুহূর্তে লিপির আতঙ্ক বাড়ে, কোথায় কী ভুল হয়েছে? কী নিয়ে ভীষণ রেগে আছে খোকন? কখন এই চাপা রাগের ভয়ঙ্কর প্রকাশ ঘটবে? লিখন ঘুমিয়ে গেলে

অস্বস্থিকর নীরবতা ভেঙ্গে কথা বলে খোকন,' 'একটা ঝামেলায় পড়ছি।' কী ঝামেলা?'- লিপির ত্বরিত প্রশ্ন।' 'গতছুটিতে বাড়ি যাওয়ার পর হীরাগঞ্জ ভূমি অফিসে একটু ঝামেলা হইছিল।'- খোকনের উত্তর।

'ঝামেলাটা কী?' লিপির প্রশ্ন।

নিখিল কাকার একটা জমির খারিজ বাতিলের বিষয়ে কাকা আমার সাহায্য চাইছিল। আমি ভূমি অফিসের লোকজনকে বলে গেছিলাম কাজটা করে দিতে। কিন্তু ওরা বারবার কাকারে শুনানির ডেট দেয় আর ডেট বাতিল করে। এসি ল্যাণ্ড সাহেব নাকি উপরের নির্দেশে শুনানি বাতিল করে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করতে চলে যায়। এজন্য বিরক্ত হয়ে ভূমি অফিসের লোকজনের সাথে একটু চোটপাট করছিলাম, তখন সেখানে একটা অল্পবয়সী মেয়েও ছিল। পরে শুনলাম এই মেয়েটাই নাকি এসি ল্যাণ্ড। এখন এই মেয়ে এসিল্যান্ড আমার বিরুদ্ধে সরকারী কাজে বাধা দেয়ার অভিযোগ আনছে। আমি সিভিল ড্রেসে সরকারী কর্মকর্তাদের সাথে ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণ করছি। ইতোমধ্যে আমার ব্যাচ, র‍্যাঙ্ক, কোন বেঙ্গলে আছি, আইডি নম্বর যোগাড় করছে। এর মধ্যে বিভিন্ন জনের মাধ্যমে মীমাংসার চেষ্টা করছি কিন্তু মেয়েটা কিছু মানছে না, সে অভিযোগ করবেই। এই অভিযোগ গেলে আমার চাকরী না-ও থাকতে পারে।

থর-থর করে কেঁপে উঠে লিপির শরীর। খোকনের চোটপাট যে কী, লিপি সেটা ভালই অনুমান করতে পারে। বড় ধরনের ঝামেলাই করছে। খোকনের চাকরী থাকবে না এটা কী ভাবা যায়? আর্মির চাকরীর দাপট ছাড়া খোকন, এটা কী ভাবা যায়? নিজেকে সামলে নেয় লিপি। সে লড়াই করে বড় হওয়া মেয়ে, এত সহজে ভেঙ্গে পড়লে চলবে না।

'চিন্তা করো না খোকন, বিপদে সাহস হারাতে নাই, দেখি আমি কী করতে পারি' -বলে লিপি।

'তুমি মহিলা হয়ে কী করবে? আমি বড় বড় মানুষ ধরে পারছিনা' - লিপির উপর খোকনের আস্থাহীন মন্তব্য।

লিপি দেশের স্বনামধন্য মানবাধিকারকর্মী, প্রখ্যাত আইনজীবী কাবেরী ভূঁইয়ার সংস্থায় কাজ করে। দেশের দরিদ্র, নির্যাতিত নারীদের আইনী সহায়তা দেয়াই তাদের কাজ। এই কাজ করতে গিয়ে কত প্রতারক, সন্ত্রাসী, চরিত্রহীন, নিষ্ঠুর নির্যাতনকারী পুরুষকেই তাদের মোকাবেলা করতে হয়েছে এবং হচ্ছে। কখনও-কখনও এসব কাপুরুষদের বাগে আনতে খোকন বা খোকনের বসদেরও নাম ভাঙ্গাতে হয়, তবে সব কিছুই তারা করে অসহায় মেয়েদের সুরক্ষার জন্যই। লিপি ভাবে, কাল অফিসে গিয়েই কাবেরী ম্যাডামের সাথে আলাপ করে খোকনকে বাঁচানোর জন্য একটা পথ বের করতে হবে।

হীরাগঞ্জ থানার এসি ল্যাণ্ড পুষ্পিতা আমীর ম্যাডামের সাথে যোগাযোগ আছে এলাকার এমন একজন ব্যক্তির মাধ্যমে একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিতে সক্ষম হয় লিপি। এসি ল্যাণ্ড ম্যাডামের অফিসে বসে খোকনের পক্ষে কয়েকটা কথা বলার পরই ম্যাডাম রাগত স্বরে বলেন, 'আপনার স্বামী একজন সেনা সদস্য, সরকারী চাকুরীর শিষ্টাচার সম্পর্কে তিনি জানেন, শিখেছেন, তিনি যে আচরণ করেছেন সেটা অপরাধ। শাস্তি তাকে পেতেই হবে, আর আমি এ খবরও পেয়েছি যে আপনার স্বামী আপনাকেও যথাযথ মর্যাদা দেয় না, তাহলে কেন আপনি তার পক্ষে সাফাই গাইতে এসেছেন?"

- কেন সাফাই গাইছি সেটা বুঝতে হলে আমার জীবনটা আপনাকে জানতে হবে। নদীভাঙ্গণে নিস্ব হয়ে আমার বাবা মা আমাদের তিনবোনকে নিয়ে বাঁচার জন্য ঢাকার এক বস্তিতে উঠে। সেই ছোট্ট বয়সেই রোজগারের জন্য এ বাসায় ও বাসায় কাজের জন্য ছুটি আমি। অনেক কু-মন্তব্য, কু-ইঙ্গিত, বকুনি, ধমক, মার হজম করতে হতো আমাকে। কিন্তু কী এক শুভক্ষণে কাবেরী ম্যাডামের সংস্পর্শে আসি আমি। ম্যাডাম আমার মধ্যে বুদ্ধিমত্তা দেখেন, আমার লেখাপড়ার ব্যবস্থা করেন, আমি এসএসসি পাশ করি, ম্যাডামের আফিসে চাকরী পাই, সে চাকরী এখনও করছি। কাবেরী ম্যাডাম আমাকে সুরক্ষা দিয়েছেন, সম্মানজনক জীবন দিয়েছেন নতুবা আমি এতদিনে কোথায় পাচার হয়ে যেতাম! অফিস কক্ষে নীরবতা। নীরবতার মাঝে লিপি ব্যাগ থেকে "কুমীরের সাথে বাদানুবাদ" বইটির একটি কপি পুষ্পিতা ম্যাডামের হাতে দিতে দিতে বলে, 'ম্যাডাম আপনি নিশ্চয় খ্যাতিমান জেন্ডার বিশেষজ্ঞ নিমা আফরোজের নাম শুনেছেন, তিনি নারীর জীবন যন্ত্রণা, শোষণ, বঞ্চনা, বৈষম্য, নিপীড়ন নিয়ে এই গবেষণধর্মী বইটি লিখেছেন। এই বইয়ে বেশ কয়েকজন নিপীড়িত নারীর সাথে আমারও একটা সাক্ষাৎকার আছে। সাক্ষাৎকারটি পড়লে আপনি আরো ভালোভাবে আমাকে বুঝতে পারবেন।" এসি ল্যাণ্ড পুষ্পিতা আমীর বইটি হাতে নিয়ে উল্টে পাল্টে একটু দেখে লিপির দিকে তাকান। তখনই লিপি বলে উঠে,' 'ম্যাডাম স্বামী সন্তান নিয়ে এখন আমি ভাল আছি, এই জীবনটা হারাতে চাই না। আমার স্বামীর একটু রাগ, কিন্তু ও সৎ, পরিশ্রমী এবং ভাল মানুষ। ওর বিপদে আমি ওর পাশে থাকতে চাই, ওকে রক্ষা করতে চাই, ও রক্ষা পেলে আমার পরিবারও রক্ষা পাবে।

অল্প সময়ে বলা লিপির জীবন গল্প ঝড় তুলে পুষ্পিতা আমীরের মাথায়। লিপির সাহস, আত্মবিশ্বাস ও সংগ্রামী জীবনের জন্য ওর প্রতি জেগে উঠে শ্রদ্ধাবোধ। মনে-মনে ভাবে মহিলা যথেষ্ট সাহসী এবং বুদ্ধিমতিও, সুযোগ পেলে, পরিবেশ পেলে আমার মত বিসিএস ক্যাডার হতে পারত! আনমনা এসি ল্যাণ্ড ম্যাডামের দিকে তাকিয়ে লিপি বলে," ম্যাডাম আমি যদি আপনার মত ভাল স্কুলে পড়ার সুযোগ পেতাম তবে আমিও হয়তোবা এসি ল্যান্ড হয়ে আপনার চেয়ারটায় বসে চাকরী করতে পারতাম!" লিপির কথা শুনে মুচকি হেসে পুষ্পিতা আমীর, বলেন,' এসি ল্যান্ড তো হতেনই, সব মানুষের মনও পড়তে পারতেন। তারপর হাসি থামিয়ে চেহারায় একটু গাম্ভীর্য এনে বলেন, 'আপনার সব কথাইতো শুনলাম কিন্তু অপরাধী যদি বারবার ছাড়া পেয়ে যায় তবে তার সাহস বেড়ে যাবে সে আরোও বড় অপরাধ করবে।'

- শাস্তি দেয়া লাগব না ম্যাডাম, এমনিতেই যে ভয় পেয়েছে, তার সাহস সারা জীবনের জন্য শূণ্য হইয় গিয়েছে। মরবার আগে আর কোনদিনও ভাবতে পারব না যে মেয়েরা কিছু পারে না।

এবার হো হো করে হেসে উঠেন পুষ্পিতা আমীর, বলেন, 'যান ভাল থাকেন আপনার স্বামী সন্তান নিয়ে আর আমার জন্য দোয়া করবেন।"

ভূমি অফিসের কম্পাউন্ডের ভেতর দিয়ে হেঁটে হেঁটে লিপি যখন গেটের কাছে আসে, তখনই দৌড়ে আসে খোকন। জিজ্ঞেস করে, 'কী খবর লিপি?" লিপি কপট রাগ দেখিয়ে বলে, 'আবার কথা কয়, এ্যারেস্ট হওয়ার ভয় নাই, যাও এখান থেকে তাড়াতাড়ি।' লিপির কথায় দিশা না পেয়ে খোকন উল্টোদিকে স্পীডে হাঁটা দেয়। ভূমি অফিসের বাইরের চওড়া রাস্তায় জমে উঠা কুরবানীর হাটের গরুগুলোর সাথে ধাক্কা টাক্কা খেয়ে লম্বা লম্বা পা ফেলে দ্রুত অদৃশ্য হতে থাকে দীর্ঘদেহী খোকন॥ ❑

বিড়াল প্রীতি ও অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া

সাগর কোড়াইয়া

দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর ঘুমানোর অভ্যাস নেই বললেই চলে। কিছু একটা নিয়ে ব্যস্ত থাকতেই ভালো লাগে। আর ঘুম পেলেও বিছানায় একটু গড়াগড়ি করে নিই। তাতে করে ক্লান্তিবোধটা আর থাকে না।

সেদিন কি করে যেন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। কেবল মাত্র দুই চোখ লেগে এসেছে। অমনিই দরজায় টোকা। বিরক্ত হলাম। যদিও আজ ঘুমাতে শুরু করলাম তাও আবার কাঁচা ঘুমে নুনের ছিটা।

আবার টোকা পড়ে কিনা অপেক্ষায় রইলাম।

অপেক্ষা করাটা মঙ্গলের হয়। হয়তো আমি ঘরে নেই ভেবে চলে যেতে পারে। আর ইচ্ছা করে যদিও সাড়া না দিই তাহলে অনেক সময় অনেক কিছু থেকে বঞ্চিতও হতে হয়। এই অভিজ্ঞতা আমার অনেকবার হয়েছে।

আবারও দরজায় টোকা পড়লো। ঠক্-ঠক্-ঠক্।

একরাশ বিরক্তি নিয়ে দরজা খুললাম। দেখি আমাদের দারোয়ান মামা দাঁড়িয়ে আছে।

কারণ জিজ্ঞাসা করার আগেই দারোয়ান মামা বলতে থাকে যে, একজন মহিলা এসেছে। দেখা করতে চায়।

তো আমার কাছে কেন? জিজ্ঞাসা করতেই জানালো যে, আপনার কাছে না; তবে বলেছে একজন পুরাতন বাসিন্দা হলেই হবে।

দারোয়ান মামাকে কি বলবো আর। আমার ঘর প্রথমে হওয়াতে আমাকে ডাকতে এসেছে।

আসছি বলে ঘরে ঢুকে গেলাম।

এ রকম প্রায়ই হয়। যেহেতু সিঁড়ি দিয়ে ওঠার পরই আমার রুম তাই কোন দরকার পড়লে আমারই ডাক পড়ে আগে। সিঁড়ির কাছে ঘর হওয়াতে অসুবিধার পাশাপাশি বাড়তি সুবিধাটাও পাই যথেষ্ট পরিমাণ। আলো-বাতাস অবাধ্যের মতো প্রবেশ করে। অনেক সময় না চাইতেও। বাহিরের দৃশ্য দেখা থেকে বঞ্চিত হই না কখনো। যদি বৃষ্টি হয় টের পাই সবার আগে। বৃষ্টিভেজা গন্ধটা আমার ঘরেই আসে প্রথম। আবার রাস্তা দিয়ে যখন হুঁশহাস শব্দে গাড়ি যায় তখন বৃষ্টির কারণে অন্যরকম এক ধরণের শব্দের সৃষ্টি হয়। আর এই শব্দটাই বলে দেয় একটা পরিবর্তন এসেছে। নিচে রাস্তার ওপর পাশে যে দোকান রয়েছে সেখানে আসা খরিদ্দারদের দেখার সুযোগ হয়। এর চেয়েও বাড়তি পাওয়াটা হচ্ছে, ললনারা দল বেঁধে এখান দিয়েই চলাফেরা করে।

কয়েকদিন যাবৎ একটি মেয়েকে দেখছি। বিশেষ করে দুপুরের দিকে আসে। বন্ধুরা সাথে থাকে। দোকান থেকে সিগারেট কিনে বাহিরে দাঁড়িয়ে টানে। ভালোই লাগে দেখতে। সাহস আছে বলতে গেলে মেয়েটির। প্রকাশ্যে যা দেখে আমাদের চোখ অভ্যস্ত নয়; তা দেখতে যে কারো ভালো লাগবেই।

প্রস্তুত হয়ে নিচে নেমে এলাম। দেখি পরিচিত এক মহিলা মেয়েকে নিয়ে বসার ঘরে অপেক্ষায় আছে। কুশল বিনিময় হলো। বসে

গল্প করছি। এক পর্যায়ে মহিলা তার আসার কারণ স্ববিস্তারে বললো।

আমি শুধু শুনে গেলাম।

মহিলার মন খারাপ। কান্নায় চোখ লাল হয়ে গিয়েছে। মেয়েকে দেখেও বুঝলাম কেঁদেছে খুব। দুই চোখ ফোলা। দুইদিন আগে বাসায় একটি আদরের বিড়াল মারা গিয়েছে। বিড়ালটি এতই আদরের ছিলো যে পরিবারের একজনের মতোই ওর অবাধ বিচরণ ছিলো। একসাথেই খেতো, একই বিছানায় ঘুমাতো।

বিরাট অংকের টাকা খরচ করে বিড়ালটি কেনা হয়। বলতে গেলে বিড়ালটি কথা বলা ব্যতিত আর সব কিছুই বুঝতে ও করতে পারতো। হঠাৎ কি রোগে যে বিড়ালকে ধরলো; শত চেষ্টায়ও বাঁচানো গেলো না। ইতোমধ্যে চিকিৎসাবাবদ নাকি লাখখানেক টাকাও খরচ করা হয়েছে।

আমার জানার ইচ্ছা হয়েছিলো, প্রতিদিন বিড়ালের খাবারের পিছনে কত টাকা খরচ করা হতো।

যাই হোক সে কথা আর জিজ্ঞাসা করিনি। তবে মহিলা এই কথাগুলো বলতেই কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে। সে কি যে কান্না। ডুকরে, ফুঁপিয়ে।

কাঁদতে-কাঁদতে এক সময় মেয়েকে বললো, যাওতো গাড়ী থেকে টিস্যুর বক্সটা নিয়ে এসো তো।

মেয়েটিও বাধ্যতার ব্রত দেখিয়ে টিস্যু বক্স নিয়ে এসে মায়ের হাতে দেয়।

মহিলার কাণ্ডকারখানা দেখে আমার এমন হাসি পেয়েছিলো। পাছে কিভাবে তাই ভেবে হাসি কোন রকমে চেপে রেখেছিলাম।

মহিলার মৃত বিড়ালের বহু কাহিনী শুনলাম। শুনতে আর ভালো লাগছিলো না। এবার জিজ্ঞাসা করেই ফেললাম, আপনার জন্য আমি কি করতে পারি?

মহিলা বললো, আপনি অনেক কিছুই করতে পারবেন। যদি অনুমতি দেন আপনাদের এখানে বিড়ালের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া করতে চাই।

মহিলার কথা শুনে আমিতো অবাক! বলে কি? বিড়ালের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া?

মহিলা হয়তো আমার ভাবভঙ্গি বুঝতে পেরে বললো, বিড়ালটিকে কবরস্থ করার মাটি পাচ্ছি না। আর চাইও না কোথাও বিড়ালটিকে ফেলে দিতে। আপনাদের এখানে যেহেতু মাটিসহ ফাঁকা জায়গা রয়েছে তাই যদি অনুমতি দেন।

কিভাবে অনুমতি দিই। আমিও তো ঊর্ধ্বতনের অধিন্যস্ত। তবে আমি উপর মহলে কথা বলে দেখতে পারি। যদি তারা অনুমতি দেন।

সেদিন মহিলা ও মেয়েটিকে আশ্বাস দিয়ে বিদায় দিলাম। আমার খুব অবাক লাগলো। যেখানে অনেকেই সারা বছর কাজ করেও লাখখানেক টাকা আয় করতে পারে না। সেখানে আমাদের মতো দেশে বিড়ালের চিকিৎসাবাবদ লাখ টাকা খরচ বিলাসিতা ছাড়া আর কিছু হতে পারে না। আর নিজের চিকিৎসার কথাতো কল্পনাও করা যায় না। আবার এই ভেবে ভালোও লাগলো যে, যাক্, উন্নয়নের গতিধারার সাথে আমাদের দেশের মানুষের মধ্যেও তাহলে পশুপ্রেম জাগ্রত হচ্ছে।

পরবর্তীতে অনেকবার ভেবেছি, যেখানে মানুষের প্রতি মানবিকতার বদলে পাশবিকতা নিত্যচিত্র; সেখানে বিড়ালপ্রীতি ও তার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া হয়তো মানবিকতা ধ্বংসকারীদের প্রতি কঠোর চপেটাঘাত॥ ❑

ঈশ্বর যার সহায়, সে-ই সাহায্য পায়

ডেভিড স্বপন রোজারিও

প্রভু যিশুর গৌরবময় পুনরুত্থান দিবসে মিসায় স্থানীয় ফাদার উপদেশ দেওয়ার সময় একটি শিক্ষনীয় গল্প বললেন, যা নিম্নরূপ–

পূর্ব আফ্রিকার, কেনিয়াতে কয়েকটি ছোট ছোট গ্রাম নিয়ে একটি রোমান কাথলিক প্যারিশ গড়ে উঠেছে।

পুনরুত্থান উপলক্ষে, দু'জন সেমিনারিয়ান ছুটিতে মিশন ভিজিটে এসেছে। নিত্যদিনের মিসা ছাড়াও, দৈনন্দিন নানা কাজে, তারা ফাদারকে সাহায্য করে থাকেন।

প্রায়শ্চিত্তকালে প্রভু যিশুর নিদারুণ যাতনাভোগ স্মরণ করে গ্রামে গ্রামে ধর্মপ্রাণ খ্রিস্টভক্তগণ, উপবাস-আরাধনা সবই নিষ্ঠার সাথে পালন করছে। এমনকি আসন্ন পুনরুত্থান উৎযাপন উপলক্ষে, নানা প্রস্তুতিও চলছে পুরোদমে।

পুনরুত্থানের দিন, অতি প্রত্যুষে, ফাদার সেমিনারিয়ান দু'জনকে ডেকে তুলে বললেন, আজ তোমাদের একটা পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হবে। তোমরা কতটুকু ঈশ্বরভীতি, বিশ্বাস ও ভালবাসা অর্জন করেছ, ঈশ্বরের দ্রাক্ষাক্ষেত্রে কাজ করার জন্য, তার একটা পরীক্ষা।

তোমরা সামনের ঐ প্রত্যন্ত অঞ্চলের গ্রামগুলিতে যাও এবং সারাদিন সাধারণ খ্রিস্টভক্তদের গৃহে গৃহে ধর্ম প্রচার কর। তারা সমাদর করে যা খেতে দেবে আনন্দচিত্তে তা গ্রহণ করো।

মহা উৎসাহে তারা দু'জন সে দেশের ঐতিহ্যবাহী পোষাক পরে, কাঁধে ঝোলা, পায়ে চপ্পল ও হাতে একটি লাঠি নিয়ে বের হয়ে পরলো।

নানা চড়াই-উৎরাই পথ পাড়ি দিয়ে ক্লান্ত শ্রান্ত ও ক্ষুধার্ত হয়ে পড়লো। দূরে একটি গ্রাম তাদের চোখের সামনে ভেসে উঠলো। তারা আনন্দে আত্মহারা হয়ে আরও দ্রুত এগিয়ে যেতে লাগলো। গ্রামের কাছাকাছি আসার পর একজন পথের ধারে বড় একটি বট গাছের নীচে চাদর বিছিয়ে পদ্মাসনে বসে বললো, ভাই আমি ভীষণ ক্লান্ত, এখানে বসেই আমি ধ্যান করবো। যাদের আমার প্রতি দয়া ও করুণা হবে, তারা অবশ্যই আমাকে এখানে খাদ্য দিয়ে যাবে। আমি বাপু, বাড়ি বাড়ি ঘুরতে পারবো না, তোমার ইচ্ছা হয় যাও। তার মধ্যে বোধ হয় অলসতা বা অহংকারবোধ জন্মালো, যার জন্য দুয়ারে দুয়ারে ধর্মপ্রচার করাকে অবমাননা বলে মনে হলো।

শত অনুরোধেও অপর সেমিনারিয়ানটি তার মন পরিবর্তন করতে পারলো না। অবশেষে, ঈশ্বরের উপর নির্ভর করে সে একাই গ্রামে প্রবেশ করলো। কিন্তু হায়, যে বাড়িতে যায় দেখে তালা বন্ধ। বন্ধ দরজার সামনে দাঁড়িয়ে কি করবে কিছুই বুঝতে পারছে না। এদিকে

দুপুর গড়িয়ে যাচ্ছে, ক্লান্ত শ্রান্ত ও ক্ষুধার্ত হয়ে সে ঝিমিয়ে পড়লেও নিরাশ হলো না, ঈশ্বরের প্রতি গভীর আস্থা ও বিশ্বাসের উপর তার সামান্যতম ফাটল ধরলো না। সে ধীর গতিতে গ্রামের আরো ভিতরের দিকে এগিয়ে যেতে লাগলো। পুরো গ্রামটা কেমন জানি নিরব-নিস্তব্ধ। হঠাৎ কিছুটা দূরে এক বৃদ্ধাকে লাঠি ভর দিয়ে আসতে দেখে, তার মনে আশার সঞ্চার হোল। বৃদ্ধা কাছাকাছি আসার পর অপরিচিত মুখ দেখে, আশ্চর্য হয়ে প্রশ্ন করলেন–হে পথিক, তুমি কোথা থেকে এসেছো?

সে বললো- আমি একজন সেমিনারিয়ান, শহর থেকে এসেছি, তোমাদের সাথে প্রভু যিশুর গৌরবময় পুনরুত্থান উৎসব পালন করবো বলে।

বৃদ্ধা দারুণ খুশী হলেন। তিনি আরও বললেন - আমরা গ্রামবাসীরা বিভিন্ন উৎসব, পালপার্বণ এক সাথে পালন করে থাকি। গান-বাজনা, খাওয়া-দাওয়া সবই একত্রে হয়। তাই সবাই স্কুলের মাঠে মিলিত হয়েছে এবং এক সাথে ঈশ্বরের গান ও প্রশংসা করতে চার্চ মিয়নায়তনে যাবে। আমার একটু কাজ ছিলো, তাই বের হতে দেরী হয়ে গেলো। তুমি যাবে আমাদের অনুষ্ঠানে?

সে বৃদ্ধার ব্যবহারে মুগ্ধ হলো এবং তার আমন্ত্রণে রাজী হয়ে সানন্দে তার পিছু পিছু রওনা হলো।

মাঠে শিশু-কিশোর, আবাল-বৃদ্ধ বণিতা সবাই জড়ো হয়ে শোভাযাত্রার প্রস্তুতি নিচ্ছে। স্থানীয় ফাদার শোভাযাত্রার নেতৃত্ব দিবেন।

সেই সেমিনারীয়ানকে সবার সাথে ঘটা করে পরিচয় করিয়ে দেওয় হলো। সবাই তাকে আন্তরিকভাবে গ্রহণ করলো। ফাদারের পাশে থেকে মহানন্দে হেলে-দুলে, দু-বাহু তুলে নেচে গেয়ে সে এগিয়ে যেতে লাগলো। ভুলে গেলো, সমস্ত ক্ষুধা, তৃষ্ণা সব অবসাদের কথা। সে অনুভব করলো, তার হৃদয়ে বয়ে যাচ্ছে এক স্বর্গীয় সুধা। তাকে বিশেষভাবে সম্মানিত করে আসনে বসানো হলো। সারা বিকাল সে মেতে রইলো নানা আনন্দ-উল্লাসে।

সে তার বক্তব্যে এখানে আসার উদ্দেশ্য ব্যক্ত করলো। ঈশ্বর যে তার প্রতি এতো চমৎকার অভ্যর্থনার ব্যবস্থা করে রেখেছেন তা সে কল্পনাও করেনি।

ভোজের সময় হলে, তার সামনে বড় একটি কাসার থালা রাখা হলো। শিশু থেকে বৃদ্ধ-বৃদ্ধা পর্যন্ত অনেকে তাদের শ্রেষ্ঠ খাবার থেকে, কিছুটা অংশ তার প্লেটে একে একে এনে রাখলো। সে তৃপ্তি সহকারে পেট পুরে খেলো এবং বাকী যা পড়ে ছিলো ঝোলা ভরে নিলো। আনন্দচিত্তে সবার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে, পড়ন্ত বিকেলে শহরের উদ্দেশ্যে রওনা হোল।

যে বটগাছের নিচে প্রথম সেমিনারিয়ানটা ধ্যানে বসেছিলো, সেখানে এসে দেখে, ক্ষুধায়-

বিশপ লিনুস নির্মল গমেজ এস জে মহাপ্রয়াণে

শ্রদ্ধাঞ্জলি

মাটির পৃথিবী তোমার আমার
আসল ঠিকানা নয়
স্বর্গেই পাব অমৃতধামে
চিরদিনের আশ্রয়

সমাজের রজত জয়ন্তী
উপলক্ষে সম্মাননা প্রদান

ইছামতির পারে আঠারো গ্রামের গোল্লা ধর্মপল্লীতে বিশপ লিনুস নির্মল গমেজ, এস জে ৭ সেপ্টেম্বর ১৯২১ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। গত ২৭ ফেব্রুয়ারি কলকাতার সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে ভোর ৩টায় শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। ১ মার্চ ২০২১ খ্রিস্টাব্দে সোমবার কলকাতা বারুইপুর বিশপ ভবনে তার শেষ কৃত্য সম্পন্ন করা হয়।

বাংলাদেশে ঢাকায় মনিপুরীপাড়ায় জেজুইট হাউজে থাকাকালিন সময় তিনি মনিপুরীপাড়া খ্রিস্টান সমাজের ও খ্রিস্টভক্তদের কল্যাণে নিরলস কাজ করে গেছেন। বিশেষ করে প্রতিদিন সকালে পবিত্র খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করা, বয়োজ্যেষ্ঠ ও রোগীদের বাড়িতে তাদেরকে দেখতে যাওয়া, মনিপুরীপাড়া খ্রিস্টান সমাজের আধ্যাত্মিক উপদেষ্টা হিসেবে সমাজকে বুদ্ধি পরামর্শ ও দিক নির্দেশনা দিয়েছেন। এক কথায় তিনি ছিলেন একজন উত্তম মেষপালক। মনিপুরীপাড়া খ্রিস্টান সমাজ তাঁর কাছে চিরঋণী হয়ে থাকবে।

মনিপুরীপাড়া খ্রিস্টান সমাজ

বিজ্ঞা/১২/২০২১

শ্রদ্ধাঞ্জলি

প্রয়াত মাইকেল পেরেরা
জন্ম : ৯ এপ্রিল, ১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ২২ এপ্রিল, ২০১৩ খ্রিস্টাব্দ
গ্রাম : চড়াখোলা (ফড়িংবাড়ি)
তুমিলিয়া ধর্মপল্লী, গাজীপুর।

প্রয়াত আশালতা পালমা
জন্ম : ১৮ সেপ্টেম্বর, ১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ২০ জানুয়ারি, ২০১৭ খ্রিস্টাব্দ
গ্রাম : চড়াখোলা (ফড়িংবাড়ি)
তুমিলিয়া ধর্মপল্লী, গাজীপুর।

শাশ্বত মুক্তির লাভের আশায় বাবা-মা তোমরা এই নশ্বর পৃথিবী ত্যাগ করেছ। আমরা বিশ্বাস করি পরম পিতার কোলে মহাশান্তিতে আছ। ব্যথিত হৃদয় আজো তোমাদের খুঁজে ফেরে, তোমাদের উপস্থিতি আজও আমরা উপলব্ধি করি। অনেক ভালবাসার জালে আমাদের জড়িয়ে গেলে। তাই তোমাদের স্মৃতি আজও বহন করে চলছি। তোমাদের সেই সরলতা, নির্মল হাসি, স্বল্পভাসি, কঠোর শ্রম, পরিবারের প্রতি দায়িত্বশীলতা আমাদের প্রতিটা মুহূর্তে তোমাদের কথা মনে করিয়ে দেয়। নয়জন সন্তানকে অতি কষ্টে মানুষ করেছিলে তোমাদের ভালবাসা দিয়ে। তাই তোমাদের জীবনের মধ্যদিয়ে আমরা ঈশ্বরের কাছে কৃতজ্ঞ। তোমাদের সন্তানেরা, মেয়ে জামাই, নাতী-নাতনীরা একসাথে বাড়িতে আসলে, একসাথে খাওয়া-দাওয়া করলে সবচেয়ে খুশি হতে তোমরা। তোমাদের সেই ইচ্ছা আমরা পালন করতে চেষ্টা করে চলেছি। স্বর্গ থেকে তোমরা আমাদের প্রত্যেককে আশীর্বাদ কর আমরা যেন সর্বদা তোমাদের আদর্শে সবার সাথে মিলেমিশে আনন্দে ও ভালবাসায় জীবন-যাপন করতে পারি। ঈশ্বর তোমাদেরকে তাঁরই কোলে অনন্তকালের জন্য স্থান দিক এই আমাদের আকুল প্রার্থনা।

বাবা ও মা'র মৃত্যুকালে যারা প্রার্থনা করেছেন, বিশেষ করে ফাদারগণ বাবা-মা'র মৃত্যুকালে যারা প্রার্থনা করেছেন, বিশেষ করে ফাদারগণ বাবা-মা'র আত্মার কল্যাণে খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেছেন তাদের সবাইকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই।

শোকার্ত পরিবারের পক্ষে,

ছেলেরা, মেয়েরা, ছেলে বউয়েরা, মেয়ে জামাইরা
নাতী ও নাতী বউ : মারভিন- রোজী, জ্যাকসন, জয় দীপ, হৃদয়, রত্ন, স্মারক, অর্ক, অগ্নি
নাতনী ও নাত জামাই : সুমি-প্রদীপ, মৌসুমি-কল্যাণ, জ্যাকলিন, মৌরী-দীপু, সিন্ডি, জেসি, স্বর্ণা, হৃদি, দ্রোহি, গ্লোরিয়া ও হৃদিতা।

বিজ্ঞ/৮৩/২০২১

তোমাদের স্মরি

সুপ্রিয়ান রোজারিও

সিলভেস্টার রোজারিও

ড্যাঙ্গেল রোজারিও

ডানিয়েল কুলেন্তুনু

টাইনি রোজারিও

রেখা রোজারিও

"সত্য নিষ্ঠা বিনম্রতার আদর্শ করে দান
আত্মত্যাগের পরম ব্রতে হল তারা মহীয়ান
ভালবাসা প্রতীক হয়ে রইল অনুক্ষণ।"

ঈশ্বরের অসীম দয়ায় ও ভালবাসায় তোমরা এ পার্থিব জগৎ থেকে স্বর্গের অনন্ত সুখ লাভ করেছ। তোমরা আজও আছ আমাদের হৃদয়ের মণিকোঠায়। স্বর্গ থেকে আমাদের আশীর্বাদ কর যেন আমরা আদর্শ জীবন-যাপন করতে পারি এবং তোমাদের সাথে মিলিত হতে পারি।

শোকার্ত চিত্তে
তোমাদেরই সংসার পরিজন
করান, নাগরী ধর্মপল্লী।

বিজ্ঞ/৮৭/২০২১

বাবা / দাদু
আমরা তোমায়
অনেক অনেক ভালবাসি

প্রয়াত আলফন্স রোজারিও

জন্ম : ২৭ ডিসেম্বর, ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দ

রাঙ্গামাটিয়া মিশন, ছোট সাতানীপাড়া

মৃত্যু : ৬ অক্টোবর, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ

(ইউনাইটেড হাসপাতাল, ঢাকা)

গ্রাম: কুচিলাবাড়ি

মঠবাড়ি মিশন, কালিগঞ্জ, গাজীপুর।

দেখতে-দেখতে ছয় মাস চলে গেল, ফিরে এলো পাস্কা। এতো তাড়াতাড়ি তুমি আমাদেরকে ছেড়ে এভাবে চলে যাবে, তা কোনদিন ভাবতেও পারিনি। তেমন কোন অসুস্থতার লক্ষণও তোমার মধ্যে আগে থেকে পরিলক্ষিত হয়নি। তারপরেও কঠিন নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হয়ে- সব মিলিয়ে প্রায় এক মাসের মধ্যেই একজন জলজ্যান্ত মানুষ থেকে শুধুই ছবি হয়ে গেলে সবার কাছে। অনন্তের অসীম নীলিমায় হারিয়ে গেলে তুমি – আর কোনদিন তোমায় দেখতেও পাবো না, এই নশ্বর পৃথিবীতে। তোমাকে ছাড়া আমাদের কোন কিছুই আর পরিপূর্ণতা পায় না। কোন পার্বণ বা কোন পারিবারিক অনুষ্ঠান, কোন কিছুতেই না। একটা অপূরণীয় শূন্যতায় নিমগ্ন থাকে সবাই। খেতে গেলে ও সন্ধ্যা প্রার্থনার সময় তোমার চেয়ারখানা খালি পড়ে থাকে। রাতে ঘরে ফিরতে দেরী হলে – আর তোমার কল বেজে ওঠে না। কেউ আর আদরমাখা গলায় বলে না "দেরী করতেছো কেন? তাড়াতাড়ি বাড়ি এসে খেয়ে বিশ্রাম করো।" আবার বাড়ি ফিরলে তোমার স্নেহমাখা স্নিগ্ধ হাসি দেখলে প্রাণ জুড়িয়ে যেতো – সব কালিমা দূর হয়ে যেতো। এখন সেইসব কিছুই একটা ছবিতে আবদ্ধ হয়ে আছে। হাসপাতালে থাকা অবস্থায় শত কষ্টের মধ্যেও কোনদিন বলো নাই- কষ্টের কথা। "কেমন আছো" - জিজ্ঞেস করলে উত্তর দিতে "আমি তো ভালই আছি।" শৈশবে মাকে হারিয়ে তুমি বেড়ে উঠেছিলে সীমাহীন অনাদরে – মাতৃস্নেহ থেকে বঞ্চিত হয়ে। জীবনযুদ্ধে তুমি কখনও পিছু পা হওনি - ছোটবেলা হতে অধ্যবসায়ের দ্বারা কিভাবে বড় হওয়া যায় ও জীবনে উন্নতি করা যায় - তা তুমি আমাদেরকে শিখিয়েছ। অলসতা তুমি মোটেও পছন্দ করতে না। তুমি ছিলে কঠোরভাবে নিয়মানুবর্তী। সময়ের কাজ সময়ে ও নিজের কাজ নিজে করতে তুমি উৎসাহিত করতে সবাইকে। মা মারীয়ার প্রতি তোমার অসীম ভক্তি ছিলো। রোজই রোজারীমালা হাতে করে হাঁটতে বেরোতে এবং সন্ধ্যায় পরিবারের সবাইকে নিয়ে নিয়মিত রোজারীমালা প্রার্থনা করতে - নিয়মিত গির্জায় যেতে খ্রিস্টযাগ শুনতে।

তুমি স্বর্গ থেকে আমাদের আশির্বাদ করো আমরা যেন তোমার আদর্শে চলতে পারি এবং ঈশ্বরের পথ থেকে যেন বিচ্যুত না হই।

সর্বশক্তিমান ঈশ্বর আমাদের বাবা / দাদু-কে স্বর্গে অনন্ত শান্তি দান করুন।

সবার প্রতি রইলো পাস্কা ও বাংলা নববর্ষের অনেক অনেক শুভেচ্ছা।

তোমার সহধর্মিনী
সিসিলিয়া রোজারিও

তোমার স্নেহধন্য -
পুত্র ও পুত্রবধূগণ এবং একমাত্র কন্যা ও জামাতা

তোমার অনেক আদরের নাতি-নাতনিরা -
এশী, যাকোব, অথী, অন্তী, অহনা, প্রাপ্তি, কৃপা, অথৈ, অবনী, রাহেল, মার্সিয়া ও স্যাম।

বিজ্ঞা/১০৮/২০২১

২৬তম মৃত্যুবার্ষিকী

প্রয়াত হিউবার্ট ফ্রান্সিস সরকার

জন্ম : ১৪ ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ১৫ এপ্রিল, ১৯৯৫ (পুণ্য শনিবার)
পিতা : প্রয়াত জেরোম সরকার
মাতা : প্রয়াত মারীয়া সরকার
লক্ষীবাজার ধর্মপল্লী, ঢাকা।

সংক্ষিপ্ত জীবন-কথা

- মৃত্যুকালে এমএসএস (পুরকৌশল), BUET- এর ছাত্র ছিল।
- ১৫তম BCS পরীক্ষায় "গণপূর্ত" বিভাগে "সহকারী প্রকৌশলী" পদে চাকুরীর জন্য নির্বাচিত হয় (মরণোত্তর ফলাফল প্রকাশ)।
- BUET-এ বিএসসি (পুরকৌশল) বিভাগ হতে ১৯৯১ খ্রিস্টাব্দে "১ম শ্রেণীতে" উত্তীর্ণ হয়।
- ১৯৮৪ খ্রিস্টাব্দে এইচএসসি পরীক্ষায় স্টার মার্কস পেয়ে উত্তীর্ণ হয়।
- ১৯৮২ খ্রিস্টাব্দে এসএসসি পরীক্ষায় ৬টি লেটারসহ স্টার মার্কস পেয়ে উত্তীর্ণ হয়।
- দাবা খেলায় স্কুল জীবনে সেন্ট গ্রেগরী উচ্চ বিদ্যালয়ে ১৯৭৭, ১৯৭৮ এবং ১৯৮০ খ্রিস্টাব্দে যথাক্রমে জুনিয়র, ইন্টারমিডিয়েট এবং সিনিয়র গ্রুপে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে। ১৯৭৯ খ্রিস্টাব্দে ঢাকা শহর ইন্টার স্কুল দাবা প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হয়।
- অবসরের বন্ধু ছিল বই আর ম্যাগাজিন। সে জাতীয় দৈনিক The Daily Star - এ নিয়মিত লেখালেখি করতো। এছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের (BUET) এবং অন্যান্য সাময়িকীতেও তার অনেক লেখা ছাপা হয়েছে।

The Daily Star এবং BUET থেকে ইউকসু'র ফেব্রুয়ারি, ১৯৯০ খ্রিস্টাব্দের একুশের প্রকাশনা "অনল জলের চিহ্নগুলো" থেকে হিউবার্টের একটি ইংরেজি এবং একটি বাংলা কবিতা নিচে পুনঃপ্রকাশ করা হলো :

The Prayer I say the Every Other day

Please, my dear Taskmaster, pull me wholly to where I belong
Where in deep silence I may make my deep-breathed utterances
Where my feelings grow evermore strong
Whilst my alter-ego's disparate gaze, forage and embrace most wistfully I long.
Yes, Sir I long for her opulent smile,
The smile without any trace of guile.
Yes, I cherish to be detained in her little prison,
The little prison where in cordial detainment
I can read my own profile.
Sir, you call us all to your own grotesque colosseum.
In great befuddlement, we rather are stuck in the marathon business of a workaholic an idler.
We fail to aspire to obviate the thrust-on mandate, fairness and decorum.
Just bustling with Trifle details, our time hums.
Sir, the prayer I say the every other day is simply this one
whereby I try to reach my un-spectacular world,
my divine arbiter, my own Joan.
Please, my dear Taskmaster, pull me wholly to where I belong.
Here. with a thousand others I try to touch your sampan.

(প্রকাশনা : ম্যাগাজিন সেকশন, দ্য ডেইলী ষ্টার, নভেম্বর ২৭, ১৯৯২)

মাদার তেরেজাকে উৎসর্গীত স্তোত্রাবলী

হিউবার্ট ফ্রান্সিস সরকার

বড় বড় স্বপ্নের বিপর্যয়ে,
বড় বড় প্রেমের পরাজয়ে মানুষ মুষড়ে পড়ে;
মানুষ অবুঝ হাহাকারে ভেঙ্গে পড়ে
এমনতর মন্বন্তরে --
যেন অশেষ নিষ্ঠুরতা লেগে আছে সময়ের খঞ্জরে
যার তীক্ষ্ণ আঘাতে মানুষ উবু হয়ে পড়ে;
এমন কোন নিবারণী শক্তি নেই যে তাকে ব্যর্থ করে
অবশেষে তোমার হাত থেকেই পুনর্বার জীবনীশক্তি
সঞ্চারিত হয়, মাদার তেরেজা
কী আশ্চর্য মন্ত্র আছে তোমার কাছে
তুমি বরাভয় দেখালে
এই সর্বত্র প্রসারিত অবিশ্বাসের মাঝে
স্বস্তিমাখা আওয়াজ উঠে,
'ঠাঁই আছে, ঠাঁই আছে'।
ক্রমশঃই একটি বিশাল হৃদয়
হয়ে উঠে একটি পরম আশ্রয়
অথচ সেই তুমি যখন কুমারী বয়সেই চক্ষুলজ্জা ফেলে
কোলে তুলে নিয়েছিলে যতো রাজ্যের অনাথ ছেলেপেলে
যখন কুষ্ঠরোগের অভিশাপে অভিশপ্ত
মানুষগুলিকেই স্নিগ্ধ ছোঁয়ায় উদ্ভাসিত করেছিলে
তখন তোমার পাশে তেমন কেউ ছিলো না।
সেই সন্ধিক্ষণে সেই একাকিত্ব
তুমি বরণ করেছিলে অবহেলে।
এখন তোমারই অনাবিল ভালবাসার ছোঁয়ায়
অজাত কুজাত মানুষ হয়ে উঠে প্রিয় সমাদরণীয়
যখন তীক্ষ্ণভাষী নিন্দুকেরা খ্রিস্টের ক্ষমার বাণী আওড়ায়,
যখন উচ্ছৃঙ্খল বেলেল্লাপনায় ধুম লেগে যায়,
যখন স্বকথিত পুণ্যাত্মারা নির্দোষ কুমারীকে
জর্জরিত করে অপমান লাঞ্ছনায়,
শহীদের পবিত্র রক্ত দিয়ে হোলি খেলে পাশব উন্মত্ততায়,
তখন তুমি, হয়ে উঠো গাঢ় বিশ্বাসের স্বর্ণ-তরু,
তোমার সহজ কথায় ঝরে অশেষ পুণ্য।

সকল কল্যাণকামী মানুষের কাছে আমাদের ভাই/কাকু/মামার আত্মার মঙ্গল ও চির শান্তি কামনা করে প্রার্থনার অনুরোধ জানাচ্ছি। ঈশ্বর সকলের মঙ্গল করুন। আমাদের ভাই/কাকু/মামার আত্মা চির শান্তি লাভ করুক।

জন (বড়ভাই) + বেবী (বৌদি) : মারীয়া, হিউবার্ট ও টিমথি
ফিলিপ (মেঝভাই) + জয়া (বৌদি) : এলেন ও এঞ্জেলা
মালা (বোন) + মিঠু (ভগ্নিপতি) : আর্থার।

বিজ্ঞ/১১/২০২১

পিপাসায় নিস্তেজ হয়ে সে মাটিতে পড়ে আছে। ভাড়াতাড়ি তার চোখে মুখে জল দিয়ে ঝোলা থেকে খাওয়া বের করে তাকে সুস্থ করে তুললো। চার্চে ফিরে গিয়ে দ্বিতীয় সেমিনারিয়ানটি তার অপূর্ব আপ্যায়ন ও মিলন মেলার সহভাগিতার কথা ফাদারের নিকট বিস্তারিত ভাবে তুলে ধরলো এবং প্রথম সেমিনারিয়ানটির আচরণও বললো।

ফাদার তার ঈশ্বরের প্রতি অগাধ বিশ্বাস, শ্রদ্ধা ভক্তির জন্য প্রাণভরে আশীর্বাদ করলেন। সেই অলস সেমিনারিয়ানকে বললেন, তুমি যে উদ্দেশ্যে প্রভুর দ্রাক্ষাক্ষেত্রে কাজ করার জন্য সেমিনারিতে যোগদান করেছো, তা সঠিকভাবে পালন করতে না পারলে কিভাবে ঈশ্বরের রাজ্য বিস্তার হবে? প্রভু যিশু স্বর্গে যাওয়ার পূর্বে শিষ্যদের বললেন- "সমস্ত জগতে তোমাদের যেতে হবে। বিশ্বের সর্বত্র প্রত্যেকের কাছে এই শুভবার্তা জানাতে হবে। যারা বিশ্বাস করে দীক্ষিত হবে, তারা উদ্ধার লাভ করবে। কিন্তু যারা বিশ্বাস করতে চাইবে না তারা দোষী সাব্যস্ত হবে।" *(মার্ক ১৬-১৫-১৬ পদ)*

তাদের বিশ্বাসকে আরও সুদৃঢ় করার লক্ষ্যে, ফাদার আরো বললেন, প্রভু যিশু শিষ্যদের বললেন- "একটি ছোট্ট সর্ষে দানার মতো এতটুকু বিশ্বাসও যদি তোমাদের থাকে, তাহলে ওখানকার ওই তুঁত গাছটিকে শেকড়সুদ্ধ উপড়ে গিয়ে সমুদ্রে পড়তে বললে তাই হবে। তোমাদের আদেশের ফল সঙ্গে সঙ্গেই দেখতে পাবে।" *(লূক-১৭-৬ পদ)*

যিশু আরও বলেন- "যাঞ্চা কর, তোমাদের দেওয়া হবে, খোঁজ, তোমরা খুঁজে পাবে, দরজায় ঘা দাও, তোমাদের জন্য দরজা খুলে দেওয়া হবে। কেননা যে যাঞ্চা করে, সে পায়; আর যে খোঁজে, সে খুঁজে পায়; আর যে ঘা দেয়, তার জন্য দরজা খুলে দেওয়া হবে।" *(লূক-১১-৯-১০ পদ)*

সবশেষে ফাদার তাদের সর্বদা ঈশ্বরের উপর ভরসা রাখতে পরামর্শ দিলেন।

গল্পটা শোনার পর বহুদিন পূর্বে বাবা এক সান্ধ্য প্রার্থনায় একটি গল্প বলেছিলেন, তা মনে পড়ে গেলো; গল্পটি ছিলো এমন–

কোন এক রাজপ্রাসাদের গেটের প্রবেশদ্বারে বসে দুইজন ভিক্ষুক প্রতিদিন ভিক্ষে করতো। রাজা যখন তাঁর লোকলস্কর নিয়ে হাতির পিঠে চড়ে হেলেদুলে রাজকীয় ভঙ্গিমায় বের হতেন, তখন একটি ভিক্ষুক রাজাকে শুনিয়ে জোরে জোরে বলতো- "রাজা যার সহায়, সেই সাহায্য পায়"। অপর ভিক্ষুকটি বিনম্র কণ্ঠে বলতো, "ঈশ্বর যার সহায়, সেই সাহায্য পায়।" রাজা প্রতিদিন তার প্রশংসা শুনে ভিক্ষুকটির দিকে আড়চোখে চেয়ে দেখে। একদিন রাজা সেই ভিক্ষুকটির বিশ্বাসের জোর পরীক্ষা করার জন্য, একটি বড় পাউরুটির মধ্যে বেশ কিছু স্বর্ণমুদ্রা ভরে তার হাতে দিয়ে বললেন, তোমার বিশ্বাস তোমাকে মুক্তি দেবে। পাউরুটি হাতে নিয়ে সে ভীষণ হতাশ হল ও দুঃখ পেল, সে ভেবেছিলো অনেক অর্থ পাবে কিন্তু রাজার কৃপণতায় তার মনটা ভেঙ্গে গেলো। সে পাশের যে ভিক্ষুকটি "ঈশ্বর যার সহায়, সেই সাহায্য পায়" বলতো তার হাতে তাচ্ছিল্যভাবে পাউরুটি ছুড়ে দিয়ে বাড়ি চলে গেলো। দ্বিতীয় ভিক্ষুকটি যত্নসহকারে রুটিটি তার ঝোলায় পুরে, বাড়ি ফিরে সবার সাথে খেতে বসে, রুটি ছিঁড়ে দেখে স্বর্ণ মুদ্রায় ভরা। তারা সবাই হাঁটু গেড়ে বসে ঈশ্বরের ধন্যবাদ ও প্রশংসা করলো।

অনেক সময় জাগতিক দুঃখ-দুর্দশা, রোগ-শোক, অভাব-অনটনে ব্যতিব্যস্ত হয়ে ঈশ্বরের উপর থেকে আস্থা হারিয়ে ফেলি। ভুলে যাই প্রভু যিশু খ্রিস্টের প্রতিশ্রুতির কথা। তিনি সর্বদা অবিশ্বাসী লোকদের ধিক্কার ও শ্রান্ত-ক্লান্ত মানুষকে আহ্বান জানান- পবিত্র বাইবেলে উল্লেখ আছে, "তোমরা যারা দুর্বহ জোয়াল ঘাড়ে ভার বইছ, তারা আমার কাছে এস, আমি তোমাদের বিশ্রাম দেব। আমার জোয়াল কাঁধে তুলে নাও, আমার কাছে শেখ, আমি বিনয়ী ও নম্র, তাতে তোমরা প্রাণে শান্তি পাবে, কারণ আমার জোয়াল সু-বহ ও আমার বোঝা হালকা।" *(মথি ১১-২৮-৩০ পদ)*

তাই আজ যে কোন পরিস্থিতিতে মনে মনে বলি– "হে যিশু তোমাতে আমি ভরসা রাখি"। তাতেই মনে আত্মবিশ্বাস ফিরে আসে॥ ❑

সাঝের বাতি

(৪৯ পৃষ্ঠার পর)

পুরানো অফিসে লাভলু ভাইয়ের কেবিনে ঢুকেই সবকিছু খুলে বললো। লাভলু ভাইয়ের মাধ্যমে রুপালীর ফাইল দেখে বুঝতে পারলো, এর জন্যই আবির চাকুরি ছেড়েছে, আরো কয়েকজনও চাকুরিচ্যুত হয়েছে। ঘৃণায় আবিরের গা গুলিয়ে যাচ্ছে। এমন একটা মেয়ের সাথে সে সম্পর্ক করেছে, ভালবেসেছে। যে কিনা নিজের সুবিধার জন্য সবকিছু আপোস করতে পারে! নিজেকেই আজ নিজের কাছে ছোট মনে হচ্ছে।

রুপালীর আলতো হাতের ছোঁয়ায় চেতনা ফেরে আবিরের। এক নিমিষেই কখন যেন স্মৃতির যন্ত্রণাগুলো রোমন্থন করে ফেললো। রুপালী বললো-

- কোথায় ডুবে ছিলে?

- তা জেনে আর কি হবে? তোমার কথা বল।

- আমার আর কথা। তুমি সেই যে গেলে, আর দেখা পেলাম না।

- দেখা পেলেই বা কি! তুমি তো তোমার সুখের জন্য সবকিছু আপোস করে চলতে পার।

- হ্যাঁ পারি বৈকি। একটু মরিচিকার সুখের জন্য তো কতকিছুই করেছি। কিন্তু পেলাম কোথায়! (দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে রুপালী)

- কেন, বস তোমাকে রাজ রাণী বানিয়ে রাখার কথা।

- হুম, রেখেছিল, যতদিন রুপ যৌবন ছিল। যখন শেষ হয়ে গেল, তখন ফেলে দিল ছুঁড়ে। - বিয়ে করেছ?

- হুম।

- তাহলে তো বেশ ভালই আছ?

- হুম।

- তুমি সেই আগের মতোই আছ দেখছি।

- আমি আমার মতোই। পারলে নিজেকে শুধরে নিও।

- তা হয়তো পারবো না, তবে ভুলের পরিসমাপ্তি করতে পেরেছি।

- মানে?

- বসের যখন মন ভরে গেল, আমাকেও ছুঁড়ে ফেললো। কিছুক্ষণ আগে আমিও তাকে চিরদিনের মতো ছুঁড়ে ফেলেছি। কাল আমাকে বের করে দিয়েছে। আজ তার কাছে গিয়ে শেষ বোঝাপড়াটা করে এসেছি। নিশ্চিন্ত মনে ঘুম পাড়িয়ে দিয়েছি আমি। কেমন যেন একটা অদ্ভুত হাসি হাসে রুপালী! আর দেখ, সেই ভুলে পরিসমাপ্তির পরই আবার তোমার মতো নতুন আলোর দেখা!

- কিন্তু এই আলো আর কাজে আসবে না।

- হুম জানি। এখন যে সাঝের বেলা। দেখ চারিদিকে কেমন সন্ধ্যার আঁধার নেমে আসছে। আমিও একটু বিশ্রাম চাই। এই সাঝের গোধুলীতে। দেখেছ কেমন নিয়ন আলোগুলো আবার জ্বলে উঠেছে সাঝ বাতি হয়ে?

- হুম।

- আমি তোমার হাতটা একটু ধরতে পারি?

কিছু বলার আগেই রুপালীর হাতের মুঠোয় আবিরের হাত নিয়ে নেয়, সেখানে ঝরে পড়ে রুপালীর সাঝের বেলার গরম দু'ফোঁটা অশ্রু ॥ ❑

সাঝের বাতি

রবীন ভাবুক

অনেক দিন পর রুপালীর সাথে দেখা হলো অপ্রত্যাশিতভাবেই। কিছুটা রুক্ষ চেহারা হয়ে গেছে। প্রথমে চিনতে একটু কষ্টই হচ্ছিল। রুপালীই প্রথম এগিয়ে এসে জানতে চাইলো

- কেমন আছ তুমি?

মনের মধ্যে কেমন যেন একটা চিরচেনা মোচড় দিয়ে উঠলো আবিরের। সেই চিরচেনা ফেলে আসা আবারো সামনে দাঁড়িয়ে। ভাবতেই অবাক লাগে, রুপালীর সাথে আবার এভাবে দেখা হয়ে যাবে। কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকতে ইচ্ছে করছিল, কিন্তু পারেনি আবির। প্রায় এক যুগ পর রুপালীকে এভাবে দেখবে তা কখনো কল্পনাও করেনি।

তখন সদ্য ডিগ্রি পাশ করে একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠানে চাকুরি নিয়েছে আবির। বেশ ভালই চলছিল। অফিস থেকে বাসা, বন্ধুদের সাথে আড্ডা, নিজের মতো করে চলতে পারায় একটা আলাদা স্বাধীনতার সুখ ছিল। অফিসের বসের সাথে মোটামুটি সম্পর্ক ভালই। দ্বিতীয় বসের সাথে সম্পর্কটা ছিল বন্ধুর মতো। কলিগরাও ছিল বন্ধুপ্রতিম। বেশ খুশি মনেই চাকুরি করে যাচ্ছে।

একদিন সকালে অফিসে যাবে বের হয়েছে। ফার্মগেট থেকে বাসে উঠবে, হঠাৎ একটা আর্তনাদে পেছনে ফিরে তাকাতেই দেখতে পেল একটি মেয়ে ঠিক পেছনেই বাসে উঠতে গিয়ে পড়ে গেছে। হাত বাড়িয়ে তাকে তুললো আবির। মেয়েটি কৃতজ্ঞ চোখে তাকিয়ে বাসে উঠে গেল। আবিরও সেই একই বাসে উঠল।

অফিস শেষে সন্ধ্যায় তুষার নামে এক বড় ভাইয়ের সাথে শিল্পকলা একাডেমিতে একটা মঞ্চ নাটক দেখে বাসায় ফিরছে আবির। বাসার সামনের গলিতে আসতেই দেখতে পেল সকালের সেই মেয়েটা একটা শপিং ব্যাগ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। চোখাচোখি হতেই একটা মিষ্টি হাসি দিয়ে মেয়েটি সামনে এসে দাঁড়িয়ে বললো- সকালের সাহায্যের জন্য ধন্যবাদ।

আবির একটা হাসি দিয়ে সাবধানে বাসে ওঠার পরামর্শ দিয়ে চলে যাবে, এমন সময় সে ডাক দিয়ে বললো

- শুনুন। আমি সকালেই ধন্যবাদ দিতে চেয়েছিলাম। কিন্তু কিছুটা ভয় পেয়েছি, তাই ভাবলাম থাক সন্ধ্যায় বা অন্যকোনো দিন দিব ধন্যবাদ।

আবির অবাক হয়ে জানতো চাইলো

- মানে! আপনি কি জানতে আপনার সাথে আমার দ্বিতীয়বার দেখা হবে?

- হুম জানতাম। (মেয়েটি হাসি দেয়)

- কি করে?

- কারণ, প্রতিদিন আপনি এখানে চায়ের দোকানে আরো কয়েক জনের সাথে আড্ডা দেন। আমি বহুবার আপনাকে দেখেছি। মনে আছে কিছুদিন আগে ওভারব্রিজ থেকে একটা বাচ্চা পড়ে যাওয়ার পর, কেউ তাকে ধরেনি। আপনি তাকে নিয়ে হাসপাতালে গিয়েছেন তার মায়ের সাথে। তখন সেখানে আমিও উপস্থিত ছিলাম। এরপর থেকেই আপনার মুখটা আমার চেনা আর প্রায়ই আপনাকে দেখি।

আবিরের এক বন্ধু এসে পেছন থেকে ডাক দিতেই মেয়েটিকে বিদায় জানিয়ে চলে গেল। রাতে খাবার খেয়ে শুয়ে পড়েছে আবির। মেয়েটির মুখ বার-বার চোখের সামনে ভেসে উঠছে। এলো চুলে গজ দাঁতের হাসিটি এখনো চোখের সামনে ভাসছে। কিছুতে ভুলতে পারছে না। আবিরের এমন কখনোই হয় না, তাহলে আজ কেন হচ্ছে! এপাশ ওপাশ করতে করতে কখন ঘুমিয়ে পড়লো টেরই পেল না। এভাবে কেটে গেল প্রায় পনের দিন।

ডেস্কে কাজ করছে আবির এমন সময় সহকারী সুব্রত এসে বললো-

- ভাই, নতুন একটা স্ক্রীপ্ট দাঁড় করাতে হবে। দ্বিতীয় তলায় নতুন যে মেয়েটা জয়েন করেছে, সে আপনাকে খুঁজে গেছে। না পেয়ে আমাকে বলে গেছে।

- ঠিক আছে। কি বিষয় বলেছে।

- না বলেনি। বলেছে আসলে জানাতে।

- বল কি! খুব পাওয়ারফুল নাকি? যেভাবে কথা বলছে।

- মনে হয় তেমনি।

- ঠিক আছে, তুমি ফোন দিয়ে আসতে বল!

কিছুক্ষন পর সুব্রত এসে জানালো, ভাই সে আপনাকে তার কাছে যেতে বলেছে। সে আসতে পারবে না বললো! আবিরের কেমন যেন একটা ধাক্কা লাগলো। এমন কে, যে অর্ডার দিচ্ছে। সুব্রতকে কাজ করতে বলে আবির বাইরে চলে গেল।

ফিরে আসার সাথে সাথে সুব্রত বললো-

- ভাই মেয়েটি এসেছিল। আপনি জাননি কেন জানতে চাইছিল।

- তুমি কি বলেছ?

- বলেছি আপনি বাইরে গেছেন, এসে দেখা করবেন।

- তুমি কেন এটা বলতে গেলে। আমি তো যাব না তার কাছে। তার প্রয়োজন হলে, সে আসবে।

সকালে ফুরফুরে মেজাজে অফিসে ঢুকেই মনটা বিষাদে ভরে গেল। অফিস শুরুর দশ মিনিট পরই শো-কোজ লেটার হাতে পেল। সেখানে কারণ দর্শানোর জন্য বলা হয়েছে, কেন অপারেশন বিভাগের রুপালীর সাথে দেখা করেনি, তার কারণ দর্শাতে হবে। কিছু না বলে সোজা দ্বিতীয় বস লাভলু ভাইয়ের রুমে চলে যায় আবির। লাভলু ভাই হাসি দিয়ে বললো

- জীবনে প্রথম কারণ দর্শানোর নোটিশ পেলে! শুনলাম বিগ বস দিয়েছে?

- হুম।

- আমি সব শুনেছি। কিন্তু নোটিশ দেওয়াটা বসের ঠিক হয়নি। যাইহোক, উত্তরটা দিয়ে দেও।

আবির লাভলু ভাইকে সোজা রিজাইন লেটার

দিয়ে কেবিন থেকে বের হয়ে রাস্তায় নেমে পড়লো। একটা সিগারেট ধরিয়ে গেটে বসেই শেষ করছে। এমন সময় অফিসের বিগ বস গাড়ি থেকে নামছে। বিগ বস বড় বড় চোখে তাকিয়ে রয়েছে। কিছুক্ষণ পর সুব্রত এসে বললো-

- ভাই, বড় স্যার ডাকছে আপনাকে।

- হুম, যাও আমি আসছি।

বসের কামড়ায় ডুকতেই বস তো রেগে মেগে আগুন। মোট কথা রুদ্ধশ্বাসে তার উক্তি ছিল-- জান আমি কে? তোমাকে কারণ দর্শানোর নোটিশ দিয়েছি, তুমি উত্তর দিয়েছ এখনো? জানি তুমি সিগারেট খাও, এটা নিয়ে আমি কোনো কথা বলি না, এটা যার যার ব্যক্তিগত ব্যাপার। কিন্তু তুমি সামান্য পরিমাণ সম্মানও আমাকে করনি, অথচ আমি তোমার বস। জান, আমি আজই তোমাকে বের করে দিতে পারি! আমি এ মাসেই চার জনকে বের করে দিয়েছি কথা না শোনার জন্য। আমিও কিছুটা অবাক হলাম এই কয়দিনে চারজন ছাটাই-ও হয়েছে। কারণটাও জানতে পারলাম না।

বিগ বস পিয়নকে দিয়ে লাভলু ভাইকে ডাকালেন। লাভলু ভাই আমাকে দেখেই বুঝতে পারছেন কিছু একটা হয়েছে। লাভলু ভাইকে দেখে বসের চেঁচামেচি আরো দ্বিগুন হলো। অফিসের সবার কান খাড়া হয়ে গেল। সবাই এটা বুঝতে পারছে, আজ কিছু একটা ফাটবে। লাভলু ভাইকে বস চিৎকার করে বললো-

- লাভলু কি ধরণের বেয়াদপ সহকর্মী আপনার সাথে রাখেন? জানেন আমি বেয়াদপ ছাঁটাই করছি? আর কিছু বলতে যাওয়ার আগেই লাভলু ভাই বললো-

- বস শান্ত হন। কাকে কি বলছেন? ওর মতো একটাও ভাল মানের কর্মী এই অফিসে নাই। ওর কাজের প্রতি নির্ভরতার কোনো কমনি নেই আমার। জানি কয়েকজন আপনাকে ওর বিষয়ে বিষিয়ে রেখেছে। কিন্তু ও-ই আমাকে বলেছে, যে যা করুক লাভলু ভাই, তা করতে দেন। আর শোনেন বস, ও আপনার কথা শুনবে কেন? ও নিজেই আজ সকালেই রিজাইন লেটার দিয়ে দিয়েছে। সুতরাং, আপনাকে সম্মান করতে সে বাধ্য নয়। বরং এখন ও যা খুশি করে বসতে পারে। আমি ওকে চিনি তো ভাল করে!

বিগ বস চুপসে যাওয়া বেলুনের মতো হয়ে গেল। আমতা আমতা করে বললো

- সত্যিই তুমি রিজাইন দিয়েছ?

আবির কিছু না বলে সোজা বসের গালে কসিয়ে এক চড়। সবাই গ্লাসের ফাঁক দিয়ে হা করে তাকিয়ে ছিল এমন কাণ্ড দেখে। আবির শুধু বললো

- এরপর কোনো কর্মীর সাথে বাজে ব্যবহার করার আগে চিন্তা করবেন, আপনার অবস্থা কি হতে পারে।

আবির ধীর পায়ে রাস্তায় চলে আসে।

সন্ধ্যায় বিজয় স্বরণী দিয়ে হাঁটছে, এমন সময় সেই মেয়েটি হুট করে সামনে এসে দাঁড়ালো। মেয়েটি কোনো ভনিতা না করেই হাত ধরে ফেললো। আর বললো

- আরে কেমন আছেন? এতদিন কোথায় ছিলেন? অনেক দিন দেখি না।

- এই তো ভালই আছি। (মেয়েটি তখনও হাত ধরা। আমার কেমন যেন লজ্জাও লাগছিল আবার একটা অদ্ভুত অনুভূতি হচ্ছিল)

- তো এতদিন কোথায় লুকিয়ে ছিলেন?

- লুকাবো কেন? যেমন ছিলাম, তেমনি আছি।

মেয়েটির খেয়াল হলো সে হাত ধরেছে। লজ্জা পেয়ে হাত ছেড়ে দিয়ে বললো-

- বাসার দিকে যাবে? চলুন আমিও যাব।

দুজনে হাঁটছে। এই প্রথম আবির কোনো মেয়ের পাশে হাঁটছে। সন্ধ্যার নিয়নবাতিগুলো যেন পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। গাড়ির লাল-হলুদ আলোগুলো যেন নতুন উচ্ছ্বাসে শ্রিয়মান হয়ে অদ্ভুত সুন্দর তারা হয়ে উঠেছে। মেয়েটি বলে উঠলো-

- আপনি আশ্চর্য মানুষ তো! এখনো আমার নামটা পর্যন্ত জানতে চাইলেন না!

- কি নাম আপনার!

মেয়েটি অদ্ভুতভাবে তাকিয়ে থাকে আর বলে-- আসলেই অদ্ভুত মানুষ আপনি। বলার পর এভাবে কেউ নাম জানতে চায়?

- হুম, বলুন।

- ওকে ঠিক আছে। বকবক আমারই করতে হবে। আমি রুপালী। আপনার নাম কিন্তু আমি জানি।

- কিভাবে? (কিন্তু রুপালী নামটা খুব শিঘ্রই কোথায় যেন শুনেছি মনে হচ্ছিল)

- বারে, বললাম না আপনাকে প্রায়ই দেখি। আপনার বন্ধুরাই তো নাম ধরে ডাকে, তখন শুনেছি।

- ওহ।

- শুধুই ও, ব্যাস!

- তাহলে আর কি বলবো?

- যা খুশি বলুন!

এভাবেই শুরু রুপালীর সাথে। এরপর সিনেমা দেখা, থিয়েটারে যাওয়া, কফিশপ, রাস্তায় হাঁটা কোনটাই বাকি ছিল না। একটা আশ্চর্য সুন্দর সময় কাটছিল। নতুন জায়গায় জব নিয়েছে। লাভলু ভাই যোগাযোগ করে মাঝে মাঝে। সে জানালো, এরপর বস নাকি ভদ্রলোক হয়ে গেছেন। কোনো কর্মীর সাথে বাজে ব্যবহার করে না। আবির চাইলে তার আরো অনেক কিছু করতে পারতো, কিন্তু তার পরিবর্তনের জন্য কিছু করেনি। লাভলু ভাই শুধু এটা বললো

- আসলে যাদের হাতে ক্ষমতা থাকে, কেউ কেউ আছে বিকৃত মনের হয়ে যায়। স্বেচ্ছাচারিতা তাদের রক্তে প্রবেশ করে। নিজেদের স্বার্থই তখন তাদের প্রার্থনাগৃহ হয়ে ওঠে। বাকি যেটা দেখায়, সেগুলো পুরোটাই নাটক।

আবির শুনে শুধু হাসছিল!

রুপালী যেন আবিরকে নতুন একটা ভাল লাগায় ভরিয়ে তুলেছিল। সকল ক্লান্তি, কষ্টবোধ সবকিছুই রুপালী স্পর্শে চলে যেত।

চারদিন হলো রুপালীর সাথে দেখা হয় না। ফোন বন্ধই পায় বেশি। খোলা থাকলেও ধরে না। একবার ধরেছিল, শুধু বললো

- আমি কয়দিন ব্যস্ত আছি। তোমাকে পরে জানাবো সবকিছু।

বিজয় স্বরণীর ফ্লাইওভারের উপর দিয়ে হেঁটে ফার্মগেট আসছে আবির। ফ্লাইওভার থেকে নেমে গলির সামনেই একটা গাড়ির দিকে চোখ যায়। জানালা ফাঁকে চোখ পড়তে দেখলো রুপালী। গাড়ির পেছনে হাঁটা শুরু করলো। দেখলাম একটা দোতলা বাসার সামনে এসে গাড়িটি থামলো। রুপালী নেমে ভেতরে চলে গেল। সামনের দোকান থেকে সিগারেট ধরালো আবির। এরপর বাড়িটির গেইট পার হয়ে ঘরের দরজায় কলিং বেল চাপলো। কিছুক্ষণ বাদে দরজা খুললো। আবির যেন বিশ্বাস করতেই পারছিল না। তারচেয়ে বেশি ভড়কে গেল যে দরজা খুললো। শুকনো গলায় জানতে চাইলো-

- তুমি! এখানে?

- আমারও প্রশ্ন বস আপনি এখানে?

- ওহ, তুমি তো আমার কর্মী নও, তাই

ভেবেচিন্তে কথা বলতে হবে!

- হ্যাঁ নিশ্চয়ই। মনে আছে তাহলে! কিন্তু আপনি এখানে কেন?

- আশ্চর্য, এটা তো আমার বাসা। কিন্তু তুমি কেন আসছো?

আসলে আবিরের মাথায় কোনো কাজই করছে না। রুপালী এখানে ঢোকার পর থেকে কেমন যেন সবকিছু উল্টাপাল্টা লাগছে। ও সোজা দরজা ঠেলে ডুকে গেল। বস এক পাশে গুটিশুটি হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। একটা রুম দেখে দরজাটা ঠেলে ঢুকে দেখে রুপালী গায়ে একটা চাদর দিয়ে বসে আছে বিছানায়। আবিরের মাথায় কোনো কাজ করছিল না। সোজা দৌড় দিয়ে রাস্তায় নেমে পড়ে। মাথাটা ঝিমঝিম করছে। মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ে বমি করে দিল আবির। কিছুক্ষণবাদে উঠে সোজা

(৪৭ পৃষ্ঠায় দেখুন)

এক কৃপণ ফাদার

ফাদার আবেল বি. রোজারিও

নাম তার শ্রদ্ধেয় ফাদার আন্তনী লরেন্স গমেজ। জন্ম ০৬ সেপ্টেম্বর ১৯০০ খ্রিস্টবর্ষে গোল্লা ধর্মপল্লীতে যাজকবরণ, ১৯২৭ খ্রিস্টবর্ষে গোল্লা গির্জাতে মৃত্যুবরণ ০৩ এপ্রিল ১৯৭৭ খ্রিস্টবর্ষে হাসনাবাদ ধর্মপল্লীতে।

১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দের মে মাসে একদিন ফাদার আন্তনীর সাথে আমার দেখা হয় আর্চবিশপ ভবনে। ফাদার তার কোমরের বেল্ট দেখিয়ে আমাকে বললেন - আবেল আমি এই বেল্ট টা কিনলাম চকবাজার থেকে ৫০ পয়সা দিয়ে আশেপাশে যে কোন দোকান থেকে কিনলে এর দাম হতো অন্তত ৮০ পয়সা। আমি বললাম - এইযে আপনি চক বাজারে গেলেন, আবার আসলেন তাতে তো রিক্সাভাড়াই লাগল অন্তত ১ টাকা। ফাদার আন্তনীর উত্তর :- তুমি আমাকে বোকা মনে করেছো? আমি হেঁটে গিয়েছি, হেঁটে এসেছি। তাহলে আপনি ঠিক ৩০ পয়সা বাঁচিয়েছেন, আমি বললাম।

আর একদিন তিনি আমাকে বললেন - আবেল আমি ১০০ বছর বাঁচবো আর কিভাবে ১০০ বছর জীবিত থাকা যায়, আমি তোমাকে সেই কৌশল শিখাবো। কিন্তু দুঃখের বিষয় তিনি আর আমাকে তা শিখাতে পারলেন না, তার আগেই মারা গেলেন।

ফাদার আন্তনী অনেক বছর মথুরাপুর ধর্মপল্লীতে ছিলেন। একদিন আমি ফাদারকে জিজ্ঞেস করলাম - ফাদার আমি শুনলাম আপনি নাকি মিশন থেকে কোন গ্রামে গেলে পায়ের জুতা হাতে বহন করতেন আর গ্রামে ঢুকার সময় পায়ে দিতেন? ফাদারের উওর:, হ্যাঁ নিশ্চয় আমি তা করতাম । কিন্তু কেন করতাম, তাও কি তুমি বুঝতে পারতে? দেখ জুতা জোড়া হাতে নিলে; তা আরও বেশি দিন টিকবে।

ফাদার আন্তনী মনসিনিয়র পিটারের সাথে মথুরাপুর ছিলেন। মনসিনিয়র পিটারের কাছ থেকে শুনেছি ফাদার আন্তনী যে ব্লেইড দিয়ে শেভ করতেন মানে দাড়ি কামাতেন, মাঝে মধ্যে তিনি সেই ব্লেইডটা নিজে ধার করতেন, এইভাবে তিনি একটা ব্লেইড কয়েক মাস ব্যবহার করতেন।

ফাদার আন্তনী ছিলেন মিতব্যয়ী, খুবই মিতব্যয়ী। প্রয়োজনের অতিরিক্ত তিনি কিছুই কিনতেন না, ব্যয় করতেন না। তিনি অতি সাধারন জীবন-যাপন করতেন। পোশাক-আশাকের দিক দিয়ে, খাওয়া-দাওয়ার দিক দিয়ে তিনি ছিলেন খুবই মিতব্যয়ী। তাই আমরা কয়েকজন তকে কৃপণ ফাদার বলতাম।

১৯৭৭ খ্রিস্টবর্ষ ফাদার আন্তনী ছিলেন হাসনাবাদ ধর্মপল্লীর পালপুরোহিত আর আমি ছিলাম বান্দুরা সেমিনারীর পরিচালক। তালপত্র রোবিবারে আগের দিন ২ এপ্রিল শনিবার দিন আর্চবিশপ টি এ গাঙ্গুলী আঠারো গ্রামের সকল পালপুরোহিতদের একটা চিঠি পাঠালেন। পত্রের বিষয়বস্তু হলো আঠারোগ্রামের কোন ধর্মপল্লীকে আর মাসিক ভাত দেওয়া হবে না, তাদেরকে এখন থেকে স্বাবলম্বী হতে হবে। এই পত্র পড়ে ফাদার আন্তনী তো ভীষণ চিন্তায় পড়লেন কিভাবে আমরা চলবো, কিভাবে মিশন চলবে। পরের দিন ৩ এপ্রিল তালপত্র রোববার, খ্রিস্টযাগের পর ফাদার ডেনিস স্যারকে ডেকে বললেন আর্চবিশপ তো আমাদের খাওয়ার টাকা বন্ধ করে দিলেন? আমরা এখন কিভাবে চলবো? ডেনিস স্যার বললেন, ফাদার আপনি একটুও চিন্তা করবেন না আমরাই টাকা পয়সা দিয়ে আপনাকে সাহায্য করবো। তুইতালের ফাদারের চিঠিটা আমাকে দিন, আমি আগামীকাল কোন এক ছাত্রের মাধ্যমে পাঠিয়ে দিবো। ফাদার বলে উঠল না, না, এতো গুরুত্বপূর্ণ চিঠি একজন ছাত্রের হাতে দেওয়া যাবে না। আর একটু পরে আমি তুইতাল যাবো চিঠি নিয়ে। তারপর ফাদার নিজেই তুইতাল গেলেন। ফাদার যোসেফ দওকে চিঠি দিলেন, অনেক আলাপ আলোচনা করলেন, দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর ৩টার সময় হাসনাবাদ রওনা দিলেন। অর্ধেক রাস্তা আসার পর মাথা ঘূর্ণি দিয়ে তিনি বটগাছের নীচে পড়ে যান এবং অবচেতর অবস্থায় পড়ে থাকেন।

ঐ একই দিনে, প্রায় একই সময়ে কয়েকজন সেমিনারীয়ানসহ আমি তুইতাল থেকে বান্দুরা আসতেছিলাম। পথে ফাদারকে এই অবস্থায় দেখে আমি ২জন ছেলেকে পাঠালাম ডাক্তার আনতে, আরও ২জনকে পাঠালাম কয়েকজন মহিলাকে আনতে। আর ফাদারের অনুরোধে আমি নিচুঁ হয়ে তার পাপস্বীকার শুনলাম। তারপর আমরা ফাদারকে উচুঁ করে ধরাধরি করে কাছের এক হিন্দু বাড়িতে নিলাম। ইতিমধ্যে ২ জন ডাক্তার ও কয়েকজন মহিলা আসলো। ডাক্তার বললেন- উনি আর নেই, মারা গেছেন। পরদিন আর্চবিশপ টি এ গাঙ্গুলী আসলেন। বিকেলে সাড়ে চারটায় খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন এবং সমাহিত করেন।

এর ১০/১২ দিন পর ফাদারের ব্যক্তিগত ডায়েরিতে লিখিত পাওয়া গেল, যা দেখে আমরা অবাক হয়ে গেলাম। লিখিত ছিল গ্রীনলেজ ব্যাংকে আমি ৫০,০০০ (পঞ্চাশ) হাজার টাকা জমা রেখেছি সেমিনারীয়ানদের জন্য। তিনি সেমিনারীয়ানদের কাঁধেই মারা গেলেন। তখনকার পঞ্চাশ হাজার টাকা এখনকার সময়ে অন্তত পাঁচ লক্ষ হবে।

এখন স্পষ্টই বোঝা গেছে ফাদার আন্তনী কৃপণ ছিলেন না, একটুও না। তিনি ছিলেন দয়ালু, দরদি, স্বার্থত্যাগী, পরোপকারী এক মহান ব্যক্তি। নিজে কষ্ট করে, ত্যাগস্বীকার করে এতো টাকা জমা করেছেন সেমিনারীয়ানদের জন্য, নিজের জন্য নয়। তিনি সেমিনারীয়ানদের মনে প্রাণে ভালোবাসতেন। ধন্য, ধন্য ফাদার আন্তনী, অঘোষিত এক মহান সাধু॥ ❑

রহস্যময় যুবক!

লাকী ফ্লোরেন্স কোড়াইয়া

প্রেমের ইতিহাসে নাম লেখালো এক যুবক।
বয়স তখন তাঁর সবে তেত্রিশ,
যুবকের তখন জীবিকার খোঁজে ছুটার পালা
বিয়ে করে সংসার ধর্মে মত্ত হওয়ারই কথা!
কিন্তু যুবক ইতিহাস পাল্টে দিলো,
নিজের ভাগ্য গণনা করে পা বাড়ালো
এক ভিন্ন পথে-এক নতুন ইতিহাস গড়ার লক্ষ্যে।
যুবক বেছে নিলেন ভালোবাসা নামের এক অস্ত্র,
ভালোবাসলেন, ভালোবাসতে শেখালেন।
যুবক দুই বাহু প্রসারিত করলেন
ভালোবাসার চরম মূল্য দিতে
পবিত্র রক্তের বন্যা বহালেন
আঘাতের প্রতিদানে শুনালেন ক্ষমার বাণী!
বিশ্বে অমর হয়ে সেই বাণী
ধ্বনিত হয় সকল প্রাণে।
যুবক অন্ধকার জয় করে দেখালেন সত্য পথ
অতপর প্রেমের নতুন ইতিহাস গড়লেন!
ক্ষমা, প্রেম, ত্যাগ ও সেবার আদর্শ
সেই যুবক মৃত্যুঞ্জয়ী পুনরুত্থিত খ্রিস্ট।

নিয়মিত কলাম

সেদিনের গল্পকথা

হিউবার্ট অরুণ রোজারিও

উজ্জ্বল আলো ছড়ানো ভাতিকানের শিল্পকর্ম

জনশূন্য ভাতিকানে মহামান্য পোপ ফ্রান্সিস একা ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করছেন। সাধু পিতরের ব্যাসিলিকার সামনে বিশাল আঙ্গিনায় যেখানে এক সাথে প্রায় পাঁচ লক্ষ মানুষ জড়ো হতে পারে সেখানে, মাটিতে পোপ কোভিড-১৯ মহামারী থেকে পৃথিবীর মানুষকে রক্ষা করার জন্য ষষ্ঠাঙ্গে বিনিত অনুরোধ করছেন "প্রভু ঈশ্বর তোমার সৃষ্ট বিশ্বকে আশীর্বাদ কর আমাদের সুস্থ রাখ আমরা মহামারিতে দুর্বল হয়ে ম্রিয়মান। সারা বিশ্ব এমন ঘন অন্ধকারে ঢেকে গেছে, কেড়ে নিচ্ছে আমাদের অসহায় জীবন, হে প্রভু আমাদের আবার স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে দাও। মহাশিল্পী বারনেল্লির বিশাল চত্বর যা তিনি ১৬৬৭ খ্রিস্টাব্দে নকশা করেছিলেন, নিশ্চুপ নিথর জনশূন্য ময়দান। চতুর্দিক থেকে জনগণের আর্তি শোনা যায় বাতাসে "হে প্রভু রক্ষা কর"

রোমের তিবের নদীর তীরে ভাতিকান পাহারের ওপর ভাতিকান সিটি। মধ্যযুগে রেনেসাঁর সময়ে নির্মিত মাইকেল এঞ্জেলোর নকশা করা সেন্ট পিটারস ব্যাসিলিকা, প্রাচীর দিয়ে ঘেরা, বিশ্বের ক্ষুদ্রতম রাষ্ট্র, রোম নগরী থেকে আলাদা, তবে নেই কোন চেকপোস্ট। প্রাচীরের ভেতরে রয়েছে অনেক মনোরম উদ্যান, বাহারি সব দালান কোঠা, রয়েছে চত্বরের সমাবেশ। সবচেয়ে বড় দালানটিই সেন্ট পিটারের ব্যাসিলিকা, রোমান কাথলিকদের সবচেয়ে বড় গির্জা ও পূণ্যস্থান। এখনেই কাথলিক খ্রিস্টানদের চূড়ামনি পোপ মহোদয় বাস করেন। এর সাথেই আছে বিশ্বখ্যাত মহাকাল অবজারবেটরি, লাইব্রেরী। ভাতিকান সিটি পোপের রাষ্ট্র, তিনিই শাসনকর্তা।

১৮৭০ খ্রিস্টাব্দের আগে এবং পরে ভাতিকান ইতালির অংশ ছিল কিন্তু মূল ইতালি ও ভাতিকানের শাসক ছিল সম্পূর্ণ আলাদা। এই অস্বাভাবিক বৈরী অবস্থান থেকে মুক্ত করেন ইতালির এক নায়ক বোর্নাতো মুসলিনি ও রাজা তৃতীয় ভিক্টর ইন্মানুয়েলের পক্ষে এক চুক্তির মাধ্যমে। চুক্তি মোতাবেক ভাতিকানকে স্বাধীন সার্বভৌম দেশের মর্যাদা প্রদান করা হয়। সাথে ইতালি সরকারকে ৯২ মিলিয়ন ডলার ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য করা হয় পোপকে অপমান করার জন্য।

ভাতিকান বিশ্বের ক্ষুদ্রতম রাষ্ট্র মাত্র ২ মাইল লম্বা সীমানা, এটা ছাড়াও মোট ১০৯ একর জমির ওপর দাঁড়িয়ে আছে। ইতালির প্রত্যন্ত অঞ্চলেও ১৬০ একরের মালিকানা পোপের রয়েছে। পোপের রয়েছে ব্যাংকিং টেলিফোন ও টেলিগ্রাফ বিভাগ, হাসপাতাল ও ফার্মেসি, পত্রিকা, রেডিও ও টেলিভিশন। পোপের নিরাপওার জন্য রয়েছে ১৩৫ জন সুইস গার্ড যারা ১৫০৬ খ্রিস্টাব্দ থেকে পোপের ব্যক্তিগত নিরাপত্তা প্রদান করে আসছে।

ভাতিকান মিউজিয়াম, লাইব্রেরী ও আর্কাইভে ঢুকতে টিকিট কাটতে হয়, তবে সাধু পিতরের মহামন্দিরে ঢুকতে কোন টিকিটের প্রয়োজন নেই। প্রতি বছর এ সব দেখতে কোটি কোটি পর্যটক ও খ্রিস্টভক্তগণ এখানে আসেন। পৃথিবীর ইতিহাসে অনেক পট পরিবর্তন ও গুরুত্বপূর্ণ সব ঘটনা প্রবাহের সাক্ষী এই ভাতিকান। সবচেয়ে রহস্যের স্থানটি হলো ভাতিকান আর্কাইভ বা সংগ্রহশালা এটাকে বলা হয়ে থাকে "হাউস অব সিক্রিট"। বিগত শতাব্দিগুলোতে বিভিন্ন সময়ে পোপের আদেশ, প্রজ্ঞাপন, নানা দলিল, চিঠিপত্র, অধ্যাদেশের সঙ্গে অনেক ইতিহাসের বিভিন্ন সময়ের নিদর্শন রক্ষিত আছে। এই আর্কাইড শপ্তদশ শতকে পোপ পঞ্চম পলের হাতে শুরু হয়। পোপের বিশেষ অনুমতি ছাড়া কেউ এখানে প্রবেশ করতে পারে না। ১৮৮১ খ্রিস্টাব্দে পোপ ১৩ লিওর অনুমোদনের আগ পর্যন্ত এই আর্কাইড ও সংগ্রহশালায় জন্য প্রবেশকারীর অনুমতি ছিল না। পরে পোপ লিও গবেষকদের প্রবেশের অনুমতি দান করেন।

সেন্ট পিটার বাসিলিকায় ঢুকতেই মহাশিল্পী মাইকেল এঞ্জেলোর শ্বেত পাথরের স্থাপনা প্রভু যিশুর ক্রুশীয় মৃত্যুর পর কুমারী মারিয়ার কোলে তার শবদেহ, মর্মান্তিক দুঃখময়, সেই বেদনাময় দৃশ্য, যা নাকি মাইকেল মনে-প্রাণে অনুধাবন করে প্রস্তরের গায়ে ফুটিয়ে তুলেছেন। কয়েক বছর আগে এক বিকৃতমনা ধর্মান্ধ সেই শ্বেত পাথরের সৃষ্টির ওপর হাতুরি দিয়ে আঘাত হানে, খানিকটা ক্ষতি করেছে ফলে কয়েক মিটার দূর থেকে এখন সে জীবন্ত পিয়াতাকে দর্শন করতে হয়।

ভাতিকান আর্কাইভের মধ্যে রয়েছে সবচেয়ে পুরানো দলিল ৮০৯ খ্রিস্টাব্দের পোপের একটি ভাষণ। রয়েছে বাইবেলের পুরানো ডকুমেন্ট। মহাশিল্পী লিওনার্দো দ্যা ভিঞ্চির নিজ হাতে লেখা ডায়েরি, রয়েছে জ্যোর্তিবিদ গ্যালিলিওর নিজের হাতে লেখা দুটি বই। খ্রিস্টধর্ম ও মতবাদের অনেক ডকুমেন্টসহ আরও দুর্লভ পেইন্টিং, বই, ভাস্কর্য, অনেক মহামূল্যবান রত্ন এবং হলিসির শাসনতন্ত্রের শাসনতন্ত্র।

২২ ধরনের আলাদা-আলাদা সংগ্রহশালা নিয়ে গড়ে উঠেছে ভাতিকান যাদুঘর। সেখানে রয়েছে মিশনারী সভ্যতার সংগ্রহ, ইৎরুস্কাস সংগ্রহ, বোর্ডিয়া ডিপার্টমেন্ট, রোমান চিত্রকলা, এবং বিশাল শিল্পী রাফায়েলের কামরা, সাথে যুক্ত সিস্টিন চ্যাপেল। মিশরীয় সংগ্রহশালায় রয়েছে মিশরীয় মমি।

রয়েছে হাতের সূক্ষ ফ্রেসকো গ্যালারী, আর রয়েছে হাজার বছরের পুরানো, অবিশ্বাস্য রকমের জীবন্ত সব ভাস্কর্যসমূহ। একইভাবে ছাদের দীর্ঘ এলাকা জুড়ে মহাশিল্পী মাইকেল এঞ্জেলোর শিল্পকর্ম। চারদিকে জীবনের উৎস, উজ্জ্বল আলো ছড়ানো শিল্পকর্ম যার তুলনা শুধু নিজেই।

রেনেসাঁ যুগের বিখ্যত চিত্রকর রাফায়েলের বিশ্বখ্যাত পেইন্টিং "স্কুল অব এথেন্স" এর বিশাল ক্যানভাসে রয়েছে, সক্রেটিস, প্লেটো, টলেমি, পিথাগোরাস, এরিস্টটল, লিওনার্দো দ্যা ভিঞ্চি, মাইকেল এঞ্জেলো, ইউক্লিড, আলেকজেন্ডার হিরোডটাস জেরোস্টার এবং একমাত্র নারী সদস্য বিদুষী গণিতবিদ হাইপোশিয়া গণিতকলা। মহাশিল্পী (১৫১৬-১৫২০) রাফয়েল বিশাল গণিত শাস্ত্রের চিত্রকলাটি নীল-সাদা আকাশের ব্যাকগ্রাউন্ড দিয়ে একেছেন, যা দর্শনকালে মানুষ মনে করে তারা নিজেরাই সেই এথেন্সের জ্ঞান সভায় উপস্থিত আছেন। রাফায়েলকে বলা হয় মরণশীল ঈশ্বর।

(৫৩ পৃষ্ঠায় দেখুন)

উন্নয়ন ভাবনা

২৬

ডক্টর ফাদার লিটন এইচ গমেজ সিএসসি

খ্রিস্ট জীবন্ত : আমাদের আশা, আমাদের মনোবল

১। পুনরুত্থান পর্বের প্রস্তুতিতে আমরা ধ্যান করতে চেষ্টা করেছি- উপবাস, প্রার্থনা এবং দান কর্ম আমাদের মন পরিবর্তনকে সম্ভব ক'রে তোলে, অন্যদিকে এসব আমাদের মনপরিবর্তনের চিহ্নও (মথি ৬:১-১৮)। উপবাসের মাধ্যমে ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বস্ত হই, প্রার্থনায় অন্তরে আশার আলো দেখতে পাই এবং দান-কর্মের মাধ্যমে 'যত্নের সংস্কৃতি' চর্চা করতে পারি। ফলে নিজে রূপান্তরিত হয়ে অন্যকে রূপান্তরিত হতে অনুপ্রাণিত করি। জীবন-যাপনে প্রার্থনা, ধ্যান, উপাসনা ও সংস্কারীয় জীবনের প্রতি অনুরাগ ও আগ্রহ বৃদ্ধি পাবে; খ্রিস্টীয় বিবাহ, যাজকীয় ও সন্ন্যাসব্রতী জীবনের আহ্বান সম্পর্কে নবচেতনা ও নবজাগরণ ঘটবে; ধর্মশিক্ষা গ্রহণে ও দানে নিষ্ঠতা বাড়বে; সামাজিক জীবনের সম্পৃক্ততা বাড়বে; দয়াকর্ম, সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক কর্মকাণ্ডের জন্য নতুন উদ্যোগ ও চেতনা সৃষ্টি হবে এবং খ্রিস্টবিশ্বাসে যাদের স্খলন ঘটেছে, তারা আবার খ্রিস্টীয় জীবনে ও মণ্ডলীর মিলন-সংযোগে ফিরে আসে। ফলে আমাদেরকে নিখাঁদ বিশ্বাস, জীবন্ত আশা এবং কার্যকরী দানশীলতার জীবন যাপনে সমর্থ ক'রে তোলে।

২। এ বছরের পুনরুত্থান পর্বটিও আমাদের নিকট যিশুর প্রথম শিষ্যদের অভিজ্ঞতার মতোই। করোনাভাইরাসের 'ধ্বংস ও মৃত্যুর আক্রমণ' দুর্বল হয়েও আবার নতুনভাবে সংক্রমণ শুরু। ফলে সাধারণ জনগণের মনে অনিশ্চয়তা ও সংশয় বাড়ছে। যিশুর মৃতদেহ সমাধিগুহায় শুইয়ে রেখে শিষ্যদের কারও কারও মনের মধ্যে অনিশ্চয়তা, সংশয় ও সন্দেহ ছিল *(মথি ২৮: ১৭)*। তবে কয়েকজন নারীর একটি ক্ষুদ্রদল সক্রিয় ছিল; যিশুর মৃত্যু তাদেরকে হতাশায় পঙ্গু করে ফেলেনি। বরং তারা একটি সাধারণ কাজ অসাধারণভাবে করেছে। তারা যিশুর পবিত্র দেহে গন্ধদ্রব্য লেপনের কাজটি আরও সুষ্ঠভাবে সম্পন্ন করার জন্য সুগন্ধি-মশলা প্রস্তুত করে নিয়ে এসেছে। গত বছর নিস্তার জাগরণীর অনুধ্যানে পোপ ফ্রান্সিস বলেছেন- "তারা তাদের ভালবাসার দুয়ার বন্ধ করে রাখেনি; তাদের অন্তরের অন্ধকারে দয়ার শিখা প্রজ্জলিত রেখেছে।" আমাদের ভাবতে হবে- আমাদের জীবনের অনিশ্চয়তা, সংশয় ও সন্দেহের মুহূর্তে আমরা কি ভয়ে ভালবাসার দূয়ার বন্ধ রেখেছি? অভাবী ও বিপদাপন্ন ভাই-বোনদের সেবা-যত্নের জন্য আমি কীভাবে গন্ধদ্রব্য, সুগন্ধি-মশলা নিয়ে প্রস্তুত আছি?

৩। যিশুকে সমাধিগুহায় রেখে যিশুর মা একটি নতুন সূর্যকিরণ, একটি নতুন দিন দেখার আশা নিয়ে প্রার্থনারত সময় কাটিয়েছেন। তিনি আজ আমাদের সকলের মা। পোপ মহোদয় একটি অনুধ্যানে বলেছেন- "যিশুর দেহটি মাটিতে শোয়ানো বীজ যিনি পৃথিবীকে নতুন জীবন দান করবেন এবং মা মারীয়া প্রার্থনা ও ভালবাসা দ্বারা এই আশাটি প্রস্ফুটিত হতে সহায়তা করেছেন।" প্রার্থনা আমাদের জন্য একটি অন্যতম আধ্যাত্মিক ঐতিহ্য যা বিভিন্ন সময় অভিজ্ঞতা করছি। একটি অন্ধকার ও বিরক্তিকর অভিজ্ঞতা যা আমাদের কাছে অভিশাপের মতো হতে পার। ঐ মুহূর্তে প্রার্থনা আমাদের জীবনে গভীর অভ্যন্তরীণ রূপান্তর আনে, শান্তির সূচনা করে। এমন কী কিছু সময় পরে অপ্রত্যাশিত আনন্দ ও আশীর্বাদের অভিজ্ঞতা করতে পারি। এই অবরুদ্ধ সময়ের দুর্গতিতে আমরা চিন্তা করি- আমরা কতটা সময় প্রার্থনায় কাটিয়েছি, আমরা কতোটুকু আশা ও মনোবল নিয়ে মা-মারীয়ার মত সবকিছু নতুন স্বাভাবিকতায় গ্রহণ করতে প্রস্তুত হয়ে আছি? পরিবারে কীভাবে প্রার্থনারত জীবন-যাপন করছি?

৪। এই দিনেই 'আশা' পৃথিবীতে প্রবেশ করে। যিশুর সাথে নারীদলটির সাক্ষাৎ ঘটে। তারা বুঝেছেন যিশুর মৃত্যু তাঁর মহিমা-লাভের সোপান মাত্র। যিশুর কথা শুনে তাদের অন্তরে আশা ও মনোবল আগুনেরই মতো আবার জ্বলে ওঠেছে। পোপ ফান্সিস বলেছেন- "ভয় করো না, ভয় পেও না -এই আশার বার্তাটি আজ আমাদের কাছেও এসেছে। একই বাক্য ঈশ্বর আমাদের জন্য দিয়েছেন।" পোপ মহোদয় আরো বলেছেন- "আশা করাটা আমাদের অধিকার। ভোরের আলোর সাথে সাথেই 'আশা' পৃথিবীতে প্রবেশ করেছে।" একদল নারীই 'আশা'র বার্তাটির প্রথম দূত হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেছিল। এটি নৈরাশ্যের হাত থেকে আমাদের উদ্ধারের এক বার্তা, আমাদের মনে কি আনন্দ, কি ভক্তির উচ্ছ্বাস- কীভাবে তা প্রকাশ করছি? অতিভোগ, অতিউৎসব, অতি পরিবেশন ও পানাহার অথবা আমাদেরকে নিখাঁদ বিশ্বাস, জীবন্ত আশা এবং কার্যকরী দানশীলতার জীবন যাপনে সমর্থ ক'রে তুলছে।

৫। পুনরুত্থানেরই একটি ঐশদান-আশা। সবকিছুর শেষে অশুভকে পরাজিত করে শুভ জয়ী হবে এমন আশাবাদ এটি নয়। বরং এটি পিতা ঈশ্বরের কাছ থেকে আগত অনুগ্রহদান 'আশা'। এটি একটি ঐশদান যা আমরা নিজেরা অর্জন করিনি। বর্তমান পরিস্থিতিতে আমরা বলে থাকি আগামী সপ্তাহ বা কয়েকদিনের মধ্যে করোনাভাইরাস বাহাদুরি সব ঠিক হয়ে যাবে। মনে করতে শুরু করেছি সবকিছু স্বাভাবিক হয়ে এসেছে কিন্তু বিগত সপ্তাহগুলোতে আমরা অভিজ্ঞতা করেছি, সময় অতিবাহিত হয়েছে তথাপি আমাদের এমন আশাবাদ অর্থহীন প্রমাণিত। যিশু প্রদত্ত আশা

ভিন্ন সংবাদ দেয়। তিনি আমাদের অন্তরে দৃঢ় বিশ্বাস দিয়েছেন, ঈশ্বর সমস্ত কাজের সমাপ্তিতে ভালো কিছু সমাধান দিবেন। কারণ 'কবর' থেকেও তিনি 'জীবন' ফিরিয়ে এনেছেন। এই দুর্যোগের পরে পরিবেশ আরো ভাল হবে, তিনি আমাদের পরিচালনা করবেন। "ঈশ্বর যিনি শূন্য থেকে মহাবিশ্ব সৃষ্টি করেছেন, তিনি পৃথিবীতেও হস্তক্ষেপ করতে পারেন এবং সব ধরণের অমঙ্গলকে পরাস্ত করতে পারেন। অন্যায্যতা অজেয় নয়" (লাউদাতো সি-৭৪)। অফুরন্ত আশা, গভীর বিশ্বাস ও দৃঢ় মনোবল নিয়ে পিতা ঈশ্বরে দান গ্রহণে অপেক্ষা করি। প্রার্থনা, দয়াকাজ ও ত্যাগস্বীকারের মাধ্যমে আমাদের বিশ্বাস, আশা ও ভালবাসা নবায়িত হতে দেই।

৬। পোপ ফ্রান্সিস অনুধ্যানে বলেছেন- "তিনি হৃদয়ের পাথরও সরিয়ে দিতে পারেন। একটি কবর থেকেই জীবন আবির্ভূত এটাই আমাদের আশা। যিনি এমন এক স্থান থেকে আবির্ভূত হয়েছেন, সেখান থেকে কেউ কখনও আবির্ভূত হয়নি- এটি কবর। যিনি সমাধির প্রবেশদ্বার বন্ধ করার পাথরটি সরিয়ে দিয়েছেন, এই দুর্যোগ সময়ে তিনি আমাদের ভারাক্রান্ত হৃদয়ের পাথরও সরিয়ে দিতে পারেন।" তিনি আমাদের ত্যাগ করেননি, তিনি আমাদের সাথে আবার সাক্ষাৎ করেছেন। তিনি আমাদের বেদনা, যন্ত্রণা এবং মৃত্যুর মধ্যে প্রবেশ করেছেন। তাঁর আলো সমাধির অন্ধকারকে দূরে সরিয়ে দিয়েছে, আজ তিনি চান, সেই আলো আমাদের জীবনের অন্ধকারময় স্থানেও প্রবেশ করুক, কৃষ্ণকালো মেঘে ঢাকা বিশ্বেকে (দ্রষ্টব্য: ফ্রাতেল্লি তুত্তি) আলোকিত করুক। তিনি আমাদের শিখিয়েছেন কিভাবে অস্বস্তিকর ও গুরভার দুশ্চিন্তা জয় করা য়ায়- "শান্ত-সমাহিত অনুভূতি নিয়ে জীবনকে দেখা, প্রতিটি মুহূর্তকেই ঈশ্বরের দান বলে গ্রহণ করা (লা. সি.- ২২৬)। আমরা নিজেদের সমস্যার পাথর সরিয়ে দিতে খ্রিস্ট যিশুর অনুগ্রহ প্রার্থনা করি, বারে-বারে তাঁকে অনুরোধ করি, তিনি আমাদের ফিরিয়ে দেবেন না। 'ফ্রাতেল্লি তুত্তি' প্রৈরিতিক পত্রে পোপ ফ্রান্সিস বাইবেলে বর্ণিত দয়ালু সমরীয়র উপমা কাহিনী ধ্যান করার আহ্বান জানিয়ে বলেছেন- আমরা যা অভিজ্ঞতা করি, এই কাহিনী তার মধ্যে একটা উজ্জ্বল আলোকরশ্মির মতো বিরাজ করছে। এই উপমা কাহিনী আমাদের স্মরণ ক'রে দেয় যে, পরিবারে যে স্বাভাবিক ভালোবাসার অভিজ্ঞতা হয়- তা আমরা অচেনা মানুষদের প্রতিও দেখাতে পারি। এই ভালোবাসা আমরা ব্যক্তিগতভাবে এবং সামাজিকভাবে প্রকাশ করে পরিবারভূক্ত হয়ে উঠতে পারি। ভ্রাতৃবোধ ও সামাজিক বন্ধুত্ব নবায়ন করে আমরা একে অন্যের হৃদয়ের পাথর সরিয়ে দিতে পারি।

৭। দুর্গতিতে 'মনোবল' পুনরুত্থানের একটি অনুগ্রহদান। আমাদের হৃদয়ে রাখা পাথরটি সরিয়ে দিয়েই আমরা যিশুর মনোবল গ্রহণ করতে পারি। পুনরুত্থিত খ্রিস্ট আমাদের মনের গভীরের ভয়টি অনুভব করতে পারেন। পোপ মহোদয় বলেছেন- "খ্রিস্ট আমাদের সাহস দিচ্ছেন, তিনি আমাদের জীবন এবং আমাদের মৃত্যুতেও আমাদের সামনেই চলছেন। তিনি আমাদের আগে গালিলেয়া যাচ্ছেন, সেখানে তাঁর ও শিষ্যদের প্রতিদিনের জীবন, পরিবার ও কাজের স্মৃতি স্মরণ করিয়ে দেন। তিনি আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে কাজ-কর্মে আশা নিয়ে আসতে চান।" শিষ্যদের জন্য গালিলেয়া স্মৃতিময় স্থান কারণ এখানেই তাদের প্রথম আহ্বান করেছেন। গালিলেয়া ফিরে আসার অর্থ তিনি আমাদের প্রথম ভালবেসেছেন ও আহ্বান করেছেন। রবিবার হচ্ছে পুনরুত্থানের দিন, নতুন সৃষ্টির "প্রথম দিন" যেখানে ঈশ্বরের সাথে, নিজের সাথে, অপরের সাথে ও বিশ্বসৃষ্টির সাথে আমাদের সম্পর্ক নিরাময় হয় (লা.সি.- ২৩৭)। আমরা স্মরণ করি- প্রথমবার কোথায় যিশুর আহ্বান পেয়েছি, প্রথমবার কখন বুঝেছি তিনি আমার পাশেই আছেন, প্রথমবার যখন খ্রিস্টপ্রসাদ গ্রহণ করেছি তখনকার অভিজ্ঞতা স্মরণ করি এবং আজও এ দুর্গতিতে তাঁর অনুগ্রহ প্রার্থনা করি।

৮। তিনি আমাদের আজ জগতের সর্বত্র প্রেরণ করছেন (মথি ২৮:১৯)। পোপ মহোদয় বলেছেন- "তিনি আমাদের শুধু পবিত্র স্থান গালিলেয়া নয় বরং পৃথিবীর সর্বত্র প্রেরণ করছেন। আমরা যেখানে বসবাস করি সেখানেই তিনি আমাদের প্রেরণ করছেন।" তিনি চান তাঁর প্রতি বিশ্বাসী যারা সকলের নিকট আমরা 'জীবনের মঙ্গলবার্তা' পৌঁছে দেই। আমরা যারা জীবন বাণী অভিজ্ঞতা করেছি তারা যদি জীবনের কথা না বলি তবে কে বলবে? খ্রিস্ট জীবন্ত। "তিনি কখনো আমাদের প্রত্যাখ্যান করেন না, তিনি আমাদেরকে একা ফেলে রেখে যান না, কেননা তিনি নিশ্চিতরূপে আমাদের এই পৃথিবীর সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করেছেন এবং তাঁর সেই ভালবাসা সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়ার নতুন পন্থা খুঁজে পাওয়ার জন্য প্রতিনিয়ত অনুপ্রেরণা দান করেন" (লা. সি.- ২৪৫)। আসুন, এই যাত্রাপথে আমরা সুর মিলিয়ে গান করি। আমাদের এই কষ্টের যাত্রা, আমাদের এই সংগ্রামের যাত্রা যেন প্রত্যাশিত আনন্দ বিনষ্ট করতে না পারে। তিনিই আমাদের আশা, তিনিই আমাদের মনোবল। জয় মৃত্যুঞ্জয়, জয় তোমারই জয়॥ ❑

উজ্জ্বল আলো ছড়ানো ...

(৫১ পৃষ্ঠার পর)

পোপ দ্বিতীয় জুলিয়াসের নির্দেশনায় মাইকেল এঞ্জেলোর সিস্টিন চ্যাপেলের ভেতরে প্রবেশ করলে মানুষের মস্তক শ্রদ্ধাবশত নুয়ে আসে মাইকেলের প্রতি। পৃথিবীর সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ ভাস্কর ও চিত্রশিল্পী রেনেসাঁ যুগের অন্যতম সেরা স্থপতি ..... নকশাবিদ মাইকেল এঞ্জেলো প্রস্তরের মধ্যে নকসা দেখতেন, কোন মডেল বা ডিজাইন দিয়ে তিনি শিল্পকর্ম সৃষ্টি করতেন না। তিনি সিস্টিন চ্যাপেলের ছাদে চার বছর ধরে উল্টোভাবে তক্তায় শুয়ে-শুয়ে অপরিসীম যন্ত্রণা সহ্য করে, বিশ্বকে তাঁর পেইন্টিং এর মাধ্যমে উদ্ভাসিত করে গেছেন। সেখানে রয়েছে পবিত্র বাইবেলের নানা অধ্যায়। পিতা ঈশ্বরের আলো ও আঁধারকে আলাদা করার দৃশ্য, আদম ও হবার শাস্তি, স্বর্গ থেকে বিতারণ, নূহের বন্যার পর্যায়ক্রমের সকল ঘটনা।

মাইকেল এঞ্জেলোর সিস্টিন চ্যাপেলের লাস্ট জাজমেন্টের চিত্রকর্ম, দর্শনকালে মানুষ স্তম্ভিত হয়ে পরে, নিজ নিজ পাপের জন্য অন্যায় অবিচারের লিপ্ত হওয়ার বাসনা সব চলে যায়। শতাব্দির পর শতাব্দি ধরে এই সব চিত্রকলা দেখে মনে হয় সবই জীবন্ত, মনে হয় মাত্র সে দিন করা হয়েছে। ১৫১২ খ্রিস্টাব্দে মাইকেল নিজ সমাধির নক্শা করে মহাপ্রয়াণ করেন, সেখানে দেখা যায় স্বর্গ দূতগণ মহা দুঃখে মাইকেলকে পৃথিবী থেকে তুলে স্বর্গধামে নিয়ে যাচ্ছে। সকল স্বর্গীয় দূতগণ অসীমলোকে কাঁদকে কাঁদতে, তাকে তুলে নিচ্ছে, সমাধির উপর লেখা রয়েছে "**Even The Angles Cry**"

প্রভু যিশুর ১২ জন শিষ্যের মধ্যে প্রধান সাধু পিতর নির্ভিকভাবে মঙ্গলসমাচার প্রচার করতে থাকেন। সে সময় ইতিহাসের কুখ্যাত অত্যাচারী রোমীয় সম্রাট নিরো সাধু পিতরকে ক্রুশে মৃত্যুদন্ডে দন্ডিত করে। সাধু পিতর উল্টো হয়ে ক্রুশবিদ্ধ হয়ে মৃত্যুবরণ করেন। তাঁকে ভাতিকান পাহাড়েই সমাধিস্থ করা হয়। বর্তমানে সাধু পিতরের মহামন্দিরেন ঠিক বেদীর নিচে আবিস্কৃত হয়েছে সাধু পিতরের সমাধিস্থানটি। যার উপরেই নির্মিত হয়েছে চারশ ফুট উচ্চতার বিশ্বের উচ্চতম গম্বুজটি ভিতরের ব্যাস ৪৬৪ ফিট, মাইকেল এঞ্জেলোর মহাসৃষ্টি বিশাল মর্যাদাপূর্ণ সেন্ট পিটারস ব্যাসিলিকা, খ্রিস্টভক্তদের মহা তীর্থস্থান। প্রতি বছর অসাধারণ মুগ্ধতায় অসেন কোটি-কোটি পর্যটক বৃন্দ। কেউ শূন্য হাতে ফিরে যায় না॥ ❑

তথ্যসূত্র : ইন্টারনেট

কবিতার পাতা

মহামুক্তির বলিদান খ্রিস্টের প্রাণ

অন্তর দাস

খ্রিস্ট তব প্রাণ মহামুক্তির বলিদান
তব প্রাণ মোদের জীবন করিয়াছে,
চির অম্লান, সজীব, সতেজ, তাজা প্রাণ,
আনধার পাইল আলোর ঘ্রাণ।

খ্রিস্ট তব প্রাণ মহামুক্তির বলিদান
চির ম্লান প্রকৃতির যৌবনে
আসিল বসন্তের ঘ্রাণ,
সকল প্রাণীর কলকাকলিতে শুনি মুক্তির তান।

খ্রিস্ট তব প্রাণ মহামুক্তির বলিদান
প্রকৃতির মিলন মঞ্চে
বর্ষা বিন্দুর ঝুম-ঝুম তানে
সকল প্রাণীর, প্রাণ ধুইয়া-মুছিয়া হইল পরিত্রাণ।
খ্রিস্ট তব প্রাণ মহামুক্তির বলিদান
তব ক্ষমার বরে;প্রাণের তরে
মৃত্যুঞ্জয়ী জীবন করিয়াছ দান,
তব দান ভালবাসায় ভরিয়া প্রাণ, এ আদর্শ
করিছ দান
"খ্রিস্ট তব প্রাণ"।

নেই কবরে যিশু

সুশীল মন্ডল

প্রভু যিশু নেই কবরে
উঠেছে প্রভু যিশু,
ধন্য করেছে জীবন মোদের
ভাবেনি নিজের কিছু।
ভয় যত কর জয়,
সামনে এগিয়ে চল,
প্রভু যিশু আছে সাথে,
মুখে জয় যিশু জয় বল।

আমি পুনরুত্থান

মালা চিরান

এই বিশাল পৃথিবীতে যিশুখ্রিস্ট অসীম
ভালোবাসা
প্রেম, ক্ষমা, আদর্শ আমাদের জন্য রেখে ছিল
এই পৃথিবীতে।
যিশুর ভালোবাসাকে ঘিরেই আছে খ্রিস্ট
মণ্ডলীতে
খ্রিস্টের প্রেম গাঁথা মালার মত, ছড়িয়ে ও
আছে
সারা বিশ্বের মাঝে।
আমরা এতো পাপী তবু যিশু দু'টি হাত বাড়িয়ে
আমাদের ডাকেন ফিরে আয় ফিরে আয়।
যিশুর প্রেম, ক্ষমা ভালোবাসা নিয়েই পুণ্যপিতা
পোপ ফ্রান্সিস আমাদের বাংলাদেশে পালকীয়
সফরে এসে ছিল, মহান যিশু বলেন আমি
পুনরুত্থান
আমার মধ্য দিয়ে না আসলে কেউ স্বর্গরাজ্য
প্রবেশ করতে পারবে না।
যুগ-যুগ ধরে যিশুর ভালোবাসা, প্রেম, ক্ষমা
আদর্শকে
নিয়ে খ্রিস্টমণ্ডলী সামনের দিকে এগিয়ে
চলেছে।
যিশুখ্রিস্ট মৃত্যুকে জয় করে তৃতীয় দিনে
পুনরুত্থান করিলেন।
যিশু এতো পাপীকে ভালোবেসে নিজের জীবন
দিয়ে স্বর্গের দ্বার খুলে দিলেন। আমরা পাপী মানুষ
ধন্য যিশুর জীবন দানের জন্য, যিশু নামের
জয়ধ্বনি হোক।

পুনরুত্থান

যিশু বাউল

পুনরুত্থান
প্রভু যিশু খ্রিস্টের উত্থিত রূপে
পাপ-কালিমা, জরা-জীর্ণতা নাশে
পাপ কালিমা-তমসা ধ্বংস করে।
পুনরুত্থান
তপস্যা ও সাধনার অবসানে
প্রার্থনা, উপবাস ও দানের অনুশীলনে
মন-পরিবর্তনে একান্ত প্রচেষ্টার মাঝে।
পুনরুত্থান
পাপ-মন্দতার পথ পাড়ি দিয়ে
ভক্তি বিশ্বাস প্রকাশের একাগ্র ধ্যানে
হৃদয়-মন্দির শুদ্ধ-সুন্দর করার তাগিদে।
পুনরুত্থান
সজীবতা, বিশ্বাস-ভালবাসার আহ্বানে
পুনরায় সত্যময় জীবন গড়ার নিমন্ত্রণে
পুনর্জীবনের মহিয়ান প্রচেষ্টার মাঝে।
পুনরুত্থান
খ্রিস্টের সাথে চলার জয়রথে
আনন্দ গানে, বিজয়ের সংকীর্তনে
পুনরুত্থান প্রতিদিনের সাধনায় যিশুর সাথে পথ
চলার জয়গানে॥

ভোর

উইলিয়াম রনি গমেজ

একটি ভোর হোক আবার
স্নিগ্ধ আলোয় উদ্ভাসিত হোক বিশ্ব ধরিত্রী
পাখিদের মধুর কলতানে জেগে উঠুক মৌন প্রকৃতি
নির্মল বাতাসে উজ্জীবিত হোক সবুজ তেপান্তর মাঠ।
সৌরভ আর গৌরবে রচিত হোক সুন্দরতম
একটি দিনের ।
আবার একটি ভোর হোক
পৃথিবী থেকে মুছে যাক্ যত আছে ভয়, শংকা
বিষন্নতার গভীর শোকে আচ্ছাদিত মৃত্যুর
কালো ছায়া
অতি ক্ষুদ্র অনুজীবের বিরুদ্ধে জিতে যাক
সমগ্র মানব জাতি
স্রষ্টার কৃপার আশীষ ধারা নেমে আসুক
শান্তি আর প্রশান্তিতে ভরে উঠুক আবার
ধরণীতল।

একটি ভোর হোক আবার
আনন্দে আনন্দে মুখরিত হই সবাই
মেরী ম্যাগডিলিনার মতো চিৎকার করে বলতে থাকি
যিশু পুনরুত্থান করেছে, সত্যি! যিশু
পুনরুত্থান করেছে
মৃত্যুকে পরাভূত করে কবর থেকে বেরিয়ে এসেছে
মৃত্যুঞ্জয়ী খ্রিস্টরাজ।।

স্বাধীনতা

ব্রাদার আন্তনী অনন্ত হেম্ব্রম সিএসসি

আমি আজ স্বাধীন,
সত্যিই কি তাই?
নাকি শুধু মুখের ভাষায় স্বাধীন?
আমার বুকে উড়ছে কত লাল সবুজের পতাকা
তবুও আমার সন্তানেরা
ক্ষুধার জ্বালায় পড়ে আছে রাস্তায়।
আমি আজ স্বাধীন,
সত্যিই কি তাই?
শত শত বোন আজও ধর্ষণের শিকার
হাজারও ফুল ফুটবার আগে ঝড়ে পড়ে যায়,
আমারই বুকে কত বৃক্ষ পারে না বাড়তে।
আমি আজ স্বাধীন,
সত্যিই কি তাই?
আমার যুবকের দল আজ নৈতিকতা রেখে
হেরোইন আর অস্ত্রের ঝুড়ি নিচ্ছে হাতে
তুলে।
আমি আজ স্বাধীন,
সত্যিই কি তাই?
নাকি শুধু মুখের ভাষায় স্বাধীন?

স্মৃতিতে অম্লান তোমরা

আরবান পিনেরু
জন্ম : ২৮ নভেম্বর, ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ১০ মার্চ, ১৯৯১ খ্রিস্টাব্দ

রোজালিন তেরেজা পিনেরু
জন্ম : ১৮ সেপ্টেম্বর, ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ১৭ এপ্রিল, ২০০১ খ্রিস্টাব্দ

জন ডমিনিক পিনেরু (রবিন)
জন্ম : ২৪ জুলাই, ১৯৫৩ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ১৭ মার্চ, ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ

জামালখান ধর্মপল্লী, চট্টগ্রাম।

প্রিয় বাবা-মা ও বড় দাদা, তোমরা আমাদের মননে জীবনে রয়েছ জড়ায়ে সতত।

জীবনদ্দশায় তোমরা পরিবারে ও সমাজে নিজ কর্মগুণে অনেক সুন্দর দৃষ্টান্ত ও আদর্শ রেখে গিয়েছ। আমাদের জন্য আশীর্বাদ করো যেন আমরাও সুন্দরভাবে জীবন-যাপন করে জীবনকে সাফল্য-মন্ডিত করতে পারি, তোমাদের আদর্শ যেন ধারণ করতে পারি।

জামালখান গির্জা সংলগ্ন সমাধি ক্ষেত্রে একই সমাধিতে তোমরা নিদ্রিত। পিতা ঈশ্বরের কাছে তোমাদের অনন্ত শান্তি কামনা করে প্রার্থনা জানাই।

তোমাদের স্নেহের

ডিনা ফিলোমিনা পিনেরু
ডিকি খ্রীষ্টোফার পিনেরু
ডোরা জ্যাকলিন পিনেরু ও পরিবারবর্গ।

নরিন মনিকা ডি'ক্রুজ
এডুয়ার্ড ডি'ক্রুজ
মার্গারেট এ্যানী ডি'ক্রুজ ও পরিবারবর্গ।
রিনি ম্যাথিল্ডা ডি'ক্রুজ ও পরিবারবর্গ।

এন্থনী ভিন্সেন্ট পিনেরু
ক্যাথরিন ডেইজী গমেজ
রোজমেরী জেনিথ পিনেরু
ক্ল্যারিসা হেলেন পিনেরু।

মারলিন ক্লারা বাড়ৈ
ব্যারিষ্টার আলবার্ট বাড়ৈ
ব্যারিষ্টার রুয়েল লিংকন বাড়ৈ ও পরিবার।

বিজ্ঞ/১০৩/২১

পাস্কায় প্রকৃত আনন্দ আস্বাধন

সংগ্রামী মানব

খ্রিস্টান পল্লীর বাসিন্দা মরিয়ম। আধ্যাত্মিকতায় পরিপূর্ণ একজন ধর্মভীরু মহিলা। পারিবারিক অভাব ছিল তার নিত্যদিনের সঙ্গী। অতি আপনজন বলতে একমাত্র মেয়ে স্নেহাই জীবিত আছে। স্নেহা সবেমাত্র আঠারোতে পদার্পণ করল। তার দাবিদাওয়াও ঊর্ধ্বমুখী। পাস্কা পর্বের আগে স্নেহা তার মার কাছে আবদার করে বসল, যেন তাকে একটি হাতঘড়ি কিনে দেওয়া হয়।

মেয়ের আবদার শুনে মরিয়ম স্তম্ভিত হয়ে গেল। চিন্তায় মরিয়ম বলল, ঠিক আছে মা আমি তোমায় কিনে দেব। পাস্কা পর্ব দেখতে দেখতে চলে এসেছে। বিত্তবানরা ইতোমধ্যে সকল প্রস্তুতি শেষ করে ফেলেছে। কিন্তু মরিয়ম, তার ঘরের উনুনে আগুন জ্বালানোর জন্যে দিয়াশলাইয়ের একটি কাঠিও তো নেই। একদিকে অভাব ও স্নেহার আবদার একটি নতুন হাতঘড়ি অন্যদিকে পাস্কা পর্ব। অবশেষে কোন কূল কিনারা না পেয়ে মরিয়ম নিজের মাথার সব চুল বিক্রি করে দিল। চুল বিক্রি বাবদ ৭০০ নগদ অর্থ হাতে পেল। এই টাকার মধ্যেই মরিয়ম তার মেয়ের আবদার পূরণ করল ও কিছু অর্থ সঞ্চয় করল। মরিয়ম ও স্নেহা পাস্কাপর্বীয় খ্রিস্টযাগে যোগদান করল। খ্রিস্টযাগ শেষে বাড়ি ফেরার পথে এক দশ-এগার বছরের মেয়ে ছুটে এসে স্নেহার হাতটি ধরল। মেয়েটি বলল, দিদি তোমার হাতঘড়িটা আমার খুব পছন্দ হয়েছে। তুমি কি সেটা আমায় দিবে। স্নেহা তার মার দিকে তাকালো, পরক্ষণে হাতঘড়িটি খুলে মেয়েটিকে দিয়ে দিল। মেয়েটি হাতঘড়িটি পেয়ে খুবই আনন্দিত হল ও দৌড়ে চলে গেল। তখন মরিয়ম, স্নেহাকে জড়িয়ে ধরে বলল, দেখ, স্নেহা, আমাদের থেকে অনেক বেশি আবদার অনেকের রয়েছে, আমরা বাদেও অনেক গরীব মানুষ আছে যাদের অভাব অগুনিত, যারা কান্নায় জর্জরিত। তুমি যেই দৃষ্টান্ত আজ দেখিয়েছ, তোমার পছন্দের হাতঘড়িটি দান করে এটাই হল পাস্কা পর্বের প্রকৃত আনন্দ॥ ❑

এসো করি তারি অনুসরণ

শৈবাল এস গমেজ

একদিন এক লোক এলো মানুষের মাঝে
বলে শুধু আবল-তাবল
আর কিসব করে।

নিয়ম বিধি লঙ্ঘন করে
আবার ফরিসি দল সব হিংসে করে
বেটা একটা আস্ত পাগল

পাপির দলের লোক
খায় দায় ঘুরে ফিরে
আর আবল-তাবল কিসব বলে।
ধর বেটাকে মারবো কঘাটে
আমাদের জাতি নষ্ট করার বুদ্ধি সে আটে।

বেটা বলে ঈশ্বর পুত্র নাকি?
অনেক রকম যাদুও আবার দেখায়
অন্ধ, নুলা, পঙ্গু যারা, বন্ধু নাকি ওর,
বিধান বাণী লঙ্ঘন করে
মানুষকে সুস্থ করা ওর মতলব।

একদিন এক সুযোগ এলো -
ধরলাম বেটাকে
বেটার দলের লোকই আমাদের
সহায়তা করে।
সুযোগ এলো হাতে এবার
নাহি ছাড়ি আর
যেভাবে হোক বেটারে এবার
ক্রুশে চড়ানো যাক।

ক্রুশে দেবার এক জায়গাও আছে, কালভারি তার নাম
ক্রুশ বহনে নিয়ে চললাম, রাখলাম না কোন সম্মান।
ক্রুশে দেওয়া হল ওকে, অনেক কষ্টের পর
দেখ এবার কেমন লাগে ঐ ক্রুশের উপর ।

হঠাৎ করে !
সূর্য অন্ধকার হলো, পাথর ফাটিলো, ভূমিকম্পন হল
সব দেখে শুনে মনে হলো লোকটা মরিয়াই গেল।

কিন্তু একি হলো হায়-
আমার মনে কেমন জানি অনুশোচনার ছাপ বয়ে যায়।
যে ছিলো আমার চোখের বিষ
দেখলে গা করতো জ্বালা
সে এখন আমার অনুশোচনা, আমার প্রিয়জন।
ক্ষম মোরে হে বিধাতা, বিশ্ব শান্তি দাতা
করেছি ত্রুটি হে ত্রাতা, তুমিই আমার মুক্তিদাতা।
বাড়ি এসে পাইনা শান্তি, মনের অজানায়
সারাক্ষণ মনটা যে আর কোন দিশা নাহি পায়।
তিন দিন পর ত্রাতা আমার, শুনি পুনরুত্থিত হয়
মন মাঝারে আনন্দের ধারা প্রবাহিত হয়।
পুনরুত্থিত প্রভু আমার মুক্ত করে ভুবন
যুক্ত হয়ে আমরা সবাই
এসো তারি করি অনুসরণ॥

ভাতিকান নিউজে বাংলাদেশের সংবাদ

বিশ্ব মণ্ডলীর সংবাদ

ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরু

বাংলাদেশের স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষে পোপ ফ্রান্সিসের অভিনন্দন জ্ঞাপন

দুইটি ঐতিহাসিক জন্ম দিবসকে স্মরণ করে পোপ ফ্রান্সিস গত ২৪ মার্চ ২০২১ খ্রিস্টাব্দে রোজ বুধবার বাংলাদেশের মানুষের জন্য এক ভিডিও বার্তা প্রেরণ করেন। ১ম উৎসবটি হলো শেখ মুজিবুর রহমানের শততম জন্মবার্ষিকী এবং ২য়টি হলো বাংলাদেশের স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী। বার্তার শুরুতেই পোপ মহোদয় বাংলাদেশের মহামান্য প্রেসিডেন্ট ও

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীসহ প্রিয় বাংলাদেশীদের হৃদয় নিংড়ানো শুভেচ্ছা ও শুভকামনা পেয়েছেন বলে ধন্যবাদ দেন। তিনি বলেন, বিগত দিনগুলোতে ঈশ্বর বাংলাদেশের উপর যে আশির্বাদ ঢেলে দিয়েছেন তার জন্য বাংলাদেশীদের সাথে তিনিও ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিচ্ছেন।

স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী ও বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে পাঠানো ভিডিও বার্তায় পোপ ফ্রান্সিস বলেন, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য এবং সাংস্কৃতিক ঐক্য, ভাষা নিয়ে সহাবস্থানে আধুনিক নাগরিকের এক দেশ বাংলাদেশ, যার আর একটি পরিচয় সোনার বাংলাদেশ। এই সোনার বাংলার স্বপ্ন দেখেছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। এই একতাবোধটি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান উত্তরাধিকাররূপে বাংলাদেশীদের জন্য দিয়ে গেছেন।

পোপ মহোদয় ব্যাখা করে বলেন, বঙ্গবন্ধু সংলাপের সংস্কৃতির উন্নয়ন ঘটাতে চেয়েছিলেন, কেননা তিনি তাঁর প্রজ্ঞা, দূরদৃষ্টি ও বিস্তৃত জীবন দর্শন নিয়ে জানতেন যে এই বহুত্ববাদী ও অর্ন্তভূতিমূলক সমাজে প্রত্যেক ব্যক্তিই স্বাধীনতা, শান্তি ও নিরাপত্তায় বাস করতে পারে। যার উপর ভিত্তি করে ন্যায্য ও ভ্রাতৃত্বপূর্ণ বিশ্ব গড়ে উঠতে পারে।

২০১৭ খ্রিস্টাব্দের নভেম্বর মাসে বাংলাদেশ সফরের সুখস্মৃতি স্মরণ করে বলেন, তাঁর পূর্বসূরীদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে তিনি বাংলাদেশ সফরে সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও উত্তরাধিকারের নতুন অভিজ্ঞতা করেছেন। পোপ ফ্রান্সিস জানান, পোপদের হৃদয়ে বাংলাদেশের জন্য বিশেষ একটি স্থান রয়েছে। এদেশের মানুষের সাথে তারা শুরু থেকেই একাত্মতা অনুভব করেন। দেশ গঠনের প্রাথমিক প্রতিকূলতা কাটিয়ে ওঠার জন্য বাংলাদেশকে সহযোগিতা করেছিল পোপগণ এবং এখনও জাতি গঠনে ও উন্নয়নে কাজ করার ক্ষেত্রে পোপদের সমর্থন ও সহযোগিতা আছে। পোপ মহোদয় আশাবাদ ব্যক্ত করে বলেন, ভাতিকান ও বাংলাদেশের মধ্যে যে সুসম্পর্ক রয়েছে তা দিনে দিনে বৃদ্ধি পাবে। একই সাথে তিনি আশা করেন যে, তাঁর সফরের সময় তিনি আন্তঃধর্মীয় সংলাপ ও সাক্ষাতের যে সাক্ষ্য দেখেছেন তা আরো জোরদার হবে। ন্যায্য ও শান্তিপূর্ণ সমাজ বিনির্মাণে আধ্যাত্মিক মূল্যবোধগুলোর বৃদ্ধি সাধন ও জীবনের অর্থ এবং উদ্দেশ্য বিষয়ে স্বাধীনভাবে নিজেদের বিশ্বাস প্রকাশ করতে পারবে।

বার্তার শেষাংশে পোপ মহোদয় দৃঢ়তার সাথে বলেন, বাংলাদেশের গণতন্ত্রের ভবিষ্যত এবং সুস্থ রাজনীতির জন্য সংবিধানের মূলে যেতে হবে যেখানে রয়েছে আন্তরিক সংলাপ ও আইনসম্মত বিভিন্নতা। পোপ ফ্রান্সিস তাঁর বক্তব্যের শেষে বলেন, বাংলাদেশের বন্ধু হিসেবে আমি আপনাদের প্রত্যেককে, তবে বিশেষভাবে যুবকদের উৎসাহিত করি শান্তি ও সমৃদ্ধি অর্জনের মহান কাজে নিজেকে ব্রতী করো। উদ্বাস্তু, দরিদ্র জনগণ, পিছিয়ে পড়া ও নির্বাক মানুষের জন্য তোমরা তোমাদের উদারতা ও মানবিকতার কাজগুলো করে যাও।

বাংলাদেশের রোহিঙ্গা ক্যাম্পে আগুনে পুড়ে কমপক্ষে ১৫জন মারা গেছে

২৪ মার্চ তারিখে ভাতিকান নিউজে বলা হয়, বাংলাদেশের কক্সবাজারে রোহিঙ্গা শিবিরে ছড়িয়ে পড়া আগুনে কমপক্ষে ১৫জন প্রাণ হারিয়েছে। রিপোর্টে বলা হয়, আগুনে কমপক্ষে ১০,০০০ বাসস্থান/ঘর পুড়ে গেছে, বেশ কিছু মানুষ আহত হয়েছে এবং আনুমানিক ৪৫,০০০ জন মানুষ বাস্তুচ্যুত হয়েছে। বিভিন্ন কিছুর বিতরণ স্থান, শিক্ষাকেন্দ্র ও স্বাস্থ্যকেন্দ্রও আগুনে ধ্বংস হয়েছে। ২০১৭ খ্রিস্টাব্দে মিয়ানমার থেকে পালিয়ে আসা রোহিঙ্গাদের জন্য পৃথিবীর সবচেয়ে বড় শরণার্থী শিবির হলো কক্সবাজারে। যাদের মধ্যে অনেকেই শিশু। আগুণ লাগার পরপরই বিভিন্ন জরুরী সেবা এগিয়ে আসে রোহিঙ্গা শরণার্থীদের রক্ষা করতে। তবে কেউ বলতে পারেনি কোথা থেকে বা কিভাবে এই অগ্নি দুর্ঘটনা ঘটেছে।

দুর্ঘটনার সাথে সাথেই তা নিয়ন্ত্রণে জরুরী সেবাদানে সাড়া দিয়ে এগিয়ে এসেছে জাতিসংঘের বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচী, বাংলাদেশ সরকারের বিভিন্ন দপ্তর, বিভিন্ন এনজিও এবং মানবিক বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানসমূহ।

বাংলাদেশে 'লাউদাতো সি' উদ্যোগঃ একজন কাথলিক একটি গাছ

গত ৯ মার্চ ২০২১ খ্রিস্টাব্দে ভাতিকান নিউজে ফাদার বেনেডিক্ট মায়াকি এসজে লাউদাতো সি বর্ষ উপলক্ষে বাংলাদেশের বৃক্ষরোপণ কর্মসূচীর 'একজন কাথলিক একটি গাছ' উদ্যোগটিকে নিয়ে বড় একটি ফিচার রচনা করেন। কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি'রোজারিও সিএসসি'র সাক্ষাৎকার সম্বলিত এই ফিচারে লাউদাতো সি'তে বৃক্ষরোপন কর্মসূচীর পরিপ্রেক্ষিত সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরা হয়। প্রকৃতির মধ্যে যে সংকট লক্ষ্যণীয় বাংলাদেশের বৃক্ষরোপণ তা কিছুটা হলেও লাঘব করবে। এই ধরণের সময়োপযোগী উদ্যোগ গ্রহণ করার মধ্যদিয়ে বাংলাদেশ মণ্ডলী বাংলাদেশে লবণ ও আলো হয়ে উঠবে বলে অনেকে মনে করেন।

আগুনে পুড়ে যাওয়া রোহিঙ্গা শরণার্থীদের সাহায্যে জাতিসংঘ ও কারিতাস বাংলাদেশ

গত ১৪ জানুয়ারি ২০২১ খ্রিস্টাব্দ রোজ বৃহস্পতিবার বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্বে কক্সবাজারে নয়াপাড়া রোহিঙ্গা ক্যাম্পে এক ভয়াবহ অগ্নি দুর্ঘটনা ঘটে। তাতে ৫০০ ঘরবাড়ি ও ১৫০টি দোকান পুড়ে ছাই হয়ে যায় এবং ৩৫০০জন মানুষ গৃহহীন হয়ে পড়ে। বেশ কয়েকজন মানুষ আহত হলেও কেউ মারা যায়নি। জাতিসংঘের বিভিন্ন সাহায্য সংস্থার সাথে কারিতাস বাংলাদেশ, বাংলাদেশ কাথলিক বিশপ সম্মিলনীর সামাজিক ও উন্নয়ন সংস্থা জানায়, উদ্বাস্তুদের বাড়ি পুনর্নির্মাণসহ সকল ধরণের সহায়তা দেওয়া হবে। যারা ঘর হারিয়েছে প্রাধান্যের ভিত্তিতে তাদের গৃহ নির্মাণ করা হবে। উল্লেখ্য রোহিঙ্গা উদ্বাস্তুদের সেবার কারিতাস বাংলাদেশ ২০১৭ খ্রিস্টাব্দ থেকেই যথার্থভাবে নিয়োজিত আছে॥

- তথ্যসূত্র : *news.va*

থাকবে তোমরা স্মরণে

নির্মল বাড়ৈ
মৃত্যু : ২৮ ডিসেম্বর, ১৯৯৯ খ্রিস্টাব্দ

নীলিমা বাড়ৈ
মৃত্যু : ৬ মার্চ, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ

জন অরবিন্দ বাড়ৈ
মৃত্যু : ৭ অক্টোবর, ২০০৯ খ্রিস্টাব্দ

গ্রাম : ইন্দুরকানি, থানা : উজিরপুর, বরিশাল।

প্রিয় বাবা-মা এবং ভাই অরবিন্দ

আমরা তোমাদের স্মরণ করি পরম মমতা ও ভালোবাসায়। আত্মীয় পরিজনেরা কেউই তাদের প্রিয়জনের বিচ্ছেদ কামনা করে না, তবুও জগতের নিয়মে চলে যেতে হয় যেতে দিতে হয়।

প্রিয় বাবা, মমতাময়ী মা, তোমাদের ছেড়ে আমরা কীভাবে ভালো থাকি। ভাই অরবিন্দ অকালে প্রস্থান করে পরিবারকে করেছিল অসহায়। সময়ের পরিক্রমায় পারস্পারিক সহায়তায় সকলে এখন নিজেকে গুছিয়ে নিয়েছে। তারপরেও তোমাদের জায়গায় তোমরা অনন্য। আমরা পরম পিতার কাছে তোমাদের আত্মার অনন্ত শান্তি কামনা করি।

তোমাদের স্নেহের

ব্যারিষ্টার আলবার্ট বাড়ৈ
মারলিন ক্লারা বাড়ৈ
ব্যারিষ্টার রুয়েল লিংকন বাড়ৈ

আন্তনী তিতুস বাড়ৈ
শেফালী বাড়ৈ
জেসিকা অনন্যা বাড়ৈ
লিওনেল বাড়ৈ

শিলা বাড়ৈ
রিপন হালদার
রনি লয়েড হালদার।

রেজিনা হালদার
সুজিত হালদার
লরেন্স বাবু হালদার ও পরিবার।

লিও অসীম বাড়ৈ
ম্যাগ্‌ডেলিন লক্ষ্মী বাড়ৈ
কলি পনিননা বাড়ৈ

এলিজাবেথ বাড়ৈ
লিটন মজুমদার
সুদীপ্তা মজুমদার
শুদ্ধ মজুমদার।

মারিয়া বাড়ৈ
অলি লওনা বাড়ৈ
লিনেট কুইনী অর্পা বাড়ৈ ও পরিবার।

বিজ্ঞ/১০৩/২১

পবিত্র তপমারা গীর্জার তৈরীর জন্য
বিশেষ দান করেছেন
যোশেফ বার্থা নরেস ও পরিবার
ষ্টিফেন শেফালী গমেজ ও পরিবার
ডমিনিক মার্গারেট গমেজ ভূয়া ও পরিবার
ষ্টানলী গমেজ ও পরিবার
প্যাট্রিক ভেরোনিকা হুবি গমেজ ও পরিবার
মার্সেল প্রদীপ জ্যোৎস্না গমেজ কনচা ও পরিবার
যোসেফ আন্না গমেজ প্রামাণিক ও পরিবার
রবার্ট গনছালভেজ ও পরিবার।
তেজগাঁও, ২২শে জানুয়ারী ১৯৯৩

First twelve years of life with mother
Next twelve years with father
Who really took care of me like a mother
Since Passion Sunday 19 March 1961.

In humble memory of my parents
Joseph and Anna Gomes Pramanick
New Tejgaon Holy Rosary Church
Dhaka, Bangladesh.

In Resurection we trust.
Happy Easter to all.

Peter C Gomes
P. Eng. (Ret'd) - Ontario
P. Eng. (Ret'd) - Alberta

প্রভু যীশুর পুণ্যময় পুনরুত্থান তথা পাস্কা পর্ব উপলক্ষে দি মেট্রোপলিটান খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ হাউজিং সোসাইটি লিঃ এর পক্ষ থেকে সকলের প্রতি রইলো পুনরুত্থিত খ্রিষ্টের আনন্দময় শুভেচ্ছা।

বিনিয়োগ সমৃদ্ধির প্রথম পদক্ষেপ, স্বাবলম্বী হোন, অধিক মুনাফা অর্জন করুন !!!

স্থায়ী আমানত

৬ বছরে দ্বিগুণ

৫ বৎসর	৪ বৎসর	৩ বৎসর	২ বৎসর	১ বৎসর	৬ মাস
১৩.৫০%	১৩.০০%	১২.৫০%	১২.০০%	১১.০০%	১০.০০%

সঞ্চয়ী	ডিপোজিট / এল.টি
৬.০০%	৫.০০%

+ ৩ বৎসর মেয়াদী ১,০০,০০০/= (এক লক্ষ) টাকার স্থায়ী আমানতের উপর মাসিক ১,০০০/= টাকা হারে সুদ প্রদান করা হবে। মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পর আসল টাকা। সদের হার ১২.০০% ।

+ ৫ বৎসর মেয়াদী ১,০০,০০০/= (এক লক্ষ) টাকার স্থায়ী আমানতের উপর মাসিক ১,০২৫/= টাকা হারে সুদ প্রদান করা হবে। মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পর আসল টাকা। সদের হার ১২.৩০% ।

+ ৩ বৎসর মেয়াদী ১,০০,০০০/= (এক লক্ষ) টাকার স্থায়ী আমানতের উপর তিন মাস অন্তর ৩,০৫০/= টাকা হারে সুদ প্রদান করা হবে। মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পর আসল টাকা। সদের হার ১২.২০% ।

+ ৫ বৎসর মেয়াদী ১,০০,০০০/= (এক লক্ষ) টাকার স্থায়ী আমানতের উপর তিন মাস অন্তর ৩,১০০/= টাকা হারে সুদ প্রদান করা হবে। মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পর আসল টাকা। সদের হার ১২.৪০% ।

কোন স্থায়ী আমানত যদি মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পূর্বে কেউ ভাঙতে চায় তাহলে তাকে সোসাইটির নিয়ম অনুযায়ী সুদ প্রদান করা হবে।

দি মেট্রোপলিটান খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ হাউজিং সোসাইটি লিঃ
THE METROPOLITAN CHRISTIAN CO-OPERATIVE HOUSING SOCIETY LTD.
Regd No 282 Dated 06 06 1978
Archbishop Michael Bhaban, 116/1 Monipuripara, Tejgaon, Dhaka-1215, Bangladesh ☎ +88 02 55027691-94 info@mcchsl.org www.mcchsl.org

বিজ্ঞ/৮/২১

BOOK POST

চলতি সংখ্যার মূল্য ৩০ টাকা মাত্র

Edited & Published by **Fr. Bulbul Augustine Rebeiro**, Christian Communications Centre, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Bangladesh, Phone : (880-2) 47113885, Printed at Jerry Printing, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Phone : 47113885, E-Mail : wklypratibeshi@gmail.com, Web: www.weekly.pratibeshi.org